

এসো

ছারফ

শিখি

আব-আব্বাস-আব্বাস

الطريق إلى الصرف

এসো ছারফ শিখি

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ

শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য

মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশরাফাবাদ

লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০

প্রকাশনায়

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

www.eelm.weebly.com

প্রকাশকঃ

মোহাম্মাদ সাদিক উল্লাহ

মোহাম্মাদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা- ১২১১

ফোনঃ ৭৩১৫৮৫০

(সর্বস্বত্ব লেখকের)

প্রথম প্রকাশ-

রজব, ১৪২০ হিজরী

অক্টবর, ১৯৯৯ ইংরেজী

মুদ্রণে- মোহাম্মাদী প্রিন্টিং প্রেস

৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

কম্পিউটার কম্পোজঃ

দারুল কলম কম্পিউটার

মাদরাসাতুল মাদীনাহ আশরাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা-১৩১০ ফোন :

হাদিয়া : ১০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

মোহাম্মাদী লাইব্রেরী

৬০, চকবাজার, ঢাকা-১২১১

ফোন : ৭৩১৫৮৫০

মোহাম্মাদী লাইব্রেরী

বিশাল বুক কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল: ০১৭১৫১২৬২৩৬

الوفاء

أتشرف بإهداء هذا العمل
المتواضع

إلى من أخذ بيدي إلى مائدة
الأدب العربي و اذاقني حلاوته
إلى من يسره أن يراني دائما في
خدمة لغة القرآن و السنة
إلى من لا أنسى فضله و منه علي
ما حييت

إلى أستاذي الجليل سلطان ذوق
الندوي - حفظه الله .

تلميذكم

الذي لا ينساكم و يرجو أن لا تنسوه

মাদানী নেছাবের অন্যান্য কিতাব

- (১) الطريق إلى العربية في ثلاثة أجزاء
- (২) الطريق إلى النحو
- (৩) الطريق إلى البلاغة
- (৪) الأيات المنتخبة
- (৫) التمرين الكتابي على الطريق إلى العربية

المطالعة العربية

- (১) حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
- (২) الباحث عن الحق
- (৩) فوق الصليب
- (৪) أحد .. أحد

দু'টি কথা

আরবী ভাষা স্বয়ং আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের পক্ষ হতে কোরআন ও সুন্নাহর ভাষা রূপে নির্বাচিত হয়েছে, সেহেতু আরবী ভাষার সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। কেননা আমার আল্লাহ আমার দুনিয়া-আখেরাতের শান্তি ও মুক্তির জন্য কী নাযিল করেছেন এবং আমার নাবী আমার জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য কী রেখে গেছেন তা তরজমার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি সে ভাষায় বোঝার চেষ্টা করাই তো হবে আমার আল্লাহ-প্রেম ও নাবী-প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত দাবী!

তবে কোরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের সুবিজ্ঞ ও সুযোগ্য আলিম হওয়ার জন্য আরবী ভাষায় পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা অপরিহার্য। ভাষার সাধারণ জ্ঞান এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সাধারণ ভাষাজ্ঞানের উপর নির্ভর করে কোরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের গভীরে প্রবেশ করা আর দু'দিনের 'সন্তরণ বিদ্যার' উপর সাহস করে অকূল দরিয়ায় ঝাঁপ দেয়া একই পরিণতি ডেকে আনবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই যারা দীন ও শরীয়তের আলিম হবে এবং কোরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের ইলমের 'ধারক, বাহক ও রক্ষক' হবে তাদের জন্য আরবী ভাষার সাধারণ জ্ঞান অর্জনের পর ভাষার শাস্ত্রীয় ও তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য।^১

একারণেই দেখা যায়, বিজয়াভিযানের মাধ্যমে ইসলাম যখন জায়ীরাতুল আরবের সীমানা অতিক্রম করলে! তখন থেকেই ওলামায়ে উম্মত আরবী ভাষার

১. এখন তো মনে হয় সাধারণ আরবী ভাষাজ্ঞানেরও প্রয়োজন নেই। কেননা এখনকার 'মুজতাহিদ ছাহেবান' মাশাআল্লাহ শুধু 'অনুবাদ জ্ঞানের' ভেলায় চড়েই ইজতিহাদের মহাসমুদ্র পাড়ি দেয়ার হিম্মত রাখেন।

পূর্ণ শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এমনকি এ ময়দানে পুরো জিন্দেগী ওয়াকফ করে দিয়েছেন। তাঁদের এই জীবনব্যাপী সাধনারই ফল স্বরূপ অভিধান, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের এক সুবিশাল গ্রন্থ-সম্ভার গড়ে উঠেছে, যা বিশ্বের যে কোন জাতির হৃদয়ে সশ্রদ্ধ বিষ্ময় উদ্বেক করার জন্য যথেষ্ট।

আরবী ভাষা-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শাস্ত্রের উপর প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনার গুরু দায়িত্ব ও ওলামায়ে কেরাম শুরু থেকে আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। এ ক্ষেত্রে আলিমগণ সবসময় যুগ-চাহিদা ও সমাজ-মানস সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সে আলোকে পূর্ববর্তী কিতাবের পরিবর্তে নতুন কিতাব তৈরী করেছেন। বলাবাহুল্য যে, পূর্বসূরীদের রচনাসম্ভারের উপস্থিতি সত্ত্বেও যুগ, সমাজ ও পরিবেশের পরিবর্তিত দাবী ও চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন গ্রন্থ প্রণয়নই হলো উত্তরসূরী আকাবিরগণের অনুসৃত নীতি।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের আকাবিরগণ আরেকটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। তা এই যে, যে কোন শাস্ত্রের সাথে প্রথম পরিচয় শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হওয়া উচিত, যাতে একজন শিক্ষার্থীকে বিষয় ও ভাষার বোঝা একত্রে বহন করতে না হয়। অভিজ্ঞতাও এটাই বলে যে, মাতৃভাষায় কোন শাস্ত্রের মূল বিষয় আত্মস্থ করার পর অন্য ভাষায় বিশদ ও সম্প্রসারিত অধ্যয়ন সহজ হয়ে থাকে। (অবশ্য এ জন্য সর্বাত্মক মাতৃভাষার ‘পর্যাপ্ত জ্ঞান দরকার।)

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে ফারসী ভাষা যত দিন ভারতীয় মুসলমানদের সমাজে প্রায় মাতৃভাষার মত অন্তরঙ্গ ও বহুলব্যবহৃত ছিলো তত দিন আরবী ভাষার পরিবর্তে ফারসী ভাষাকেই তাঁরা শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছেন। আবার যখন যুগের হাওয়া বদল হলো এবং মুসলিম সমাজ থেকে রাজভাষা ফারসীর প্রভাব প্রায় মুছে গেলো তখন কোন অজুহাতেই ফারসীর প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব না করে উর্দু ভাষাকেই তাঁরা অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

হারফ শাস্ত্রের কথাই ধরুন, হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরাম ফারসীর যুগে میزان

جنگ صرف علم الصیفة و منشعب، پنج گنج، فصول اکبری، جنگ صرف
کتاب الصرف و کتاب الصرف علم এর মত মৌলিক কিতাব রচনা করেছেন তেমনি পরবর্তী যুগে উর্দু ভাষায় علم الصرف এর মত মৌলিক কিতাব রচনা করেছেন এবং দরসে নিয়ামীর
শিক্ষাঙ্গনে তা অত্যন্ত সমাদৃতও হয়েছে ।

তাছাড়া কেউ কেউ ফারসী কিতাবগুলোরই হুবহু উর্দু তরজমা পেশ
করেছেন । অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণেই সেগুলো তেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ
করেনি ।

দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আমরা
হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারিনি । ফলে সমাজ ও
পরিবেশ উপযোগী কোন পাঠ্যপুস্তক যেমন রচিত হয়নি তেমনি প্রাথমিক
শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষা বাংলাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি । যুগ যুগ ধরে
ফারসী এবং উর্দু ভাষাতেই চলে আসছে আমাদের যাবতীয় পঠন-পাঠন ।
একারণে শিক্ষার মানগত ক্ষেত্রে ‘পশ্চিমের’ তুলনায় ‘পূর্ব’ সব সময় পিছিয়ে
আছে । এমনকি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ
মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী (মুঃ যিঃ আঃ) এ বিষয়ে বারবার
আমদের উপদেশ দিয়েছেন, তবু আমরা সচেতন হইনি ।

অতিসম্প্রতি অবশ্য বাংলাকে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার
একটা ধীর মানসিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে । সে হিসাবে আশা করা
গিয়েছিলো যে, এ দেশের সুবিজ্ঞ আলিম সমাজ অন্তত এ পর্যায়ে
স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাভাষায় মৌলিক ও গবেষণামূলক
পাঠ্যপুস্তক রচনায় এগিয়ে আসবেন । সে যোগ্যতাও ছিলো তাঁদের । কিন্তু তা
হয়নি । কেননা যে কোন মৌলিক গবেষণার জন্য যোগ্যতার পাশাপাশি উদ্যম
ও আত্মনিমগ্নতারও সমান প্রয়োজন । আর পশ্চিমের তুলনায় পূর্বের ইলমী
দুনিয়ায় যে এ জিনিসটার বেশ ঘাটতি রয়েছে তা লজ্জার বিষয় হলেও স্বীকার
করে নেয়াই ভালো ।

একারণেই দেখা গেলো যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও মৌলিক
গবেষণা ও রচনার দায় ও কষ্ট এড়িয়ে তরজমার আশ্রয়গ্রহণকেই নিরাপদ ও

সহজ মনে করা হয়েছে। তদুপরি তরজমাও হয়েছে এমন যে, দুর্বোধ্যতায় মূলকেও হার মানায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দু'একটি নিজস্ব রচনা যে আসেনি তা নয়, কিন্তু সেগুলোও পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা লাভ করতে পারেনি।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী দরসে নিয়ামীর যুগোপযোগী সংশোধন ও সংস্কারের যে মহৎ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ المنهج المدني (মাদানী নেছাব) নামে মাদরাসাতুল মাদীনাহ গ্রহণ করেছে তার জন্য ইতিমধ্যে আদব, নাহব ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর মাতৃভাষায় তিনটি মৌলিক পাঠ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে বেশ উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। হারফ শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি প্রাথমিক ও সমৃদ্ধ পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নের সুতীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়ে আসছিলো। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে সময়মত তা হয়ে উঠেনি। ফলে মাদানী নেছাবে হারফ শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এতদিন একটা শূন্যতা বিরাজ করছিলো। আর বিদ্যমান হারফী কিতাবগুলো দ্বারা মাদানী নেছাবের 'প্রয়োজন' পূরা করাও সম্ভব ছিলো না।

তাই আজ থেকে চার পাঁচ বছর পূর্বে আমি الطريق إلى الصرف (এসো হারফ শিখি) নামে হারফ শাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি 'আদর্শগ্রন্থ' প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছিলাম শুধু আল্লাহর রহমত, মদদ ও তাওফীকের উপর ভরসা করে। এ মহাগুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য উদ্যমের অভাব ছিলো কি না বলতে পারি না, তবে যোগ্যতার যে অভাব ছিলো সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলাম। কিন্তু আমরা যে মহান ভাষাতেযায়ে কেরামের ছোহবত লাভ করেছি তাঁদের শিক্ষা ছিলো এই যে, মানুষ যখন কোন কাজ 'করে' তখন সে নাকাম হয়, আর যখন কাজ 'করানো' হয় তখন কামিয়াব হয়।

পরম সৌভাগ্য এই যে, আমার শাফীক আসাতেযায়ে কেরাম তখনো দু'আ করেছেন, এখনো দু'আ করছেন – যেন আল্লাহ তাঁদের এই অধম ছাত্রকে দিয়ে তাঁর পসন্দ মত কাজ করিয়ে নেন। আর আশ্বা-আব্বার সকাল-সন্ধ্যা ও দিন-রাতের হৃদয় নিংড়ানো ও অশ্রুসিক্ত দু'আ তো প্রতি মুহূর্ত আমাকে ঘিরে রেখেছে!

একারণে কোন কাজ শুরু করার সময় যোগ্যতার অভাববোধ কখনো

আমাকে হতোদ্যম করতে পারেনি। বরং এ বিশ্বাস সর্বদা মনোবল যুগিয়েছে যে, আল্লাহর রহমত তো **بها نى جويد، بها نى جويد** (সুযোগ খোঁজে, সু-যোগ্য খোঁজে না)।

আল্লাহ পাকের শায়ানে শান শোকর যে, অধম বান্দার বিশ্বাসের লাজ তিনি রেখেছেন এবং অবশেষে **الطريق إلى الصرف** প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করেছে।

এ খণ্ডের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম পর্বে **ميزان** ও শব্দ-গঠন প্রণালী এবং দ্বিতীয় পর্বে **منشعب** (বা বিভিন্ন বাব) প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এবং **الطريق إلى العربية** এর পরবর্তী কিতাব হিসাবে তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে **سلسلة الأفعال** গুলোকে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন - এভাবে সাজানো হয়েছে। **نون خفيفة** যুক্ত ফেয়েলগুলোর ব্যবহার যেহেতু খুবই সীমিত সেহেতু এগুলোর 'মশক' বাদ দিয়ে শুধু তথ্যগত জ্ঞান দান করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশ্ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়কে পূর্ণ আত্মস্থ করানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছারফ শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলোর সহজ বাংলা পরিভাষা পেশ করা হয়েছে। যেমন **ثلاثي** ও **رباعي** এর বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে ত্রিমূল ও চতুর্মূল।

যেহেতু **الطريق إلى العربية** কিতাবে **أفعال معتلة** এর **سلسلة** মুখস্থ করা হয়েছে সেহেতু এখানে **منشعب** অংশে **تعليلات** এরও আংশিক আলোচনা দেয়া হয়েছে। অবশ্য তালীলের নিয়ম ও সূত্রগুলো সম্পূর্ণ নতুন শৈলীতে সুসংক্ষেপিত ও সহজতর রূপে পেশ করা হয়েছে এবং প্রতিটি নিয়ম ও সূত্রের এমন ভাবে একটি নাম দেয়া হয়েছে যাতে নামের মধ্যেই সূত্রের সিংহভাগ বর্ণনা এসে যায়। যেমন -

ছারফের সকল কিতাবে বলা হয়েছে, 'ওয়াও-ইয়া যদি মুতাহাররিক হয় এবং তার পূর্ববর্তী হরফ মাফতূহ হয় তাহলে উক্ত ওয়া ও-ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা ওয়াজিব।'।

এই অনাবশ্যক দীর্ঘতা ও 'শব্দ-অপচয়' পরিহার করে আমরা বলেছি, 'ফাতহার পর মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়া আলিফ হয়ে যায়।' অতঃপর আমরা

সূত্রটির নাম দিয়েছি ‘ফাতহার পর মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়ার নিয়ম।’ প্রায় প্রতিটি সূত্র ও নিয়মের ক্ষেত্রেই এটা করা হয়েছে।

অন্যান্য কিতাবে **تعليلات** এর নিয়মগুলোকে গতানুগতিক ভাবে, **أجوف**, **مثال** ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অথচ প্রায়োগিক দিক থেকে তা বাস্তবানুগ নয়। যেমন পূর্বোক্ত নিয়মটিকে **أجوف** এর নিয়ম বলা হয় অথচ তা **قال** ও **باع** এর ন্যায় **رمى** **دعا** এর মধ্যেও প্রযুক্ত হয়। এ কারণে আমরা এই অনাবশ্যক বিভাজন রক্ষা করিনি। তাছাড়া বিরল দু’একটি শব্দের খাতিরে নিয়মকে **جامع** - **مانع** করার প্রবণতা প্রাথমিক কিতাব হিসাবে এখানে আমরা ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছি। অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বে **تعليلات** এর সামগ্রিক আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

الحاق প্রসঙ্গ ছারফের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ পেরেশানির কারণ হয়ে থাকে। ছাত্রাবস্থায় আমরাও পেরেশান হয়েছি। সেজন্য ছারফ শাস্ত্রের গ্রন্থ-সম্ভার অধ্যয়ন করে বিষয়টাকে বিশদ ও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছি, যা ছারফের অন্য কোন পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় না।

মাদানী নেছাবের প্রথম লক্ষ্য হলো বর্তমান দরসে নিয়ামীর শিক্ষা ক্ষেত্রে ‘সময় সংকোচন ও মানোন্নয়ন’। এ জন্য প্রাথমিক (মক্তব) স্তরে দশটি এবং পরবর্তী স্তরগুলোতে বিশটি, মোট ত্রিশটি পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা আবশ্যিক। অথচ এপর্যন্ত মাত্র চার পাঁচটি পুস্তকের ‘খসড়া সংস্করণ’ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং বলাবাহুল্য যে, মাদানী নেছান এখন তার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছে মাত্র। মজিল আমাদের বহু দূরে। তাই আমরা মনে করি, চূড়ান্ত কোন মন্তব্য করার যথার্থ সময় এখনো আসেনি। এ মহূর্তে আমরা যেমন উচ্ছ্বাস দেখাতে রাজী নই, তেমনি ‘বন্ধুদের’ মুখেও হতাশার কথা শুনতে প্রস্তুত নই। এখন আমরা শুধু ‘কবুল করো রাব্বানা!’ বলে দূর দূর বৃকে কাজ করে যেতে চাই।

দেখুন, জমিতে একটি বীজ ফেলে দু’দিনের মাথায় মাটি খুঁড়ে বীজের অবস্থা জানার কৌতূহল প্রকাশ করা, কিংবা দু’ সপ্তাহ পর মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুর বের হতে দেখেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা অথবা দু’তিন বছরেও ফলের দেখা নেই বলে

হতাশ হওয়া - কোনটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অথচ এ তিন গুণেই আমরা বাঙ্গালী! তাই বন্ধুদের নিকট সবিনয় নিবেদন, একটু অপেক্ষা করুন এবং আমাদের সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন।

এরপর হলো দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। যদিও তা প্রকাশ করার উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি এবং অযথা 'বিতর্কের সুযোগ' সৃষ্টি করা বুদ্ধির কাজ নয়, তবু 'নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই' - এ নির্মম সত্যকে স্বরণ করে আজ কাগজের বুকে একটু ইঙ্গিত রেখে দিতে চাই, যেন আমার পরে আগামী দিনের কোন দরদী বন্ধু এ পথের পথিক হতে চাইলে মঞ্জিলে মকছুদ খুঁজে পান।

এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা দেওবন্দী পরিবারের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ (রহঃ) মোটামুটি এভাবে বলেছেন -

দ্বীন ও দুনিয়ার শিক্ষা যেদিন থেকে বিভাজিত হয়েছে সেদিন থেকে উম্মাহর দুর্ভাগ্য শুরু হয়েছে।

বস্তৃত আসমানী ইলম এবং দুনিয়াবী ইলম নামে দুটি আলাদা জিনিসের অস্তিত্ব শরীয়তে নেই। কেননা **و علم آدم الأسماء كلها** বলে যে সকল জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা সবই আসমানী ও জান্নাতী ইলম। **و أئنا له** , **و أبهره الأكمه و الأبرص** এবং **الحديد** এবং জ্ঞানের সাহায্যে 'বদর ও অহদের সেনাপতি' যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে শাসন পরিচালনা করেছেন তা সবই নববী ইলম। তদ্রূপ যে জ্ঞানের সাহায্যে হযরত ওমর (রাঃ) ইরাকের ভূমি জরিপ করেছেন সেটাও ছাহাবা ওয়ালা ইলম।

সুতরাং উম্মাহ যদি বিশ্বের জাতিবর্গের মাহফিলে মর্যাদা ও নেতৃত্বের আসন লাভ করতে চায় তাহলে আসমানী ও নববী ইলম রূপেই 'সবকিছুর' শিক্ষা অর্জন করতে হবে এবং মাদরাসাতুচ্ছুফফার সিলসিলার ধারক ও বাহক যে ওলামায়ে কেরাম তাঁদের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার এই অবিভাজ্য রূপরেখাই দূর ভবিষ্যতে মাদরাসাতুল মাদীনাহ মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে চায়। **و ما ذلك على الله بعزيز**

‘সময়’ তো সবসময় আসে না, তাই প্রসঙ্গক্রমে ‘অপ্রাসঙ্গিক’ কিছু কথার ইঙ্গিত করা হলো। আল্লাহ যদি ‘জীবন রক্ষা করেন’ এবং তাওফীক দান করেন তাহলে ঈগামীতে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

পরিশেষে মূল কথায় ফিরে আসি, *علوم العربية* নামে যতগুলো শাস্ত্র প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে ছারফ শাস্ত্রের মত এমন ‘কাঠ-বিষয়’ সম্ভবত দ্বিতীয়টি নেই। তাতে না আছে রস, না আছে কষ। *چوں سگان* বলে একটা কথা সেই মীযানের প্রথম সবকেই আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং আমরাও হাড়ে হাড়ে তা টের পেয়েছি। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভাষার শব্দ-কাঠামোর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ছারফ শাস্ত্রের কোন বিকল্প নেই। তাই অতি অবশ্যই আমাদেরকে ছারফ অধ্যয়ন করতে হবে এবং তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। এদিকে লক্ষ্য রেখে *الطريق إلى الصرف* কিতাবটিকে ছারফ শাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি আদর্শ পাঠ্যপুস্তক রূপে তৈরী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে এবং নতুন নতুন রীতি ও শৈলী প্রয়োগের মাধ্যমে তাতে রস ও প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে নতুন পরীক্ষা হিসাবে এক্ষেত্রে আমাদের চিন্তায় ও উপস্থাপনায় ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরামের খিদমতে বিনীত নিবেদন এই যে, ত্রুটি সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুচিন্তিত পরামর্শ দান করে সকলে আল্লাহর নিকট আজর ও ছাওয়াবের ভাগীদার হবেন। আল্লাহ কবুল করুন এবং মাকবুল করুন। আর যারা আমীন বলবে আল্লাহ তাদের কল্যাণ করুন। আমীন।

– আবু তাহের মেহবাহ

২৪ / ৬ / ১৪২০ হিঃ

প্রিয় তালিবুল ইলম!

আমরা তোমাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। কেননা তুমি ইলমে দ্বীন হাছিল করার এক সুদীর্ঘ সফরে যাত্রা করেছে। আর হাদীছ শরীফে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে কোন পথে যাত্রা করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

সুতরাং দু'আ করি, তোমার এ সফর বরকতপূর্ণ হোক। আল্লাহর মদদ ও নোহ্রত তোমার সঙ্গী হোক এবং তলবে ইলমের আসল যে মাকছূদ তাতে তুমি কামিয়াব হও।

তলবে ইলমের এ দীর্ঘ সফরের প্রত্যেক মঞ্জিলে আমরা তোমার রফীকে সফর হতে চাই এবং প্রয়োজনীয় ইলমী পাথেয় তোমার হাতে তুলে দিতে চাই, যাতে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার তলবুল ইলমের এ সফর পূর্ণ কামিয়াব হয়।

এ জন্য আরবী ভাষা শিক্ষার পথে প্রথম পাথেয় হিসাবে الطريق إلى العربية কিতাবখানা পেশ করা হয়েছিলো। আশাকরি তা দ্বারা আরবী ভাষার সাথে তোমার মোটামুটি একটা পরিচয় গড়ে উঠেছে।

ইনশাআল্লাহ এবার শুরু হচ্ছে সফরের দ্বিতীয় মঞ্জিল। এখন তুমি الطريق إلى الصرف কিতাবখানা পড়বে এবং তা থেকে আরবী ভাষার শব্দকাঠামোর নিয়মকানুন জানতে পারবে। এরপর আগামী বছর যখন الطريق إلى النحو কিতাবখানা পড়বে তখন আরবী ভাষার বাক্যকাঠামোর নিয়মকানুন জানতে পারবে।

আরবী ভাষার জন্য হারফ ও নাহব দু'টোই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খুব

[তের]

সহজে এবং অল্প সময়ে তুমি যাতে এ দুই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারো সে জন্য তোমার বয়স ও মেধার উপযোগী করে খুব সহজ ভাষায় এবং সরল পদ্ধতিতে বই দু'টি রচিত হয়েছে।

তুমি যদি জীবনের এ মহামূল্যবান সময়গুলোর পূর্ণ কদর করো, ইলম হাছিলের জন্য যথাযোপ্য মেহনত করো, ইলমের যাবতী আদব রক্ষা করো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ইলমের নূর দান করবেন এবং তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের যিন্দেগী কামিয়াব হবে ইনশাআল্লাহ।

এসো এবার বিসমিল্লাহ বলে পড়া শুরু করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে পূর্ণ তাওফীক দান করুন। আমীন।

গুরুত্বপূর্ণ যে সকল কিতাব থেকে
সাহায্য নেয়া হয়েছে

- (১) كتاب الصرف
- (২) علم الصرف
- (৩) تمرين الصرف
- (৪) علم التصريف
- (৫) علم الصيغة
- (৬) فصول أكبرى
- (৭) ميزان الصرف
- (৮) المفصل في علم الصرف
- (৯) موسوعة النحو و الصرف
- (১০) دراسات في علم الصرف
- (১১) شذا العرف في فن الصرف
- (১২) الشافية لابن الحاجب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরেশতাগণ তাদের ডানা
বিছিয়ে দেন, আর সমস্ত মাখলুক, এমনকি সমুদ্রের তলদেশে
মাছেরাও তার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করতে থাকে।

আর সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে শ্রেষ্ঠত্ব
একজন সাধারণ ইবাদত-কারীর উপর আলিমের সেই পরিমাণ
শ্রেষ্ঠত্ব।

- আল-হাদীছ

القسم الأول

(প্রথম পর্ব)

www.eelm.weebly.com



www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَدُّ عِلْمِ الصَّرْفِ (ছারফ শাস্ত্রের পরিচয়)

النصر একটি মাছদার একথা তুমি জানো এবং এই মাছদার থেকে বিভিন্ন শব্দ তুমি তৈরী করতে পারো, যেমন- نَصْرٌ، يَنْصُرُ، أَنْصُرُ، نَاصِرٌ، مَنْصُورٌ - ইত্যাদি। এভাবে যে কোন মাছদার থেকে বিভিন্ন মাপের বহু শব্দ তুমি তৈরী করতে পারো, কিন্তু তোমার ছোট ভাইটি তা পারে না।

বলো দেখি, তুমি পারো কিন্তু সে কেন পারে না ?

কারণ মাছদার থেকে বিভিন্ন শব্দ তৈরী করার নিয়ম কানুন তুমি জানো, কিন্তু তোমার ছোট ভাইটি জানে না।

মাছদার থেকে বিভিন্ন শব্দ তৈরী করার নিয়ম কানুন জানাকে عِلْمُ الصَّرْفِ বলে।

قَوْلٌ، يَقُولُ، قَالَ، يَقُولُ، قُلْ শব্দ গুলোর মূল রূপ হলো، قَوْلٌ -

বলো দেখি, কিভাবে শব্দ গুলোর এই রূপান্তর হলো ? এক রূপ থেকে অন্যরূপ হলো ? হয়ত এ প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে না। কেননা শব্দের রূপান্তরের নিয়ম কানুন তোমার জানা নেই।

শব্দের রূপান্তরের নিয়ম কানুন জানাকে علم الصرف বলে।

মোটকথা, علم الصرف দ্বারা দু'টি বিষয় জানা যায় ; শব্দের গঠন ও শব্দের রূপান্তর। তাহলে আমরা বলতে পারি-

যে নিয়ম কানুন দ্বারা শব্দের গঠন ও রূপান্তর জানা যায় সেই নিয়ম কানুনকে علم الصرف বলে।

مَوْضِعُ عِلْمِ الصَّرْفِ (ছারফ-এর আলোচ্যবিষয়)

উপরের আলোচনা থেকে আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো যে, যে সকল শব্দ বিভিন্ন পরিবর্তন গ্রহণ করে সেগুলোই হলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয়। যেমন—

نصر একটি পরিবর্তনযোগ্য مصدر তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে نصر ফেয়েলটি তৈরী করা হয়। তদ্রূপ نصر একটি পরিবর্তনযোগ্য فعل তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে ينصر ফেয়েলটি তৈরী করা হয়। তদ্রূপ ناصر ও منصور দু'টি পরিবর্তনযোগ্য اسم তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে اسم الفاعل ও اسم المفعول এর অন্যান্য صيغه তৈরী করা হয়। সুতরাং এ শব্দগুলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয়।

পক্ষান্তরে جَفَرٌ عَسَىٰ ইত্যাদি শব্দগুলো পরিবর্তন গ্রহণ করে না সুতরাং এই اسم ও فعل গুলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় নয়।

মোটকথা, পরিবর্তনযোগ্য اسم ও فعل-ই হলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয়।

غَرَضُ عِلْمِ الصَّرْفِ (ছারফ-এর উদ্দেশ্য)

উপরের আলোচনা থেকে আশা করি একথাও তুমি বুঝতে পেরেছো যে, শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করাই علم الصرف এর উদ্দেশ্য।

মূলকথা.

১। শব্দের গঠন ও রূপান্তরের নিয়ম কানুন জানাকে علم الصرف বলে।

২। পরিবর্তন গ্রহণকারী যাবতীয় اسم ও فعل হলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয়।

৩। শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা علم الصرف এর উদ্দেশ্য।

প্রশ্নমালা

- ১। علم الصرف এর পরিচয় বলো।
- ২। যে নিয়ম কানুন দ্বারা শব্দের গঠন ও রূপান্তর জানা যায় সে নিয়ম কানুনকে কি বলে?
- ৩। علم الصرف দ্বারা ক'টি বিষয় জানা যায়?
- ৪। علم الصرف দ্বারা শব্দের গঠন জানা যায়, আর কি জানা যায়?
- ৫। علم الصرف দ্বারা শব্দের রূপান্তর জানা যায়, আর কি জানা যায়?
- ৬। শব্দ গঠনের এবং শব্দের রূপান্তরের একটি করে উদাহরণ দাও।
- ৭। علم الصرف এর উদ্দেশ্য কি?
- ৮। কেন আমরা علم الصرف শিখবো?
- ৯। علم الصرف না জানলে আমাদের কী অসুবিধা হবে?
- ১০। علم الصرف জানলে আমাদের কী সুবিধা হবে?
- ১১। শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ভুল-ভ্রান্তি হতে বাঁচার উপায় কি?
- ১২। علم الصرف কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করে?
- ১৩। علم الصرف দ্বারা কি আমরা বাক্য গঠন করতে পারবো?
- ১৪। علم الصرف দ্বারা কি আমরা শব্দ গঠন করতে পারবো?
- ১৫। علم الصرف দ্বারা কি আমরা শব্দের রূপান্তর বুঝতে পারবো?
- ১৬। علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় কি?
- ১৭। কোন ধরনের শব্দ علم الصرف এর আলোচ্যবিষয়?
- ১৮। পরিবর্তনযোগ্য اسم ও فعل বলতে কি বুঝে?
- ১৯। اسم ও فعل এই الْكِتَابَةُ، كَتَبَ، يَكْتُبُ، أَكْتُبُ، كَاتِبٌ، مَكْتُوبٌ গুলো পরিবর্তনযোগ্য এটা প্রমাণ করো।
- ২০। علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় নয় কেন? عَسَىٰ و لَيْسَ
- ২১। علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় নয় কেন? إِذْ و حَيْثُ
- ২২। علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় কেন? قَرَأَ ও قِرَاءَةٌ

فوائد ضرورية .

কয়েকটি জরুরী বিষয়

علم الصرف এর মূল আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটি জরুরী বিষয় জেনে রাখা ভালো, তাহলে علم الصرف এর মূল আলোচনা বোঝা তোমার জন্য সহজ হবে। বিষয়গুলো এই-

☆ পেশকে ضَمَّ বলে, যবরকে فَتَحَ বলে এবং যেরকে كَسَرَه বলে।

☆ যাম্মা, ফাতহা ও কাসরাকে حَرَكَة বলে। আর হারকাত না হওয়াকে سُكُون বলে।

☆ এক রকমের দু'টি হরফ একত্র করে পড়াকে তাশদীদ বলে। যেমন মূলতঃ ছিলো دُ ب دُ ب دُ ব কে একত্র করে دُ পড়া হয়। এটাকে তাশদীদ বলে।

☆ নুন সাকিনকে তানবীন বলে। তবে এটাকে দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশ আকারে লেখা হয়। যেমন, كَتَابِن, كَتَابِن, كَتَابِن এগুলোকে এভাবে লেখা হয় - كِتَابٌ, كِتَابًا, كِتَابٌ

☆ যাম্মাযুক্ত হরফকে مَضْمُون এবং ফাতহাযুক্ত হরফকে مَفْتُوح এবং কাসরাযুক্ত হরফকে مَكْسُور বলে।

☆ হারকাতওয়ালা হরফকে مُتَحَرِّك বলে। সুকুনওয়ালা হরফকে سَاكِن বলে এবং তাশদীদযুক্ত হরফকে مُشَدَّد বলে।

☆ أَخْرَفَ عَلَّةٍ এই তিনটি হরফকে এলাই বলে। প্রতিটিকে خُرْفٌ عَلَّةٍ বলে।

অনুশীলনী

১। إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এখানে হারকাত ও সুকুন চিহ্নিত করো।
অতঃপর তাশদীদ ও তানবীন চিহ্নিত করো।

২। إِنَّ رَبَّكَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ এখানে مُتَحَرِّক ও سَاكِن হরফগুলো চিহ্নিত

করো । অতঃপর مَفْتُوح , مَضموم , مَكْسُور হরফগুলো চিহ্নিত করো ।

অতঃপর مُشَدَّد হরফগুলো চিহ্নিত করো ।

৩। নীচের বাক্যগুলোতে হরফে ইল্লতসমূহ চিহ্নিত করো ।

لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - وَاللَّهُ يَدْعُوَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ -
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

প্রশ্নমালা

১। হারকাত কাকে বলে ?

২। যাম্মা , ফাতহা ও কাসরাকে কি বলে ?

৩। হারকাতযুক্ত হরফকে কি বলে ?

৪। مُتَعَرِّك কাকে বলে?

৫। سَاكِن কাকে বলে এবং سَكُون কাকে বলে ?

৬। হারকাতমুক্ত হরফকে কি বলে এবং হারকাতযুক্ত হরফকে কি বলে ?

৭। তানবীন কাকে বলে এবং তা কি ভাবে লেখা হয় উদাহরণ দ্বারা দেখাও ।

৮। حَرْف عِلَّة কয়টি ও কি কি ?

৯। মাযমূম , মাফতূহ ও মাকসূর কাকে বলে ?

১০। তাশদীদ কাকে বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলো ।

১১। مُشَدَّد মূলত কয়টি হরফ ? مُشَدَّد কে পৃথক করে দেখাও ।

১২। তানবীনকে মূল অবস্থায় লিখে দেখাও , অতঃপর হারকাতের সংগে লিখে দেখাও ।

أقسام الكلمة

কালিমাহ ও তার প্রকার

راشد و ذهب : এই তিনটি কালিমাহ লক্ষ্য করো : إلى শব্দ দু'টির নিজস্ব অর্থ রয়েছে । আর শব্দ দু'টি নিজ নিজ অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর । অর্থাৎ নিজ অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য শব্দের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই ।

তবে ذهب শব্দটি কালপ্রকাশক, কিন্তু راشد শব্দটি কোন কালপ্রকাশক নয় ।
ذهب শব্দটিকে فعل বলে এবং راشد শব্দটিকে اسم বলে ।

এবার إلى শব্দটি দেখো , তার একটি অর্থ রয়েছে , কিন্তু সাথে অন্য শব্দ যোগ না করা পর্যন্ত তার অর্থ স্পষ্ট রূপে বুঝে আসে না । যেমন- إلى المدرسة -
অর্থাৎ শব্দটি নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর নয় , অন্য শব্দের উপর নির্ভরশীল । এধরনের শব্দ ও কালিমাহকে حرف বলে ।

মূলকথা

حرف (গ) فعل (খ) اسم (ক) কালিমাহ তিন প্রকার

اسم - যে কালিমাহ নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোন কাল প্রকাশ করে না তাকে ইসম বলে ।

فعل - যে কালিমাহ নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে তাকে ফেয়েল বলে ।

حرف - যে কালিমাহ পরিষ্কার রূপে নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর নয় বরং অন্য শব্দের উপর নির্ভরশীল তাকে হরফ বলে ।

অনুশীলনী

১। পাঁচটি করে ইসম , ফেয়েল ও হরফ বনো ।

২। إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ এ বাক্যে ইসম , ফেয়েল ও হরফ চিহ্নিত করো ।

প্রশ্নমালা

- ১। ইসম কাকে বলে ?
- ২। ফেয়েল কাকে বলে ?
- ৩। হরফ কাকে বলে ?
- ৪। ইসম কি নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর ?
- ৫। ফেয়েল কি নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর ?
- ৬। ইসম ও ফেয়েলের মাঝে মিল কোথায় ?
- ৭। ইসম ও ফেয়েলের মাঝে কোনটি কালপ্রকাশক ?
- ৮। ইসম ও ফেয়েলের মাঝে অমিল কোথায় ?
- ৯। হরফ কি স্বনির্ভর রূপে নিজের অর্থ প্রকাশ করে ?
- ১০। كتاب কালিমাটি ফেয়েল নয় কেন ?
- ১১। ذَهَبَ ، يَذْهَبُ ، اِذْهَبْ শব্দগুলো ফেয়েল তা প্রমাণ করো ।

أقسام الفعل

ফেয়েলের তিন প্রকার

কালিমাহর একটি প্রকার হলো ফেয়েল একথা আগের পাঠে তুমি জেনেছো। সেই সংগে ফেয়েলের পরিচয়ও তোমার জানা হয়েছে। আচ্ছা বলো দেখি اسم ও فعل এর মাঝে পার্থক্য কি? হাঁ, ইসম তার নিজস্ব অর্থের সংগে কোন কাল প্রকাশ করে না কিন্তু ফেয়েল তার নিজস্ব অর্থের সংগে তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে।

এই কাল হিসাবে فعل তিন প্রকার ماضي، مضارع، أمر

উদাহরণ দেখো -

فَرَأَ (রাশেদ পড়ছে) এখানে فَرَأَ ফেয়েলটি কি বুঝিয়েছে?

একথা বুঝিয়েছে যে, قِرَاءَة মাছদার বা কর্মটি অতীত কালে ঘটছে।

যে فعل একথা বোঝায় যে, মাছদার বা কর্মটি অতীত কালে ঘটছে

তাকে فِعْلٌ مَاضِي বলে।

কয়েকটি উদাহরণ-

كَتَبَ، شَرَبَ، أَكَلَ، صَلَّى، عَلَّمَ، تَعَلَّمَ، صَامَ، نَامَ، جَاهَدَ، سَافَرَ

يَقْرَأُ (মাহমুদ পড়বে বা পড়ছে) এখানে يَقْرَأُ ফেয়েলটি কি

বুঝিয়েছে?

একথা বুঝিয়েছে যে, قِرَاءَة মাছদার বা কর্মটি বর্তমান কালে ঘটছে বা

ভবিষ্যত কালে ঘটবে।

যে ফেয়েল একথা বোঝায় যে, মাছদার বা কর্মটি বর্তমান কালে কিংবা

ভবিষ্যত কালে ঘটবে তাকে فِعْلٌ مُضَارِعٌ বলে।

কয়েকটি উদাহরণ-

يَكْتُبُ، يَشْرَبُ، يَأْكُلُ، يَصَلِّي، يُعَلِّمُ، يَتَعَلَّمُ، يَصُومُ، يَنَامُ، يَجَاهِدُ، يَسَافِرُ

إِقْرَأْ ফেয়েলটি কি (পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে) অথানে (اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ) অর্থ বোঝায় ?

إِقْرَأْ এর কাছে قِرَاءَةٌ মাছদার বা কর্মটি সম্পন্ন করার দাবী বোঝায় ।
অর্থাৎ হে مُخَاطَبُ তুমি قِرَاءَةٌ মাছদার বা কর্মটি ভবিষ্যত কালে সম্পন্ন করো ।
যে ফেয়েল مُخَاطَبُ এর কাছে ভবিষ্যতকালে মাছদার বা কর্মটি সম্পন্ন করার দাবী জানায় তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ বলে ।

কয়েকটি উদাহরণ-

اُكْتُبْ، اِشْرَبْ، كُلْ، صَلِّ، عَلِّمْ، تَعَلَّمْ، صَمِّ، نَمْ، جَاهِدْ، سَافِرْ

উপরের আলোচনা থেকে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে , فِعْلُ এর মূল অর্থ হলো কোন কালে কোন মাছদার বা কর্মের সংঘটন । অতঃপর ফেয়েল তার কাঠামোগত কারণে এই অর্থের পাশাপাশি তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে ।

فِعْلُ ماضِي শুধু অতীত কাল প্রকাশ করে । فِعْلُ مضارع বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল প্রকাশ করে, আর فِعْلُ الْأَمْرِ শুধু ভবিষ্যত কাল প্রকাশ করে ।

মূলকথা

- ১। কাল হিসাবে فِعْلُ তিন প্রকার ماضি ، مضارع ، أمر
- ২। যে ফেয়েল একথা বোঝায় যে, মাছদারটি অতীত কালে ঘটছে তাকে فِعْلُ ماضি বলে ।
- ৩। যে ফেয়েল একথা বোঝায় যে, মাছদারটি বর্তমান কালে ঘটছে কিংবা ভবিষ্যত কালে ঘটবে তাকে فِعْلُ مضارع বলে ।
- ৪। যে ফেয়েল ভবিষ্যত কালে মাছদারটি সম্পন্ন করার আদেশ বোঝায় তাকে فِعْلُ الأمر বলে ।

১। ইবাচক ফেয়েলকে فِعْلُ مُثَبِّت বলে । যেমন قَرَأَ - يقرأ

না-বাচক ফেয়েলকে فِعْلُ مَنْفِي বলে । যেমন لَا يَقْرَأُ

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্য গুলোতে امر , مضارع , ماضي চিহ্নিত করো ।

فَمَا رِيحَتْ نَجَارَتُهُمْ - لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ - إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا - يَبْتَغِزُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ، قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ
أَخْبَارِكُمْ

২। কোরআন শরীফের যে কোন স্থান থেকে পাঁচটি ماضي পাঁচটি مضارع
এবং পাঁচটি امر বের করো ।

৩। তিনটি বাক্য বলো যাতে তিন প্রকার ফেয়েলের ব্যবহার এসে যায় । •

প্রশ্নমালা

১। ফেয়েলের উপরোক্ত তিন ভাগ কোন হিসাবে করা হয়েছে ?

২। কাল হিসাবে ফেয়েল কত প্রকার ও কি কি ?

৩। فعل الامر কাকে বলে?

৪। فعل الامر দ্বারা কাকে কি আদেশ করা হয় ?

৫। যে ফেয়েল দ্বারা مخاطب কে মাছদারটি ভবিষ্যতে সম্পন্ন করার আদেশ
করা হয় তাকে কি বলে ?

টীকা (পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

যে ফেয়েলের فاعل উল্লেখিত থাকে তাকে فِعْلٌ مَعْرُوف বলে। যেমন-
نَصَرَ فَيْضُ بْنُ رَاشِدٍ خَالِدًا এখানে نَصَرَ ফেয়েলটি معروف কেননা তার ফায়েল উল্লেখিত
হয়েছে। رَاشِد শব্দটি হচ্ছে ফায়েল ।

যে ফেয়েলের ফায়েল অনুল্লেখিত থাকে তাকে فِعْلٌ مَجْهُول বলে। যেমন-
نَصَرَ خَالِدٌ এখানে نَصَرَ ফেয়েলটি مجهول কেননা তার ফায়েল উল্লেখিত
নেই। বরং به مفعول কে ফায়েলের স্থলবতী করা হয়েছে। একারণেই তা
منصوب না হয়ে مرفوع হয়েছে।

৬। فعل الامر এর মাঝে কোন কাল পাওয়া যায় ?

৭। মাছদারটি অতীত কালে সম্পন্ন হয়েছে একথা কোন ফেয়েল বুঝায় ?

৮। فعل ماضي কাকে বলে?

৯। فعل مضارع এর পরিচয় বলো ।

১০। فعل مضارع কোন কোন কালে মাছদারটি সম্পন্ন হওয়া বুঝায় ?

১১। কোন ফেয়েল কোন কাল প্রকাশ করে ?

الحروف الأصلية

মূল হরফ

كَلَّمَ و كَتَبَ কালিমা দু'টি দেখো; উভয় কালিমা তিনটি করে হরফ দ্বারা তৈরী। এই তিন হরফের একটি হরফও যদি বাদ দাও তাহলে শব্দটি নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ শব্দটির মূল কাঠামো ভেংগে গিয়ে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। কেননা এই তিনটি হরফের প্রতিটি হরফ শব্দের মূলকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। আরবী ভাষার অধিকাংশ শব্দেরই মূল হরফ তিনটি।

عَفَّرَ و بَغَّرَ শব্দ দু'টি দেখো; উভয় শব্দ চারটি করে হরফ দ্বারা গঠিত। এই চারটি হরফের কোন একটি হরফ যদি বাদ দাও তাহলে শব্দটি নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ শব্দটির মূল কাঠামো ভেংগে গিয়ে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। কেননা এই চারটি হরফের প্রতিটি হরফ শব্দের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। আরবী ভাষার সামান্য কিছু শব্দের মূল হরফ চারটি।

جَحْمَرِش ইসমটি পাঁচ হরফবিশিষ্ট এই পাঁচটি হরফের একটি হরফও যদি বাদ দাও তাহলে শব্দটির মূল কাঠামো ভেংগে যাবে এবং শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়বে। কেননা এই পাঁচ হরফের প্রতিটি হরফ শব্দের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। আরবী ভাষায় অতি অল্প সংখ্যক ইসম রয়েছে যেগুলোর মূল হরফ পাঁচটি, কিন্তু মূল পাঁচ হরফের কোন ফেয়েল নেই।

উপরের আলোচনার খোঁজা হলো—

মূলকথা

- ১। শব্দের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হরফকে **الْحَرْفُ الْأَصْلِيُّ** বলে।
- ২। আরবী ভাষার অধিকাংশ ইসম ও ফেয়েলের মূল হরফ তিনটি। এগুলোকে **ثَلَاثِي** (বা ত্রিমূল) বলে।
- ৩। কিছু সংখ্যক ইসম ও ফেয়েলের মূল হরফ চারটি। এগুলোকে **رُبَاعِي** (বা চতুর্মূল) বলে।
- ৪। অতি অল্প সংখ্যক ইসমের মূল হরফ পাঁচটি এগুলোকে **خُمَاسِي** (বা পঞ্চমূল) বলে। কিন্তু **خُمَاسِي** কোন ফেয়েল নেই।

الْحُرُوفُ الزَّائِدَةُ

অতিরিক্ত হরফ

عَلَّمَ - تَعَلَّمَ - اسْتَعْلَمَ এই তিনটি ফেয়েল দেখো; প্রথম ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা চারটি, দ্বিতীয় ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা পাঁচটি এবং তৃতীয় ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা ছয়টি। কিন্তু ফেয়েলগুলোর মূল হরফ তিনটি। অর্থাৎ **ع - ل - م** কেননা এই তিনটি হরফের কোন একটি হরফ যদি তুমি বাদ দাও তাহলে শব্দটির মূল কাঠামো ভেঙে যাবে এবং শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়বে।

অথচ প্রথম ফেয়েলের একটি **ل** এবং দ্বিতীয় ফেয়েলের একটি **ت** ও একটি **ل** এবং তৃতীয় ফেয়েলের **س ت**। এই হরফগুলো বাদ দিলে তাতে ফেয়েলের মূল কাঠামো ভেঙে পড়ে না, বরং তিন হরফ দ্বারাই ফেয়েলের মূল অস্তিত্ব বজায় থাকে।

তাহলে বোঝা গেলো; এই ফেয়েলগুলোর মূল হরফ তিনটি, তবে প্রতিটি ফেয়েলের সাথে এক বা একাধিক অতিরিক্ত হরফ রয়েছে।

এবার **افرنقع** ও **تذخرج** ফেয়েল দু'টি লক্ষ্য করো; প্রথম ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা পাঁচটি এবং দ্বিতীয় ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা ছয়টি, কিন্তু উভয় ফেয়েলের মূল হরফ চারটি। অর্থাৎ (**ف - ر - ق - ع** ও **د - ح - ر - ج**) কেননা এই চার হরফের কোন একটি হরফ বাদ দিলে ফেয়েলের মূল

কাঠামো ভেঙে যায় এবং তা অর্থহীন হয়ে পড়ে ।

অথচ প্রথম ফেয়েলের (ت) এবং দ্বিতীয় ফেয়েলের (اِ ও ن) বাদ দিলেও ফেয়েলের মূল কাঠামো ভেঙে যায় না বরং চার হরফ দ্বারাই ফেয়েলের মূল অস্তিত্ব বজায় থাকে ।

তাহলে বোঝা গেলো , উপরোক্ত ফেয়েলদুটির মূল হরফ চারটি, তবে সাথে অতিরিক্ত হরফ রয়েছে । শুধু মূল হরফ দ্বারা গঠিত শব্দগুলোকে مُجَرَّد বলে । আর মূল হরফের সাথে অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হলে তাকে مُزِيدٌ فِيهِ বলে ।

মূলকথা

১। শব্দের মূল হরফগুলোকে الْحُرُوفُ الْأَصْلِيَّةُ বলে । একটিকে الْحَرْفُ الْأَصْلِيُّ বলে এবং মূলের অতিরিক্ত হরফগুলোকে الْحُرُوفُ الزَّائِدَةُ বলে ।

২। শব্দের মূল হরফ তিনটি হলে ثَلَاثِي (বা ত্রিমূল) চারটি হলে رُبَاعِي (বা চতুর্মূল) এবং পাঁচটি হলে خُمَاسِي (বা পঞ্চমূল) বলে । তবে ফেয়েল শুধু ثَلَاثِي ও رُبَاعِي হয় , خُمَاسِي হয় না ।

৩। শুধু মূল হরফ দ্বারা গঠিত শব্দকে مُجَرَّد (মুক্তমূল) বলে ।
মুজাররাদ দুই প্রকার-

ثَلَاثِي مُجَرَّد (মুক্ত ত্রিমূল) - رُبَاعِي مُجَرَّد (মুক্ত চতুর্মূল)

৪। মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ যোগ করে গঠিত শব্দকে مُزِيدٌ فِيهِ (যুক্ত মূল) বলে । মায়ীদ ফীহ দুই প্রকার-

ثَلَاثِي مُزِيدٌ (যুক্ত ত্রিমূল) - رُبَاعِي مُزِيدٌ (যুক্ত চতুর্মূল)

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে কোন ফেয়েলের মূল হরফ কয়টি ও কি কি বলো এবং ছুলাছী ও রুবাসী গুলো পৃথক করো ।

الآن حَصَّصْ لِي الْحَقَّ - دَخَرَ اللَّاعِبَ الْكَرَّةَ إِلَى الْأَمَامِ - تَدَخَّرَتْ الْكَرَّةُ
إِلَى الْأَمَامِ - يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ - اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

২। নীচের মজরদ ও ইসমগুলো পৃথক করো।

وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعِبَادِ - يُعِثُّ لَأَنْتُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ - إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيْطَانِ - لَا تَبْغِثْ أَثَاثَ الْبَيْتِ هُنَا وَهُنَا -

৩। নীচের মুজাররাদগুলোকে এ রূপান্তরিত করো।

يَعْمَلُ - مَا خَرَجُوا - جَلَسْتُمْ - قَامَ - لَبَسْتُ - صَدَقْتَ - قَتَلُوا -

৪। নীচের ফেয়েলগুলোকে এ রূপান্তরিত করো।

تَعَلَّمُوا - أَدْخَلَ - تَبَغَّثَ - يَفْتَرُونَ - سَلَّمْتُ -

প্রশ্নমালা

১। কোন কালিমাতে ثلاثي বা رباعي বলে?

২। কালিমার মূল হরফ কয়টি হলে তাকে ثلاثي বা رباعي বলে?

৩। কালিমার মূল হরফ তিনটি হলে তাকে কি বলে এবং চারটি হলে
তাকে কি বলে?

৪। ثلاثي ও رباعي এবং خماسي এর মাঝে পার্থক্য কি?

৫। ফেয়েল ও ইসম উভয়টি কি ثلاثي ও رباعي হতে পারে?

৬। ফেয়েল ও ইসম উভয়টি কি خماسي হতে পারে?

৭। الحرف الاصلية কাকে বলে?

৮। যে সকল হরফ কালিমার মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সেই হরফগুলোকে
কি বলে?

৯। যে সকল হরফ শব্দের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয় সেই হরফগুলোকে
কি বলে?

১০। الحروف الزائدة কাকে বলে?

- ১১। কালিমার মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ গুলো বোঝার উপায় কি ?
- ১২। اِسْتَطْعَمَ ফেয়েলটি থেকে (ا - س - ت) এই তিনটি হরফ বাদ দিলে কি শব্দের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকে ?
- ১৩। اِسْتَطْعَمَ ফেয়েলটি থেকে (ط - ع - م) এই তিনটি হরফের কোন একটি বাদ দিলে কি শব্দের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকে ?
- ১৪। উপরের ফেয়েলটিতে (ا - س - ت) এই হরফগুলো الحروف নয় বরং الحرف الزائدة তা কিভাবে বুঝলে?
- ১৫। উপরের ফেয়েলটিতে (ط - ع - م) এই হরফগুলো الحروف الاصلية তা কিভাবে বুঝলে ?
- ১৬। উপরের ফেয়েলটিতে (ط - ع - م) এই হরফগুলো মূল এবং (ا - س - ت) এই হরফগুলো অতিরিক্ত তা প্রমাণ করো ।
- ১৭। مجرد ও مزيد কাকে বলে?
- ১৮। শুধু মূল হরফ দ্বারা গঠিত শব্দকে কি বলে?
- ১৯। মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ যোগ করে গঠিত শব্দকে কি বলে?
- ২০। কোন শব্দে মূল হরফের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা ক'টি ?
- ২১। ইসমের মূল হরফের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা ক'টি ?
- ২২। ফেয়েলের মূল হরফের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা ক'টি ?
- ২৩। শব্দের অতিরিক্ত হরফের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা ক'টি ?
- ২৪। رباعي ও ثلاثي - শব্দের এ বিভাজন কোন হিসাবে ?
- ২৫। মূল হরফের সংখ্যার দিক থেকে ফেয়েল কত প্রকার ?
- ২৬। مجرد ও مزيد - ফেয়েলের এই বিভাজন কোন হিসাবে ?
- ২৭। মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ থাকা না থাকার দিক থেকে ফেয়েল কত প্রকার ?
- ২৮। مجرد ও مزيد কত প্রকার ?

المِيزَانُ الصَّرْفِيُّ

শব্দ-পরিমাপক

ছারফ শাস্ত্রের পরিভাষায় ميزان শব্দটি খুবই পরিচিত শব্দ। এবার তোমাকে আমরা ميزان এর পরিচয় বলছি।

শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফের কথা তুমি পড়েছো এবং শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ বোঝায় একটা উপায় তুমি জেনেছো, অর্থাৎ যে হরফ বাদ দিলে শব্দের মূল কাঠামো ভেঙে গিয়ে শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে সেই হরফটি হলো মূল হরফ। আর যে হরফটি বাদ দিলে শব্দটির মূল কাঠামো ভেঙে পড়ে না বরং শব্দটির মূল অস্তিত্ব বজায় থাকে ঐ হরফটি হলো অতিরিক্ত হরফ। কিন্তু এভাবে শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ চিহ্নিত করা বেশ কঠিন।

ছারফশাস্ত্রের বিশারদগণ শব্দের মূল হরফ অতিরিক্ত হরফ বোঝার একটা সহজ উপায় বের করেছেন। অর্থাৎ (ف-ع-ل) এই তিনটি হরফ দ্বারা কিংবা সাথে আরো কিছু হরফ যোগ করে তারা কতগুলো মাপ তৈরী করেছেন। যেমন فَعَلَ - اِفْتَعَلَ - فَاعِلٌ - مَفْعُولٌ - تَفَاعَلَ - فُعُولٌ ইত্যাদি।

এগুলোকে ميزان (বা শব্দ-মাপ) বলে। ميزان এর মূল হরফ হলো (ف)। (ف-ع-ল) তবে কোন কোন মীযানে (ف-ع-ল) ছাড়া আরো কিছু হরফ যুক্ত হয়। যেমন- اِفْتَعَلَ

এখন তুমি যে কোন একটি শব্দ নাও এবং খুঁজে দেখো, কোন ميزان এর সংগে শব্দটি খাপ খায়। যার সাথে শব্দটি খাপ খাবে সেটাই হলো শব্দটির ميزان আর শব্দটিকে বলা হয় موزون (বা পরিমাপিত) -

যেমন نَصَرَ শব্দটি فَعَلَ এর সাথে খাপ খায়, সুতরাং فَعَلَ হলো نَصَرَ এর ميزان আর نَصَرَ হলো موزون

তদ্রূপ نَاصِرٌ শব্দটি فَاعِلٌ এর সাথে খাপ খায়, সুতরাং فَاعِلٌ হলো نَاصِرٌ এর ميزان আর نَاصِرٌ হলো موزون

إِسْتَفْعَلَ শব্দটি ইসْتَفْعَلَ এর সাথে খাপ খায়, সুতরাং ইসْتَفْعَلَ হলো ইসْتَنْصَرَ এর মِيزান আর ইসْتَنْصَرَ হলো মوزুন।

আশা করি মِيزান ও মوزুন এর বিষয়টি তুমি বুঝতে পেরেছো। আচ্ছা বলো দেখি, اِغْتَسَلَ এর মِيزান কী? এবং مُجَاهِدٌ ও مُفَاعِلٌ এর কোনটি মِيزান এবং কোনটি মوزুন?

এবার শোন আরেকটি জরুরী কথা, মوزুন এর যে হরফগুলো মِيزান এর (ف - ع - ج) এর বরাবরে হবে সেগুলো মূল হরফ। আর যে হরফগুলো (ن - ص - ر) এর বাইরে হবে সেগুলো অতিরিক্ত হরফ। যেমন-

نَصَرَ
فَعَلَ

এখানে (ن - ص - ر) এই তিনটি হরফ (ف - ع - ج) এর বরাবরে এসেছে। সুতরাং (ن - ص - ر) হলো মূল হরফ। এখানে অতিরিক্ত কোন হরফ নেই। আবার দেখো,

نَاصِرٌ اِنْتَصَرَ اِصْطَرَّ
فَاعِلٌ اِفْتَعَلَ اِسْتَفْعَلَ

উপরের তিনটি উদাহরণে (ن - ص - ر) এই হরফগুলো মِيزান এর (ف - ع - ج) এর বরাবরে এসেছে সুতরাং এগুলো মূল হরফ। কিন্তু ناصِر এর الف এই الف - سين - تاء এর اِصْطَرَّ এর نون এবং اِنْتَصَرَ এর الف এবং اِسْتَفْعَلَ এর (ف - ع - ج) এর বাইরে এসেছে। সুতরাং এগুলো অতিরিক্ত হরফ।

মوزুন এর প্রথম হরফটি মِيزান এর (ف) এর বরাবরে এসেছে, সেজন্য প্রথম হরফটিকে ফা-কালিমা বলে। তদ্রূপ দ্বিতীয় হরফটি ع এর বরাবরে এসেছে, এজন্য দ্বিতীয় হরফটিকে আইন-কালিমা বলে। আর তৃতীয় হরফটি ل এর বরাবরে এসেছে, এজন্য তৃতীয় হরফটিকে লাম-কালিমা বলে।

আরেকটি কথা শোনো, যেহেতু অধিকাংশ আরবী শব্দ ثلاثي (বা ত্রিমূল)

সেহেতু মِيزান তৈরী হয়েছে (ل - ع - ف) এই মূল তিন হরফ দ্বারা । কিন্তু যে সকল শব্দের মূল হরফ চা বা পাঁচ সেই ربايعي ও خماسي শব্দগুলোর মِيزান কেমন হবে ?

উত্তর খুবই সোজা . অর্থাৎ মِيزান এর ل কে একবার বা দুই বার পুনঃউচ্চারণ করলেই ربايعي বা خماسي এর মِيزান হয়ে যাবে । যেমন, بَعَثَ এর মِيزান হলো فَعْلَلْ তদ্রূপ جَعَمَرَشُ এর মِيزান হলো فَعْلَلْ

মূলকথা

১। শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ নির্ধারণের জন্য তৈরীকৃত শব্দ-মাপকে মِيزান বলে । এবং মِيزান দ্বারা পরিমাপকৃত শব্দকে موزون বলে ।

২। মِيزান এর মূল হরফ হলো (ل - ع - ف) তবে অধিকাংশ মِيزানের ক্ষেত্রে (ل - ع - ف) এর সংগে এক বা একাধিক অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হয় ।

৩। موزون এর যে হরফগুলো মِيزান এর (ل - ع - ف) এর বরাবরে হবে সেগুলো মূল হরফ আর (ل - ع - ف) এর বাইরের হরফগুলো হলো অতিরিক্ত হরফ ।

৪। মِيزান এর (ل - ع - ف) এর বরাবরে موزون এর যে হরফগুলো হবে সেগুলোকে যথাক্রমে ফা-কালিমা, আইন-কলিমা ও লাম-কলিমা বলে ।

৫। ربايعي শব্দের ক্ষেত্রে মِيزান এ একটি ل এবং خماسي শব্দের ক্ষেত্রে মِيزান এ দু'টি ل বর্ধিত করা হয় ।

অনুশীলনী

১। নীচের মِيزান গুলোর অতিরিক্ত হরফ চিহ্নিত করো ।

أَفْعَلْ - مَفْعَلٌ - مَفَاعِيلٌ - فُعُولٌ - مُسْتَفْعِلٌ - تَفْعَلَلْ - إِنْغِيلَالٌ

تَفَاعَلَ - مَفْعُولٌ - فَعَلَ - اِنْفَعَلَ - فِعَالَةٌ - مَتَفَعَّلٌ

মিযান (ক) এর প্রতিটি মوزন এর জন্য (খ) থেকে সঠিক মিযান নির্ধারণ করো।

(ক) بَيْضَاءُ - أَحْمَرُ - تَعَلَّمَ - حِكْمَةٌ - قُدْرَةٌ - تَزْيِينَةٌ - مُجَاهِدٌ - تَدَخَّرَ - بَعَثَ - تَبَعَثَ - غُرُوبٌ - مَتَعَلَّمٌ - خِيَاطَةٌ

(খ) فِعْلَةٌ - مَفَاعِلٌ - تَفْعِلَةٌ - فُعْلَةٌ - فُعُولٌ - تَفْعِلَلٌ - تَفَعَّلٌ - فَعْلَلٌ فَعْلَلٌ فَعْلَلٌ - مَتَفَعَّلٌ - فِعَالَةٌ - أَفْعَلٌ

৩। নীচের মوزনগুলোর মিযান নির্ধারণ করো। অতঃপর মوزন এর মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ চিহ্নিত করো।

اِسْتَفْغَرَ - مَفَاتِيحٌ - مِصْبَاحٌ - عِلْمٌ - اِخْتِشَاشٌ - اِقْشَعَرٌ - اِنْكَسَرَ - بُكَاءٌ
اِظْهَرَ - اِذْهِيْمَامٌ - مَتَوَاضِعٌ - اِحْمِرَارٌ

৫। প্রতিটি মিযান এর তিনটি করে মوزন উল্লেখ করো এবং মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ নির্ধারণ করো।

اِنْفَعَلَ - مَفَاعِيلٌ - تَفَعَّلَ - يَسْتَفْعِلُونَ - فُعُولٌ

প্রশ্নমালা

১। মিযান কাকে বলে ?

২। মিযান এর পরিচয় বলো।

৩। শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ বোঝার জন্য যে মাপ তৈরী করা হয়েছে তাকে কি বলে ?

৪। মিযান এর উদ্দেশ্য কি ?

৫। মিযান কেন তৈরী করা হয়েছে ?

৬। মوزন কাকে বলে ?

৭। মিযান দ্বারা যে শব্দ পরিমাপ করা হয় সে শব্দকে কি বলে ?

৮। মিযান এর মূল হরফ কয়টি ও কি কি ?

- ৯। মوزون এর মূল হরফ কোনগুলো এবং অতিরিক্ত হরফ কোনগুলো ?
- ১০। শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ বোঝার উপায় কি ?
- ১১। تَصَدَّقْ এখানে মূল হরফগুলো কি কি ?
- ১২। ميزان এর মূল হরফ তিনটি কেন রাখা হয়েছে ?
- ১৩। সাধারণতঃ আরবী শব্দের মূল হরফ কয়টি ?
- ১৪। মوزون যদি رباعي হয় তাহলে ميزان কেমন হবে ?
- ১৫। মوزون যদি خماسي হয় তাহলে ميزان কেমন হবে ?
- ১৬। কখন ميزان এ একটি ل এবং কখন দু'টি ل বাড়ানো হয় ?
- ১৭। تَفَعَّلَ এই ميزان এর মূল হরফ কয়টি ও কি কি ?
- ১৮। فَعَّلَلَ এই ميزان এর মূল হরফ কয়টি ও কি কি ?
- ১৯। ফা-কালিমা, আইন-কালিমা ও লাম-কালিমা কাকে বলে ?
- ২০। ميزان এর ف কিংবা ع কিংবা ل এর বরাবরে موزون এর যে হরফটি বসে তাকে কি বলে ?
- ২১। رَضَوَانُ শব্দের কোন হরফটি ميزان এর ل এর বরাবরে রয়েছে ?
- ২২। مَجْلِسٌ শব্দের কোন হরফটি ميزان এর ف এর বরাবরে রয়েছে ?
- ২৩। سَمَاعَةٌ শব্দের কোন হরফটি ميزان এর ع এর বরাবরে রয়েছে ?

শোন হে ভাই! ছয়টি গুণ ছাড়া কিছুতেই তুমি ইলম হাছিল করতে পারবে না। মেধা, আগ্রহ, সাধনা, (অল্প রিযিকের) সন্তুষ্টি, উস্তাদের সোহবত এবং সুদীর্ঘ সময় ব্যয়।

- ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)

كَيْفَ يُغَرَّفُ الْمَجْرَدُ وَ الْمَزِيدُ فِيهِ

মুক্তমূল ও যুক্তমূল চেনার উপায়

ইতিপূর্বে তুমি مجرد ও مزيد এর পরিচয় জেনেছো, مجرد (বা মুক্তমূল) শব্দে শুধু মূল হরফ থাকে, অতিরিক্ত কোন হরফ থাকে না। আর مزيد (বা যুক্তমূল) শব্দে মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত এক বা একাধিক হরফ যুক্ত হয়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, مجرد ও مزيد নির্ধারণের মাপকাঠি হলো টি فعل এর مَاضِي وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ। অর্থাৎ এই ফেয়েলটিতে অতিরিক্ত হরফ না থাকলে তাকে مجرد বলা হবে। এই ফেয়েল থেকে তৈরী অন্যান্য مضارع، ماضي، امر، اسم الفاعل، اسم المفعول ইত্যাদিতে যদি মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হয় তবু সেগুলো مجرد হবে, مزيد হবে না। সুতরাং فَتَحَ - فَتَحْتُمْ - يَفْتَحُونَ - فَاتِحٌ - مَفْتُوحٌ - مَفَاتِيحٌ ইত্যাদি সব ইসম ও ফেয়েল مجرد ثلاثي রূপে গণ্য হবে। কেননা প্রথম ফেয়েল فتح তে তিনটি মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত কোন হরফ নেই।

তদ্রূপ رُبَاعِي مجرد কেমনা মূল ফেয়েল بَعَثَ তে চারটি মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত কোন হরফ নেই।

পক্ষান্তরে اِفْتَتَحَ ও تَبَعَثَ ফেয়েল দু'টি যথাক্রমে ثلاثي ও رباعي মাযীদ ফীহি। কেননা এখানে اِفْتَتَحَ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ এর ফেয়েলটিতে মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হয়েছে।

سِلْسِلَةُ الْأَفْعَالِ

ক্রিয়ামালা

ماضي- مضارع - امر তিন প্রকার فعل এর তুমি আগেই পড়েছো যে,

এই তিনের প্রতিটি আবার দুই প্রকার معروف (কর্তৃবাচক ক্রিয়া) ও مجهول (কর্মবাচক ক্রিয়া) তাহলে ফেয়েল মোট ছয় প্রকার হলো। যথা-

مَا ضِي مَعْرُوف ১	مَا ضِي مَجْهُول ২
مُضَارِع مَعْرُوف ৩	مُضَارِع مَجْهُول ৪
أمر مَعْرُوف ৪	أمر مَجْهُول ৫

আর প্রত্যেক প্রকার ফেয়েলের মোট পনেরটি صيغه বা শব্দরূপ হয়ে থাকে। وَاحِد (বা একবচন) এর পাঁচটি, যথা -

وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ ৩	وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ ২	وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ ১
وَاحِدٌ مُتَكَلِّمٌ (مُذَكَّرٌ وَ مُؤَنَّثٌ) ৫	وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ ৪	

جَمْع (বা বহুবচন) এর পাঁচটি, যথা -

جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ ৩	جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ ২	جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ ১
جَمْعٌ مُتَكَلِّمٌ (مُذَكَّرٌ وَ مُؤَنَّثٌ) ৫	جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ ৪	

تَشْبِيه (বা দ্বিবচনের) পাঁচটি, যথা -

تَشْبِيهٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ ৩	تَشْبِيهٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ ২	تَشْبِيهٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ ১
تَشْبِيهٌ مُتَكَلِّمٌ (مُذَكَّرٌ وَ مُؤَنَّثٌ) ৫	تَشْبِيهٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ ৪	

এই পনেরটি ফেয়েলের একত্রিত নকশাকে سلسلة الافعال (ক্রিয়ামালা) বলে। এখানে আমরা ছয় প্রকার ফেয়েলের নকশা বা সিলসিলা পেশ করছি। প্রতিটি সিলসিলায় পনেরটি صيغه বা শব্দরূপ থাকবে। এই নকশা-ও সিলসিলা সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করে নাও।

আরেকটা কথা এই যে, আমরা এখানে শুধু ميزان এর সিলসিলা পেশ করবো। সেটার উপর ভিত্তি করে তুমি বিভিন্ন موزون এর সিলসিলা তৈরী করতে পারবে।

আশা করি বিষয়টি তোমার জন্য কঠিন হবে না। কেননা الطريق إلى العربية কিতাবে এই নকশা ও সিলসিলা তুমি মোটামুটি মুখস্থ করে এসেছো।

ماضي مثبت معروف

مذكر غائب	واحد	সে করেছে বা করল।	{ فَعَلَ فَعَلْتُ
مذكر حاضر	واحد	তুমি করেছে বা করলে।	{ فَعَلْتَ فَعَلْتِ
مذكر متكلم	واحد	আমি করেছি বা করলাম।	{ فَعَلْتُ
مذكر غائب	جمع	তারা (সকলে) করেছে বা করল।	{ فَعَلُوا فَعَلْنَ
مذكر حاضر	جمع	তোমরা (সকলে) করেছে বা করলে।	{ فَعَلْتُمْ فَعَلْتُنَّ
مذكر متكلم	جمع	আমরা (সকলে) করেছি বা করলাম।	{ فَعَلْنَا
مذكر غائب	ثنائية	তারা (দু'জন) করেছে বা করল।	{ فَعَلَا فَعَلْنَا
مذكر حاضر	ثنائية	তোমরা (দু'জন) করেছে বা করলে।	{ فَعَلْتُمَا فَعَلْتُمَا
مذكر متكلم	ثنائية	আমরা (দু'জন) করেছি বা করলাম।	{ فَعَلْنَا

ما هو أصل الفعل ؟

ফেয়েলের মূল কি ?

ছারফশাক্তের বিশারদগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, مصدر হলো সকল ফেয়েলের মূল। অর্থাৎ مصدر থেকেই فعل তৈরী হয়েছে। তবে প্রতিটি مصدر থেকে একটিমাত্র فعل তৈরী করা হয়েছে। আর সেটা হলো ماضي معروف এর فَعَلَ - أَفْعَلَ - فَعَّلَ - تَفَعَّلَ - اِفْتَعَلَ - اِفْعَلَّ - اِنْفَعَلَ - اِنْفَعَلَّ - اِفْعَلَّلَ - اِفْعَلَّلَ ইত্যাদি।

এই একটি মাত্র ফেয়েলের শেষে فاعل এর লিংগ, বচন ও পুরুষের বিভিন্ন আলামত যোগ করে ফেয়েলের মোট পনেরটি صيغة বা শব্দরূপ তৈরী করা হয়েছে।

মোটকথা مصدر থেকে তৈরী فعل মূলত একটি, কিন্তু ফায়েলের লিংগ, বচন ও পুরুষ হচ্ছে বিভিন্ন, যার কারণে ফেয়েলের মোট পনেরটি صيغة বা শব্দরূপ হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ فَعَّلْتُ সম্পর্কে চিন্তা করো; এখানে মূল ফেয়েল হচ্ছে واحد مؤنث فَعَلَ তার শেষে تُ সাকিন যোগ করা হয়েছে। এটা ফায়েলের واحد مؤنث غائب (এক বচন, স্ত্রীলিংগ ও নামপুরুষ) হওয়ার আলামত।

তদ্রূপ فَعَّلْتُ এখানে মূল ফেয়েল হলো فَعَلَ। শেষ হরফটিকে সাকিন করে تُ মাফতূহ যোগ করা হয়েছে। এটা ফায়েলের واحد مذکر حاضر (একবচন, পুংলিংগ ও মধ্যম পুরুষ) হওয়ার আলামত।

তদ্রূপ فَعَّلُوا এই صيغة দুটি দেখো; মূল ফেয়েল হচ্ছে فَعَلَ তার শেষে ফায়েলের লিংগ, বচন ও পুরুষের আলামত রূপে و এবং ن যোগ করা হয়েছে। এ দুটি যথাক্রমে ফায়েলের جمع مؤنث غائب এবং جمع مذکر غائب হওয়ার আলামত। অন্যান্য ছীগাগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

এভাবে ماضي معروف واحد مذکر কেও مضارع এবং ماضي مجهول (অর্থাৎ فعل) এর মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে তৈরী করা হয়েছে। আর أمر

কে তৈরী করা হয়েছে مضارع এর মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে । مضارع مجهول
তৈরী করা হয়েছে مضارع معروف এর মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে । তাহলে খোলাসা
কথা এই দাঁড়ালো যে, ماضي থেকে مصدر এই - ماضي معروف واحد مذكر غائب - এই
একটিমাত্র فعل তৈরী হয়েছে । অতঃপর তার মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটিয়ে
مضارع مجهول ও ماضي معروف এর প্রথম فعل টি তৈরী করা হয়েছে ।
অতঃপর সেগুলোর শেষে فاعل এর বিভিন্ন আলামত যুক্ত করে অন্যান্য صيغة
তৈরী করা হয়েছে । তদ্রূপ আমরের বিভিন্ন ছীগাহ তৈরী করা হয়েছে মোযারের
ভিন্ন ছীগাহ থেকে ।

মূলকথা

১। ফেয়েল মোট তিন প্রকার । ماضي - مضارع - أمر

প্রতিটি আবার দুই প্রকার । যথা -

مضارع معروف ৩। ماضي مجهول ২। ماضي معروف ১।

أمر مجهول ৬। أمر معروف ৫। مضارع مجهول ৪।

২। ফেয়েলের মূল হলো মাছদার , আর মূল ফেয়েল মাত্র একটি,
অর্থাৎ ماضي معروف واحد مذكر غائب । অতঃপর তার মাঝে
বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটিয়ে ماضي مجهol ও مضارع معروف তৈরী
করা হয় । আবার مضارع معروف থেকে مضارع مجهol তৈরী
করা হয় এবং مضارع থেকে أمر তৈরী করা হয় ।

প্রশ্নমালা

১। তিন প্রকার ফেয়েল কি কি ?

২। ফেয়েলের এই তিন প্রকার কোন হিসাবে ?

৩। কাল হিসাবে ফেয়েল কত প্রকার ও কি কি ?

৪। فاعل এর উল্লেখ অনুল্লেখ হিসাবে فعل কত প্রকার ও কি কি ?

৫। ماضي معروف ও مجهol কাকে বলে এবং ফেয়েলের এই প্রকার কোন
হিসাবে?

- ৬। কাল ও কর্তা হিসাবে فعل গুলোর নাম বলো।
- ৭। সমস্ত ফেয়েলের মূল কি?
- ৮। مصدر থেকে কয়টি فعل তৈরী করা হয়?
- ৯। مصدر - ماضى - مضارع - أمر এই তিন প্রকার ফেয়েলের কোনটি থেকে তৈরী করা হয়?
- ১০। مصدر থেকে তৈরী করা ماضى مجهول ও ماضى معروف এর কোনটি?
- ১১। مصدر থেকে তৈরী করা ماضى معروف এর পনেরটি صيغه এর কোনটি?
- ১২। ماضى معروف এর অন্যান্য صيغه কিভাবে তৈরী করা হয়?
- ১৩। ماضى معروف এর শেষে কি যোগ করে ماضى معروف واحد مذكر এর অন্যান্য صيغه তৈরী করা হয়?
- ১৪। ماضى معروف واحد مذكر غائب এর শেষে فاعل এর বিভিন্ন আলামত কেন যোগ করা হয়?
- ১৫। ماضى مجهول واحد مذكر غائب কোথেকে তৈরী করা হয়?
- ১৬। مضارع معروف কোথেকে তৈরী করা হয়?
- ১৭। مضارع مجهول কোথেকে তৈরী করা হয়?
- ১৮। أمر কোথেকে তৈরী করা হয়?

তুমি যদি ইলমের জন্য তোমার সর্বস্ব দান করো তাহলে ইলম তোমাকে সামান্য কিছু দান করবে। আর ইলম বড় গায়রতওয়ালা, তাই ইলম কারো দুয়ারে আসে না, বরং ইলমের দুয়ারে সবাইকে আসতে হয়।

— ইমাম মালিক (রহঃ)

عَلَامَاتُ الْفَاعِلِ فِي صَيَغِ الْمَاضِي

মামীর বিভিন্ন ছীগায় ফায়েলের আলামত

একথা তুমি জেনে এসেছো যে, ماضي معروف واحد مذكر غائب. এর শেষে ماضي এর লিংগ, বচন ও পুরুষের বিভিন্ন আলামত যুক্ত হয় এবং এভাবে ماضي معروف এর মোট পনেরটি صيغة তৈরী হয়। এখন আমরা এখানে সেই আলামতগুলো তোমার সামনে তুলে ধরবো।

এই ফেয়েলের মাঝে বিদ্যমান هو فَعَلَ (واحد مذكر غائب)
যমীর হলো فاعل - এখানের ফায়েলের
লিংগ, বচন ও পুরুষের কোন আলামত
নেই।

মুন্ঠ সাকিন হলো مؤنث فَعَلَتْ (واحد مؤنث غائب)
হওয়ার আলামত। এই ফেয়েলের মাঝে
বিদ্যমান هي فاعل যমীর হলো

ত লামকে সাকিন করে মাফতুহ ت فَعَلْتَ (واحد مذكر حاضر)
যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর
এবং ফায়েল حاضر হওয়ার
আলামত।

ত লামকে সাকিন করে মাকসূর ت فَعَلْتِ (واحد مؤنث حاضر)
যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর
এবং ফায়েল حاضر হওয়ার
আলামত।

ত লামকে সাকিন করে মাযমূম ت فَعَلْتُمْ (واحد متكلم)
যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর

এবং ফায়েল متكلم واحد হওয়ার
আলামত।

লামকে মাযমূম করে ওয়াও যোগ
করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং
ফায়েল جمع مذكر غائب হওয়ার
আলামত।

লামকে সাকিন করে মাফতূহ নূন
যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর
এবং ফায়েল جمع مؤنث غائب হওয়ার
আলামত।

লামকে সাকিন করে تم যোগ করা
হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং
ফায়েল جمع مذكر حاضر হওয়ার আলামত।

লামকে সাকিন করে تن যোগ করা
হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং
ফায়েল جمع مؤنث حاضر হওয়ার
আলামত।

লামকে সাকিন করে نا যোগ করা
হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং
ফায়েল جمع متكلم হওয়ার আলামত।

লামকে মাফতূহ করে আলিফ যোগ
করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং
ফায়েল تثنيه مذكر غائب হওয়ার

فَعَلَوا (جمع مذكر غائب)

فَعَلْنَ (جمع مؤنث غائب)

فَعَلُوا (جمع مذكر حاضر)

فَعَلْنَ (جمع مؤنث حاضر)

فَعَلْنَا (جمع متكلم)

فَعَلَا (تثنية مذكر غائب)

فَعَلَ تَا (تثنية مؤنث غائب)

فَعَلَ تَمَّا (تثنية مذكر و مؤنث حاضر)

فَعَلْنَا (تشنية متكلم)

অনুশীলনী

১। অতি দ্রুত বলে যাও।

নমুনা

فَعَلَ

فَعَلْتُ

فَعَلْتُ

فَعَلْتُ - فَعَلُوا - فَعَلْتَ - فَعَلَتْ - فَعَلَا - فَعَلْنَ - فَعَلْتُمْ - فَعَلْنَا -
فَعَلْتُمَا - فَعَلْتُمَا

২। অতি দ্রুত বলে যাও।
অতি দ্রুত বলে যাও।

ث - ت - و - ن - ت - نَا - تُمْ - تِ - تَنْ - نَا - تُمَا - ا - تَا

৩। অনুশীলন - ১ এর নমুনা হিসাবে অতি দ্রুত বলে যাও।

ذَهَبُوا - قُلْتُمْ - شَكَرْنَا - تَعَلَّم - سَافَرْتُمْ - ابْتَسَمَتْ - سَمِعَنْ - تَصَدَّقَا
رَجَعْتِ - صَلَّيْتُ - أَخْرَجْنَا

৪। মاضি معروف واحد مذکر غائب থেকে প্রথমে প্রতিটি মাছদার থেকে প্রথমে
-এর ফেয়েল তৈরী করো, অতঃপর মاضি معروف এর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ
করো।

الذَّهَابُ - الْكِتَابَةُ - النَّصْرُ - الْفَتْحُ - الضَّرْبُ - النُّزُولُ - الشُّكْرُ - الْمَعْرِفَةُ -
السُّؤَالُ - السَّمْعُ - الشَّرْبُ - الْإِكْرَامُ - التَّعْلِيمُ - التَّصَدَّقُ - الْإِقْتِرَابُ

তুমি যদি তিনটি কাজ করো - মোতাল্লাআ করে সবকে
বসো, উস্তাদের প্রতিটি কথা পূর্ণ মনোযোগের সাথে শোনো
এবং সবকের তাকরার করো তাহলে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি,
ইনশাআল্লাহ তুমি ইলম হাছিল করতে পারবে।

- হাকীমুল উম্মত হুযরত খানবী (রহঃ)

كيف يبنى الماضي المجهول؟

মায়ী মাজহুল বানানোর নিয়ম

ماضي معروف ও مجهول এর পরিচয় তুমি আগেই জেনেছো এবং ماضي معروف এর سلسله الافعال বা ক্রিয়ামালাও তোমার মুখস্থ হয়েছে। এবার ماضي مجهول তৈরী করার নিয়ম শোনো।

ماضي مجهول واحد مذكر থেকে صيغة ماضي معروف واحد مذكر غائب তৈরী হবে। নিয়ম এই -

فعل এর প্রথম হরফে যান্মা এবং দ্বিতীয় হরফে কাসরা দাও। এখন কি হলো ? فعل থেকে فعل হলো। এটাই হলো ماضي مجهول واحد مذكر غائب এর صيغة

এখন ماضي مجهول এর অন্যান্য صيغة তৈরী করতে হলে فعل এর শেষে نائب الفاعل এর বিভিন্ন আলামত ও যামীর যোগ করো, যেমন ماضي معروف واحد مذكر غائب এর শেষে যোগ করেছিলে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত নকশাটি দেখলেই বিষয়টি তুমি বুঝতে পারবে।

سلسلة الماضي الممثلة المجهول

غائب	مذكر مؤنث	واحد	তাকে করা হয়েছে বা করা হল।	{ فُعِلَ فُعِلَتْ
حاضر	مذكر مؤنث	واحد	তোমাকে করা হয়েছে বা করা হল।	{ فُعِلْتَ فُعِلْتِ
متكلم	مذكر مؤنث	واحد	আমাকে করা হয়েছে বা করা হল।	{ فُعِلْتُ
غائب	مذكر مؤنث	جمع	তাদের (সকল)-কে করা হয়েছে বা করা হল।	{ فُعِلُوا فُعِلْنَ
حاضر	مذكر مؤنث	جمع	তোমাদের (সকল)-কে করা হয়েছে বা করা হল।	{ فُعِلْتُمْ فُعِلْتُنَّ
متكلم	مذكر مؤنث	جمع	আমাদের (সকল)-কে করা হয়েছে বা করা হল।	{ فُعِلْنَا
غائب	مذكر مؤنث	ثنائية	তাদের (দু'জন)-কে করা হয়েছে বা করা হল।	{ فُعِلَا فُعِلَتَا
حاضر	مذكر مؤنث	ثنائية	তোমাদের (দু'জন)-কে করা হয়েছে বা করা হল।	{ فُعِلْتُمَا فُعِلْتُمَا
متكلم	مذكر مؤنث	ثنائية	আমাদের (দু'জন)-কে করা হয়েছে বা করা হল।	{ فُعِلْنَا

অনুশীলনী

১। নীচের ক্রিয়ামালাতে ফেয়েলের শেষে যুক্ত আলামতগুলো দ্রুত বলে যাও।

فَعِلَ - فَعِلْتَ - فَعِلْتُمْ - فَعِلْنَا
فَعِلُوا - فَعِلْنَ - فَعِلْتُمْ - فَعِلْتُنَّ - فَعِلْنَا
فَعِلَا - فَعِلْتَا - فَعِلْتُمَا - فَعِلْتُمَا - فَعِلْنَا

২। নীচে ফেয়েলগুলোর শেষে যুক্ত আলামতগুলো দ্রুত বলে যাও।

نَضَرُوا - سَأَلْتُ - قَتَلْتُ - أَخَذْتُمْ - نَضَرْتُمْ - قَطَعَا - سَأَلْتَا - ظَلَمْنَا

৩। প্রথমে মاضি مجهول واحد مذکر থেকে মاضি معروف واحد مذکر গائب তৈরী করো। অতঃপর মاضি مجهول এর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।

نَصَرَ - قَتَلَ - تَرَكَ - سَأَلَ - ظَلَمَ - بَعَثَ - مَنَعَ - حَمَدَ - حَفِظَ - ضَرَبَ -
أَكْرَمَ - عَلَّمَ -

একটি জরুরী কথা

متعدي ও لازم - হিসাবে ফেয়েল দুই প্রকার - দাবী করা না করা বাহিনী
এই ফেয়েলকে বলে যা নিজের فاعل কে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, কোন
বাহিনী দাবী করে না। যেমন -

ذَهَبَ مَاجِدٌ - جَلَسَ أَخُوهُ - سَقَطَ الْحَبْرُ - غَرَبَتِ الشَّمْسُ

বাংলায় এগুলোকে আমরা অকর্মক ক্রিয়া বলতে পারি।

এই ফেয়েলকে বলে যা নিজের فاعل কে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, বরং এক
বা একাধিক বাহিনী দাবী করে। যেমন -

قَرَأَ خَالِدٌ كِتَابًا - أَلْبَسَتْ فَاطِمَةُ وَلَدَهَا لِبَاسًا - شَرَبَ رَاشِدٌ مَاءً

বাংলায় এগুলোকে আমরা সক্রমক ক্রিয়া বলতে পারি।

মনে রেখো, مجهول এর ফেয়েল শুধু متعدي থেকে তৈরী হয়, لازم থেকে তৈরী হয় না।

৪। নীচের ফেয়েলগুলোর পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

নমুনা

ماضي معروف جمع مذكر حاضر ذَهَبْتُمْ

ماضي مجهول تنبيه مذكر غائب قَتَلَا

نَصَرْتُ - جَمَعْتُ - قَرَأْتُ - مَا شَرَبُوا - مَا سَمِعْنَا - ظَلِمْنَا - مَا مُنِعْتُمْ
تَعَلَّمْتُمْ - سَلَّمْنَا - مَا سَافَرُوا - مَا أَكَلْنَا - ظَلِمْتُمَا - جُمِعُوا - مَا دُبِحَتْ

প্রশ্নমালা

- ১। ماضي مجهول واحد مذكر غائب এর ফেয়েল কোন ফেয়েল থেকে তৈরী করা হয় ?
- ২। ماضي مجهول থেকে ماضي معروف واحد مذكر غائب এর কোন ছীগা তৈরী করা হয় ?
- ৩। ماضي مجهol এর অন্যান্য صيغه কিভাবে তৈরী করা হয় ?
- ৪। ماضي مجهol বানানোর নিয়ম কি ?
- ৫। কোন ফেয়েল সংখ্যায় বেশী, معروف না مجهول, এবং কেন ?
- ৬। ماضي معروف কি শুধু مصدر متعدي থেকে তৈরী হয় ?
- ৭। ماضي معروف কি শুধু مصدر لازم থেকে তৈরী হয় ?
- ৮। ماضي مجهol থেকে فعل متعدي কি শুধু فعل مجهol হয় ?
- ৯। এই ছীগায় تم যামীরটি কি فاعل এর না مفعول এর ? نصرهم
- ১০। এই ছীগায় تم যামীরটি কি فاعل এর না مفعول به এর ? نصرتم
পরিভাষায় এটাকে কি বলে ?
- ১১। ماضي معروف ও ماضي مجهol এর বিভিন্ন ছীগার আলামত কি ভিন্ন না অভিন্ন ?

كيف يُبنى الفعل المضارع ؟

ফেয়েলে মুযারে বানানোর নিয়ম

আগেই তুমি জেনেছো যে, فعل ماضي অতীতকাল প্রকাশ করে আর فعل مضارع বর্তমানকাল বা ভবিষ্যৎকাল প্রকাশ করে। অর্থাৎ অবস্থা ভেদে একই ফেয়েল কখনো বর্তমান কাল বোঝায় আবার কখনো ভবিষ্যৎ কাল বোঝায়, যেমন- يَقْرَأُ رَاشِدٌ بَعْدَ قَلِيلٍ (রাশেদ এখন পড়ছে।) এবং يَقْرَأُ رَاشِدٌ بَعْدَ قَلِيلٍ (রাশেদ একটু পরে পড়বে।)

এখন আমরা فعل مضارع বানানোর নিয়ম আলোচনা করবো। তুমি জানো যে, ماضي معروف واحد مذکر غائب এর ছীগা غائب থেকে তৈরী হয়। এবার শোনো কিভাবে তা তৈরী হয় ?

ماضي معروف واحد مذکر غائب এর ছীগা فعل এর প্রথম হরফকে সাকিন করো অতঃপর শুরুতে أُتَيْنِ এই চার হরফের কোন একটি হরফ যোগ করো এবং শেষ হরফে ضمه দাও। এখন مضارع معروف এর ফেয়েল হয়ে গেলো।

أُتَيْنِ এই চার হরফকে أحرف المضارعة বলে। হরফগুলো প্রয়োগের নিয়ম এই-

ي আসে চার ছীগার শুরুতে। যথা -

تثنيه مذکر غائب ۱ ۲ واحد مذکر غائب ۱ ۳

جمع مؤنث غائب ۱ ۴ جمع مذکر غائب ۱ ۵

ت আসে আট ছীগার শুরুতে। যথা -

واحد مؤنث حاضر ۱ ۳ واحد مذکر حاضر ۱ ২ واحد مؤنث غائب ১ ৪

جمع مؤنث حاضر ১ ৬ جمع مذکر حاضر ১ ৫ واحد مؤنث غائب ১ ৮

تثنيه مؤنث حاضر ১ ৮ تثنيه مذکر حاضر ১ ৯

واحد متکلم (مذکر و مؤنث) - অর্থাৎ, হরফটি আসে একটি ছীগার শুরুতে,

এর শুরুতে। - جمع متکلم ও تثنيه متکلم শুধু আসে হরফটি

سلسلة المضارع

মুযারে-এর ক্রিয়ামালা

ماضي مجهول ও ماضي معروف এর ক্রিয়ামালায় যেমন পনেরটি করে
 صيغة ছিলো তেমনি مضارع مجهول ও مضارع معروف এর ক্রিয়ামালায়ও
 পনেরটি করে صيغة রয়েছে। واحد এর পাঁচটি, جمع এর পাঁচটি, এবং ثنيه এর
 পাঁচটি।

নীচে প্রথমে আমরা مضارع معروف এর ক্রিয়ামালা এবং তারপর مضارع
 مجهول এর ক্রিয়ামালা পেশ করছি। তবে ماضي مجهول ও ماضي معروف এর
 মত مضارع এর ক্ষেত্রেও শুধু ميزان এর الأفعال পেশ করা হবে। সেটার
 উপর ভিত্তি করে তুমি বিভিন্ন موزون এর المضارع سلسلة তৈরী করে নিতে
 পারবে।

তালিবুল ইলমের কর্তব্য হলো-

- কলবকে সমস্ত মন্দ স্বভাব থেকে পাক পবিত্র করা।
 কেননা কলব হচ্ছে ইলমের ভাণ্ডার।
- চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে, এমন সকল সম্পর্ক কর্তন করা।
 কেননা চিন্তার একাগ্রতা ছাড়া ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়।
- রোগী নিজেকে যেভাবে চিকিৎসকের হাতে অর্পণ করে
 সেভাবে নিজেকে উস্তাদের হাতে অর্পণ করা এবং বিনয়ের সাথে
 তাঁর কথা মেনে চলা।

-আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ)

سلسلة المضارع المعروف

غائب	مذكر مؤنث	واحد	সে করবে, করছে, করে	{	يَفْعَلُ تَفْعَلُ
حاضر	مذكر مؤنث	واحد	তুমি করবে, করছো, করো	{	تَفْعَلُ تَفْعَلِينَ
متكلم	مذكر مؤنث	واحد	আমি করবো, করছি, করি	{	أَفْعَلُ
غائب	مذكر مؤنث	جمع	তারা (সকলে) করবে, করছে, করে।	{	يَفْعَلُونَ يَفْعَلْنَ
حاضر	مذكر مؤنث	جمع	তোমরা (সকলে) করবে, করছো, করো	{	تَفْعَلُونَ تَفْعَلْنَ
متكلم	مذكر مؤنث	جمع	আমরা (সকলে) করবো, করছি, করি	{	نَفْعَلُ
غائب	مذكر مؤنث	ثنائية	তারা (দু'জন) করবে, করছে, করে	{	يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ
حاضر	مذكر مؤنث	ثنائية	তোমরা (দু'জন) করবে, করছো, করো	{	تَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ
متكلم	مذكر مؤنث	ثنائية	আমরা (দু'জন) করবো, করছি, করি	{	نَفْعَلُ

অনুশীলনী

১। প্রতিটি ছীগার পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

নমুনা

(আমরা দু'জন বা আমরা সকলে করবো, করছি, করি।) نَفَعَلْ

তথিহে মডকর ও মুন্ঠ মডকর এং জেং মডকর ও মুন্ঠ মডকর

(তারা সকলে করবে, করছে, করে।) يَفْعَلُونَ

تَفَعَّلَ - يَفْعَلْنَ - أَفْعَلْ - تَفْعَلِينَ - تَفْعَلَانِ - يَفْعَلَانِ - تَفْعَلْنَ

২। নীচের সলসলৈ অফাল মুখস্থ করো।

يَكْتُبُ - يَنْصُرُ - يَجْلِسُ - يَفْتَحُ - يَذْهَبُ - يَعْرِفُ - يَشْرَبُ - يَسْمَعُ - يَسْأَلُ
يَذْبَحُ - يَقْتُلُ - يَخْرُجُ - يُرْسِلُ - يُعَلِّمُ - يَسْتَعْمِلُ - يَتَصَدَّقُ

৩। অতিদ্রুত ছীগাগুলোর পরিচয় বলে যাও।

يَنْصُرْنَ - نَسْمَعُ - تَشْرَبُونَ - تَقْرَأِينَ - تَكْتُبُ - تَسْأَلْنَ - يَضْرِبُونَ - أَنْصُرُ -
يَفْتَحُ - تَفْسِلُونَ - تَعْرِفِينَ - يَذْهَبْنَ - يَضْحَكَانِ - تَغْسِلَانِ - يَسْمَعُونَ -
يُرْسِلَانِ - يُعَلِّمُونَ - تَنْوَرْنَ - يُسَافِرْنَ - تَقْتَرِبُ - يُجَاهِدُونَ

৪। প্রতিটি শিরোনামের বিপরীতে মসার এং পাঁচটি করে সবিহে বলো।

১। তথিহে মডকর হাযর ২। ওাহদ মডকর ৩। তথিহে মডকর হাযর

৪। জেং মডকর ৫। জেং মুন্ঠ গান্ঠ ৬। তথিহে মুন্ঠ গান্ঠ

৭। ওাহদ মুন্ঠ হাযর ৮। তথিহে হাযর ৯। জেং মডকর গান্ঠ

৫। নীচের প্রতিটি মিসান এং একটি করে মুয়ুন বলো এং তার পরিচয় বলো।

নমুনা

فَعَلْتُ صَدَقْتُ (তুমি সত্য বলেছো বা বললে) مَاضِي مُثَبِّتٌ مَعْرُوفٌ

واحد مذكر حاضر

(তাকে সাহায্য করা হয়েছে বা করা হলো।)

فَعَلْتُ نَصَرْتُ

ماضي مثبت مجهول واحد مؤنث غائب

(তারা প্রশ্ন করবে বা করছে বা করে।)

يَفْعَلْنَ يَسْأَلْنَ

مضارع مثبت معروف جمع مؤنث غائب

فَعَلْتُ - فَعِلُوا - نَفَعْتُ - فَعَلْتُمْ - يُفْعَلْنَ - يُفْعَلْنَ - تَفْعَلْنَ - فَعَلْنَا

كيف يبنى المضارع المجهول

মুযারে মাজহুল বানানোর নিয়ম

مضارع معروف হবে তৈরী হইবে সহজ। এটা তৈরী হইবে সহজ। এটা তৈরী হইবে সহজ।
থেকে।

প্রথমে علامة مضارع কে দান করো এবং শেষ হরফের আগের
হরফটিকে فتح দান করো। ব্যস, مضارع مجهول হয়ে গেলো। যেমন -

يُنْصَرُ থেকে

يُضْرَبُ থেকে

يَحْفَظُ ইত্যাদি।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় مضارع مجهول এর سلسلة الأفعال পেশ করা হলো।
ভালোভাবে মুখস্থ করে নাও। মনে রাখতে হবে, لازم থেকে সাধারণত فعل
মجهول তৈরী হয় না। বরং فعل معروف থেকে তৈরী হয়।

আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখো, مضارع معروف এর আইন কালিমা
বিভিন্নহরকত হয় যেমন, يَنْصَرُ, يَفْتَحُ, يَضْرَبُ কিন্তু مضارع مجهول এর
আইন কালিমা শুধু মাফতূহ হয়। যেমন يَنْصَرُ, يَضْرَبُ, يَحْفَظُ ও يَفْتَحُ

দ্বীনের খেদমতের নিয়তে বাংলা ভাষা চর্চা করা এবং বাংলা
সাহিত্যে অত্যন্ত পারদর্শী হওয়া প্রত্যেক তালিবে ইলমের অবশ্য
কর্তব্য।

তবে অবশ্যই তা উস্তাদের তত্ত্বাবধানে করতে হবে। অন্যথায়
কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের আশংকা রয়েছে।

سلسلة المضارع المجهول

غائب	مذكر مؤنث	واحد	তাকে করা হবে, হচ্ছে, হয়	{ يُفَعِّلُ تُفَعِّلُ
حاضر	مذكر مؤنث	واحد	তোমাকে করা হবে, হচ্ছে, হয়	{ تُفَعِّلُ تُفَعِّلِينَ
متكلم	مذكر مؤنث	واحد	আমাকে করা হবে, হচ্ছে, হয়	{ أَفَعِّلُ
غائب	مذكر مؤنث	جمع	তাদের (সকল)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয়	{ يُفَعِّلُونَ يُفَعِّلْنَ
حاضر	مذكر مؤنث	جمع	তোমাদের (সকল)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয়	{ تُفَعِّلُونَ تُفَعِّلْنَ
متكلم	مذكر مؤنث	جمع	আমাদের (সকল)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয়	{ نُفَعِّلُ
غائب	مذكر مؤنث	ثنائية	তাদের (দু' জন)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয়	{ يُفَعِّلَانِ تُفَعِّلَانِ
حاضر	مذكر مؤنث	ثنائية	তোমাদের (দু' জন)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয়	{ تُفَعِّلَانِ تُفَعِّلَانِ
متكلم	مذكر مؤنث	ثنائية	আমাদের (দু' জন)-কে করা হবে হচ্ছে হয়	{ نُفَعِّلُ

অনুশীলনী

১। প্রতিটি ছীগার পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

নমুনা

يُفَعِّلُ (তাকে করা হবে বা করা হচ্ছে বা করা হয়।) مضارع مجهول واحد

مذكر غائب

فَعَّلُوا (তারা করেছে বা করলো।) ماضي معروف جمع مذكر غائب

يَفْعَلْنَ (তারা করবে বা করছে বা করে।) مضارع معروف جمع مؤنث غائب

فَعَّلْتُ (আমাকে করা হয়েছে বা হলো।) ماضي مجهول واحد متكلم

يَفْعَلْنَ - فَعَّلْتُمْ - تَفْعَلِينَ - أَفْعَلُ - تَفْعَلُ - فَعَّلْتَنِي - تَفْعَلْنَ - تَفْعَلَانِ

২। নীচের ফেয়েলগুলোর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ বরো।

يُنْصَرُ - يُسَالِدُ - يُعْبَدُ - يُعْرِفُ - يُفْتَحُ - يُحْمَدُ - يُضْرَبُ - يُشْكُرُ - يُقَطَعُ

يُظْلَمُ - يُرْسَلُ - يُعَلِّمُ - يُسْتَعْمَلُ

৩। অতিদ্রুত নীচের ফেয়েলগুলোর পরিচয় বলো।

নমুনা

يُنْصَرُ (তাকে সাহায্য করা হবে বা করা হচ্ছে বা করা হয়।) مضارع مجهول واحد

واحد مذكر غائب

تَسْأَلُونَ - يَعْرِفَانِ - تَغْسِلُ - يَحْفَظْنَ - يُشْرَبُ - نَحْمَدُ - تَضْرِبَانِ - يُعْبَدُ

يُشْكُرُونَ - يُرْسَلْنَ - تَعْلِمِينَ - تُسْتَعْمَلُ

৪। প্রতিটি মীযান এর একটি করে মوزুন বলো এবং তার পরিচয় পেশ করো।

নমুনা

يَفْتَحُونَ - يَفْعَلُونَ (তারা খুলবে বা খুলছে বা খোলে।) مضارع مثبت

معروف جمع مذكر غائب

(তাদের দু'জনকে হত্যা করা হয়েছে বা করা হলো ।) فَعِلَا قَتِلَا

ماضي مثبت مجهول تثنیه مذكر غائب

(আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে বা করা হচ্ছে বা করা হয় ।) نَسْأَلُ نَفْعَلُ

مضارع مثبت مجهول جمع و تثنیه متکلم

فَعِلَا - أَفْعَلُ - فَعِلُوا - يُفْعَلُ - فَعَلْتُمْ - نَفْعَلُ - فَعَلْتُ - تَفْعَلُونَ -
يُفْعَلَانِ - فَعَلْنَا - تَفْعَلُ

প্রশ্নমালা

১। مضارع مجهول কে কোন ফেয়েল হতে এবং مجهول مضارع কে কোন ফেয়েল হতে তৈরী করা হয় ?

২। مضارع معروف তৈরী করার নিয়ম বলো ।

৩। ماضي معروف واحد مذكر غائب এর কোন হরফকে সাকিন করতে হবে ?

৪। أَحْرَفُ الْمَضَارِعِ কি কি ?

৫। এই হরফগুলোর কোনটি সর্বাধিক এবং কোনটি সর্বনিম্ন পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ?

৬। কয়টি صیغه এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলো কি কি ?

৭। কোন صیغه এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় ?

৮। কয়টি صیغه এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলো কি কি ?

৯। কোন صیغه এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় ?

১০। مضارع এর কোন কোন فعل একাধিক ছীগার জন্য ব্যবহৃত হয় ?

১১। مضارع এর কোন কোন فعل দু'টি ছীগার জন্য ব্যবহৃত হয় ?

১২। مضارع এর কোন কোন فعل টি মোট তিনটি صیغه এর জন্য ব্যবহৃত হয় ?

- ১৩। مضارع এর কোন فعل টি মোট চার ছীগার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলো কি কি ?
- ১৪। مضارع এর কোন কোন ফেয়েলের শেষে فاعل এর কোন আলামত যোগ হয় না ?
- ১৫। مضارع এর কোন কোন ফেয়েলের শেষে فاعل এর আলামত যোগ হয় ?
- ১৬। نُؤْنَ الاعراب কাকে বলে এবং তা কোন কোন ফেয়েলের শেষে যুক্ত হয় ?
- ১৭। نون কখন মাফতূহ এবং কখন মাকসূর হয় ?
- ১৮। نون এর পরিচয় কি ?
- ১৯। يفعلون এখানে وار কিসের আলামত ? এটা ইসম না হরফ ?
- ২০। يفعلان এখানে الف কিসের আলামত ? এটা হরফ না ইসম ?
- ২১। تفعلين এখানে ي কিসের আলামত ? এটা হরফ না ইসম ?
- ২২। مجهول و معروف এর আলামতে মুযারের মাঝে পার্থক্য কি ?
- ২৩। مضارع এর مجهول ও معروف এর ছীগা দু'টির মাঝে কয়টি পার্থক্য ও কি কি ?

উস্তাদ পরম্পরায় ছাহাবা কেরামের মাধ্যমে একজন তালিবে ইলমের সিলসিলা যুক্ত হয়েছে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এবং তাঁর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের সঙ্গে। সুতরাং অন্য কোন পরিচয় এবং অন্য কোন সনদের প্রয়োজন নেই একজন তালিবে ইলমের। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তার রিযিকের এবং তার ইজ্জতের যিম্বাদার।

أَحْوَالُ عَيْنِ الْمَاضِي وَ الْمَضَارِعِ

মাযী ও মুযারের আইন কালিমার হরকতের অবস্থা

ماضي ও مضارع তৈরী করার নিয়ম ভূমি শিখেছো, তাতে একটা বিষয় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো যে, ماضي معروف এর আইন কালিমা কখনো মাফতূহ, কখনো মাকসূর এবং কখনো মাযমূম হয়ে থাকে। যেমন -

كَتَبَ (عَلَى وَزْنِ) فَعَلَ
سَمِعَ (عَلَى وَزْنِ) فَعَلَ
كَثُرَ (عَلَى وَزْنِ) فَعَلَ

তদ্রূপ مضارع معروف এর আইন কালিমাও কখনো মাফতূহ, কখনো মাকসূর, এবং কখনো মাযমূম হয়ে থাকে। যেমন -

يَفْتَحُ (عَلَى وَزْنِ) يَفْعَلُ
يَضْرِبُ (عَلَى وَزْنِ) يَفْعَلُ
يَنْصُرُ (عَلَى وَزْنِ) يَفْعَلُ

তবে ماضي مجهول এর আইন কালিমা একই অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ সর্বদা মাজরুর হয়। যেমন -

نَصَرَ وَسَمِعَ (عَلَى وَزْنِ) فُعِلَ

তদ্রূপ مضارع مجهول এর আইন কালিমা একই অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ সর্বদা مفتوح হয়। যেমন -

يَنْصُرُ وَيَسْمَعُ وَيُفْتَحُ وَيَضْرِبُ (عَلَى وَزْنِ) يَفْعَلُ

فعل ماضي بعيد

দূর অতীতকালীন ক্রিয়া

ক্রিয়াটি দূর অতীতকালে ঘটেছে, একথা বোঝানোর জন্য ماضي এর শুরুতে كُنت - كَانَتْ - كَانْ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তবে ماضي এর ছীগাটি যেরূপ হবে الكون মাছদার থেকে নির্গত ছীগাটিও অনুরূপ হবে। যেমন -

সে প্রহার করেছিলো।	كَانَ ضَرَبَ - كَانَتْ ضَرَبَتْ
তুমি প্রহার করেছিলে।	كُنْتَ ضَرَبْتَ - كُنْتِ ضَرَبْتِ
আমি প্রহার করেছিলাম।	كُنْتُ ضَرَبْتُ
তারা (সকলে) প্রহার করেছিলো।	كَانُوا ضَرَبُوا - كُنَّ ضَرَبْنَ
তোমরা (সকলে) প্রহার করেছিলে।	كُنْتُمْ ضَرَبْتُمْ - كُنْتُنَّ ضَرَبْتُنَّ
আমরা (সকলে) প্রহার করেছিলাম।	كُنَّا ضَرَبْنَا
তারা (দু'জন) প্রহার করেছিলো।	كَانَا ضَرَبَا - كَانَتَا ضَرَبَتَا
তোমরা (দু'জন) প্রহার করেছিলে।	كُنْتُمَا ضَرَبْتُمَا - كُنْتُمَا ضَرَبْتُمَا
বিভিন্ন ফেয়েল থেকে ماضي بعيد معروف এর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।	
নীচে فعل ماضي بعيد مجهول এর ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।	
তাকে প্রহার করা হয়েছিল।	كَانَ ضَرِبَ - كَانَتْ ضَرِبَتْ

মোম যেমন সারা রাত গলে গলে শেষ হয়ে যায়, তোমার আমার জীবনও তেমনি শেষ হয়ে চলেছে। এ সময় তুমি কখনো আর ফিরে পাবে না। কিন্তু ইলমের জন্য যে মেহনত ও সাধনা করবে তার সুফল তোমার হাতে থেকে যাবে।

-হযরত হাসান বাছরী (রহঃ)

فعل ماضي استمراري

ঘটমান অতীত ক্রিয়া

ماضي استمراري একথা বোঝায় যে, ফেয়েলটি অতীতকালে বারবার ঘটতো বা ঘটছিলো। مضارع এর ফেয়েলগুলোর শুরুতে - كانت - كنت - كان ইত্যাদি ফেয়েল যোগ করলে ماضي استمراري তৈরী হয়। তবে আশা করি একথা তুমি অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে, الكون মাছদার থেকে নির্গত ফেয়েলটির লিংগ ও বচন পরবর্তী مضارع এর অনুরূপ হবে। যেমন -

সে প্রহার করতো।

كَانَ يَضْرِبُ - كَانَتْ تَضْرِبُ

বিভিন্ন ফেয়েল থেকে مجهول و معروف এর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।

অনুশীলনী

১। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থ দ্রুত বলে যাও।

كُنْتُمْ ذَهَبْتُمْ - كَانَ يُعْرِفُ - كُنَّ سَأَلْنَ - كُنْتُ أَنْصَرُ - كَانَا يَعْرِفَانِ
كُنَّا شَرِينَا - كَانُوا سَلُّوا - كَانَتْ مُنِعَتْ - كُنْتُ تَسْمَعُنَ - كُنْتُ تُحْمَدُ

২। দ্রুত আরবীতে বলে যাও।

আমাকে প্রশ্ন করা হতো। তুমি খেলা করতে। তারা (সকলে) সাহায্য করতো। সে পড়তো। তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো। তুমি চিনতে না। তোমরা সফর করতে। আমাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তারা পান করবে। তোমাদেরকে হেফাজত করা হবে।

৩। নীচের ফেয়েলগুলোর শুরুতে كانت - كان ইত্যাদি ফেয়েল যোগ করো এবং ছীগাগুলোর পরিচয় বলো।

... شَرِيتَ ... يَشْكُرُونَ ... يُظْلَمَ ... مُنِعْنَ ... يَسْأَلْنَ ... أُرْسِلُوا ... يَنَامُ

নমুনা

كنت شربت । আমি পান করেছিলাম । ماضي بعيد معروف واحد مذكر حاضر

প্রশ্নমালা

- ১। ماضي استمراري কাকে বলে ?
- ২। ماضي بعيد কাকে বলে ?
- ৩। ماضي مطلق ও ماضي بعيد এর মাঝে অর্থগত পার্থক্য কি ? এবং গঠনগত পার্থক্য কি ?
- ৪। বাংলায় ماضي استمراري এর তরজমা কি হবে ?
- ৫। যে ماضي একথা বোঝায় যে, فعل টি অতীতকালে বারংবার ঘটেছে তাকে কি বলে ?
- ৬। যে ماضي শুধু একথা বোঝায় যে, فعل টি অতীতকালে ঘটেছে তাকে কি বলে ?
- ৭। যে ماضي একথা বোঝায় যে, فعل টি দূর অতীতকালে ঘটেছে তাকে কি বলে ?
- ৮। ماضي بعيد কোন কোন فعل এর সমন্বয়ে ঘটিত ?
- ৯। ماضي استمراري কোন কোন فعل এর সমন্বয়ে ঘটিত ?
- ১০। ماضي بعيد তৈরী করতে হলে কার শুরুতে كانت ইত্যাদি যোগ করতে হয় ?
- ১১। ماضي استمراري তৈরী করতে হলে কার শুরুতে كانت ইত্যাদি যোগ করতে হয় ?
- ১২। ماضي استمراري ও ماضي بعيد এর উভয় ফেয়েলের মাঝে কোন কোন বিষয়ে অভিন্নতা জরুরী ?

إعراب الفعل المضارع

ফেয়েলে মোযারের অন্ত্য পরিবর্তন

কয়েকটি হরফ فعل مضارع এর শেষে পরিবর্তন ঘটায় একথা তুমি الطريق الى العريه কিতাবে পড়েছো। যেমন لم হরফটি مضارع এর শুরুতে এসে তার শেষে জয়ম দান করে এবং نُؤْنُ الاعراب যুক্ত সাতটি صيغة থেকে نون কে বহাল রাখে। তদ্রূপ نونُ الجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ কে দেয় , কিন্তু الاعراب লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে লাম-কালিমাকে ফেলে দেয়।

এটা তো হলো আকৃতিগত পরিবর্তন। لم হরফটি مضارع এর মাঝে অর্থগত পরিবর্তনও করে থাকে। অর্থাৎ مضارع কে ماضي منفي তে রূপান্তরিত করে।

ما فَعَلَ لم يَفْعَلْ অর্থ হলো

এসব কথা তুমি الطريق الى العريه কিতাবে পড়ে এসেছো এবং لم যুক্ত مضارع এর क्रियामाला বা الأفعال মুখস্থ করে এসেছো। তবু এখানে আবার আমরা উক্ত الأفعال পেশ করছি। আরো ভালো ভাবে মখস্থ করে নাও।

سلسلة الأفعال المنغية بلم المعروفة

مذكر مؤنث	واحد	সে করেনি।	لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَفْعَلْ
مذكر مؤنث	واحد	তুমি করনি।	لَمْ تَفْعَلْ لَمْ تَفْعَلِي
مذكر مؤنث	واحد	আমি করিনি।	لَمْ أَفْعَلْ
مذكر مؤنث	جمع	তারা (সকলে) করেনি।	لَمْ يَفْعَلُوا لَمْ يَفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	তোমরা (সকলে) করনি।	لَمْ تَفْعَلُوا لَمْ تَفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	আমরা (সকলে) করিনি।	لَمْ نَفْعَلْ
مذكر مؤنث	ثنية	তারা (দু'জন) করেনি।	لَمْ يَفْعَلَا لَمْ تَفْعَلَا
مذكر مؤنث	ثنية	তোমরা (দু'জন) করনি।	لَمْ تَفْعَلَا لَمْ تَفْعَلَا
مذكر مؤنث	ثنية	আমরা (দু'জন) করিনি।	لَمْ نَفْعَلْ

سلسلة الأفعال المنغية بلم المجهولة

مذكر مؤنث	واحد	তাকে করা হয়নি।	لم يُفْعَلْ لم تُفْعَلْ
مذكر مؤنث	واحد	তোমাকে করা হয়নি।	لم تُفْعَلْ لم تُفْعَلْ
مذكر مؤنث	واحد	আমাকে করা হয়নি।	لم أُنْفَعِلْ
مذكر مؤنث	جمع	তাদের (সকলে)-কে করা হয়নি।	لم يُفْعَلُوا لم يُفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	তোমাদের (সকলে)-কে করা হয়নি	لم تُفْعَلُوا لم تُفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	আমাদের (সকলে)-কে করা হয়নি।	لم نُفْعَلْ
مذكر مؤنث	ثنية	তাদের (দু'জন)-কে করা হয়নি।	لم يُفْعَلَا لم تُفْعَلَا
مذكر مؤنث	ثنية	তোমাদের (দু'জন)-কে করা হয়নি।	لم تُفْعَلَا لم تُفْعَلَا
مذكر مؤنث	ثنية	আমাদের (দু'জন)-কে করা হয়নি।	لم نُفْعَلْ

অনুশীলনী

১। নীচের سلسلة الأفعال গুলোর মুখস্থ করো।

لَمْ يَنْصُرْ	لَمْ يُنْصَرْ	لَمْ يَنْصُرْ	لَمْ يَنْصُرْ
لَمْ يَضْرِبْ	لَمْ يُضْرَبْ	لَمْ يَضْرِبْ	لَمْ يَضْرِبْ
لَمْ يُرْسِلْ	لَمْ يُرْسَلْ	لَمْ يُرْسِلْ	لَمْ يُرْسَلْ
لَمْ يَذْهَبْ	لَمْ يَرْجِعْ	لَمْ يَرْجِعْ	لَمْ يَرْجِعْ
لَمْ يَتَسَيَّمْ	لَمْ يَنْصَرِفْ	لَمْ يَنْصَرِفْ	لَمْ يَنْصَرِفْ
لَمْ يَجْلِسْ	لَمْ يَكْثُرْ	لَمْ يَكْثُرْ	لَمْ يَكْثُرْ

৩। নীচের ফেয়েলগুলোর পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

لَمْ يُسْأَلُوا - لَمْ تَضْرِبْ - لَمْ يَفْهَمُوا - لَمْ يَقْطَعْنَ - لَمْ تُفْسَلْ - لَمْ نَعْرِفْ
 لَمْ يَذْهَبُوا - لَمْ يَمْنَعَا - لَمْ تَفْتَحْ - لَمْ تَجْلِسَا - لَمْ يُرْسَلْنَ - لَمْ تَقْتَرِبِي
 لَمْ يُتَعَلَّمْ - لَمْ يَتَعَلَّمُوا - لَمْ نَسْتَقْبِلْ

নমুনা

لَمْ يُسْأَلُوا (তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়নি।) الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول
 جمع مذكر غائب

لَمْ تَضْرِبْ (সে মারেনি।) الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف واحد مؤنث
 غائب

(আমি মারোনি।) الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف واحد مذكر حاضر

৪। উপরের প্রতিটি ফেয়েলকে بما الماضي المنفي এ রূপান্তরিত করো।

৫। নীচের প্রতিটি ফেয়েলকে الماضي المنفي بلم في المضارع এ রূপান্তরিত
 করো।

مَا شَرِبَ - مَا سَأَلْتُمْ - مَا نَصَرُوا - مَا قُتِلْنَا - مَا حَمِدُوا - مَا ذَهَبْنَ - مَا قَرَأْتُ

مَا مَنَعَا - مَا فَهَمْتُمَا - مَا شَكَرْتُمَا - مَا كَذَبْنَا - مَا تَعَلَّمْنَا - مَا أُطْعِمْتُمْ
مَا اسْتَعْمَلْنَ - مَا ابْتَسَمْتَ - مَا سَافَرْنَا

৪। নীচের ফেয়েলগুলোর পরিচয় অতিদ্রুত বলো।

صَرَبُوا - قَتَلَا - جَلَسْتُمْ - لَا يُنْصَرُ - مَا فُتِحُوا - لَمْ يَسْمَعْنَ - يُفْتَحُ
شَرَبْتُمْ - يَشْكُرُونَ - مَنَعْتُمْ - لَمْ يُنْصَرْنَ - مَا نَظَفُوا - تَعَلَّمْتُمْ - أُطْعِمْتُمْ
ظَلِمُوا - لَا يَظْلِمُونَ - كَانُوا يَفْهَمُونَ - كُنْتُمْ قَرَأْتُمْ - كُنَّا نَنْصَرُ -
يَسْأَلُونَ - تَرَكَتْ - لَمْ يَكْذِبْنَ

প্রশ্নমালা

- ১। লম হরফটি مضارع এর মাঝে কয় ধরনের পরিবর্তন ঘটায় ?
- ২। লম হরফটি مضارع এর শেষে আকৃতিগত কি পরিবর্তন ঘটায় ?
- ৩। লম হরফটি مضارع এর শেষ হতে কোন نون ফেলে দেয় এবং কোন نون বহাল রাখে ?
- ৪। লম হরফটি مضارع শেষ থেকে কয়টি نون ফেলে দেয় ?
- ৫। লম হরফটি مضارع এর মাঝে অর্থগত কি পরিবর্তন করে ?
- ৬। مَا سَمِعْتُ এর বিকল্প আরবী ফেয়েলটি কি হবে?
- ৭। لَمْ تَفْهَمْنَ এর বিকল্প আরবী ফেয়েলটি কি হবে ?

النَّفْيُ الْمُؤَكَّدُ بِلَنْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

লি হরফটি مضارع এর শুরুতে এসে তার শেষে পাঁচ স্থানে ضم্ম এর পরিবর্তে فتح দান করে এবং সাতটি স্থানে نون الاعراب ফেলে দেয়। কিন্তু جمع مؤنث এর দুটি নূন বহাল থাকে। এসব কথা العربية إلى الطريق কিতাবে পড়ে এসেছে।

এটা হলো لن অব্যয়ের কারণে مضارع এর আকৃতিগত পরিবর্তন। অর্থগত পরিবর্তন এই যে, لن হরফটি مضارع কে مستقبل এর-জন্য খাছ করে দেয় এবং مثبت কে منفي তে রূপান্তরিত করে এবং نفي এর অর্থ জোরদার করে। এসব বিষয়ও তুমি العربية إلى الطريق কিতাবে পড়ে এসেছো। তাছাড়া النَّفْيُ الْمُؤَكَّدُ বা ক্রিয়ামালাও মুখস্থ করে এসেছো। এখনে নতুন করে الْمُسْتَقْبَلِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَجْهُولِ এর নকশা দেয়া হলো। ভালোভাবে মুখস্থ করে নাও।

লি অব্যয়টি مضارع এর যে পাঁচ ছিগার শেষে ضمة এর পরিবর্তে ফাতহা দেয় সেগুলো এই-

واحد مذكر غائب ۱

واحد مؤنث غائب ۲

واحد مذكر حاضر ۩

واحد متكلم ৪

جمع متكلم ৫

লি অব্যয়টি مضارع এর যে সাতটি صيغة থেকে الإعراب ফেলে দেয়-

جمع مذكر এর দুই ছিগাহ।

তাহনিয়ার ছিগাহ।

واحد مؤنث حاضر এর ছিগাহ।

النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

مذكر مؤنث	واحد	সে কিছুতেই করবে না	{	لَنْ يَفْعَلَ لَنْ تَفْعَلَ
مذكر مؤنث	واحد	তুমি কিছুতেই করবে না	{	لَنْ تَفْعَلَ لَنْ تَفْعَلِي
مذكر مؤنث	واحد	আমি কিছুতেই করবো না	{	لَنْ أَفْعَلَ
مذكر مؤنث	جمع	তারা (সকলে) কিছুতেই করবে না	{	لَنْ يَفْعَلُوا لَنْ يَفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	তোমরা (সকলে) কিছুতেই করবে না	{	لَنْ تَفْعَلُوا لَنْ تَفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	আমরা (সকলে) কিছুতেই করবোনা	{	لَنْ نَفْعَلَ
مذكر مؤنث	ثنائية	তারা (দু' জন) কিছুতেই করবে না	{	لَنْ يَفْعَلَا لَنْ تَفْعَلَا
مذكر مؤنث	ثنائية	তোমরা (দু' জন) কিছুতেই করবে না	{	لَنْ تَفْعَلَا لَنْ تَفْعَلَا
مذكر مؤنث	ثنائية	আমরা (দু' জন) কিছুতেই করবোনা	{	لَنْ نَفْعَلَ

التغني المؤكد بلن في المستقبل المجهول

مذكر مؤنث	واحد	তাকে কিছুতেই করা হবে না।	{ لَنْ يُفْعَلَ لَنْ تُفْعَلَ
مذكر مؤنث	واحد	তোমাকে কিছুতেই করা হবে না।	{ لَنْ تُفْعَلَ لَنْ تُفْعَلِي
مذكر مؤنث	واحد	আমাকে কিছুতেই করা হবে না।	{ لَنْ أُفْعَلَ
مذكر مؤنث	جمع	তাদের (সকল)-কে কিছুতেই করা হবে না।	{ لَنْ يُفْعَلُوا لَنْ يُفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	তোমাদের (সকল)-কে কিছুতেই করা হবে না।	{ لَنْ تُفْعَلُوا لَنْ تُفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	আমাদের (সকল)-কে কিছুতেই করা হবে না।	{ لَنْ نُفْعَلَ
مذكر مؤنث	ثنية	তাদের (দু'জন)-কে কিছুতেই করা হবে না।	{ لَنْ يُفْعَلَا لَنْ تُفْعَلَا
مذكر مؤنث	ثنية	তোমাদের (দু'জন)-কে কিছুতেই করা হবে না।	{ لَنْ تُفْعَلَا لَنْ تُفْعَلَا
مذكر مؤنث	ثنية	আমাদের (দু'জন)-কে কিছুতেই করা হবে না।	{ لَنْ نُفْعَلَا

অনুশীলনী

১। নীচের فعل গুলোর পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

لن يَفْهَمُوا - لن يَقْطَعْنَ - لن تُغْسَلَ - لن نَعْرِفَ - لن يَذْهَبُوا - لن أَسْأَلَ
لن يُنَمَّعَا - لن تَفْتَحَ - لن تَجْلِسَا - لن يُطْعَمُوا - لن تَسْتَعْمِلَنَّ -

২। নীচের ফেয়েলগুলোকে المستقبل ব্লক্‌তে রূপান্তরিত করো।

لا يَشْرَبُونَ - لا يَغْتَسِلْنَ - تُتْرَكُ - يُسَافِرَانِ - لا تُظْلَمُونَ - تَكْتَبِينَ - أَعْصِلُ
يَقْتَرِبُونَ - تُنْظَفَانِ - أَسْتَعْمِلُ - تَشْرَبِينَ - تُنْصَرْنَ - تُذْبَحُونَ

প্রশ্নমালা

১। হরফটি فعل مضارع এর মাঝে কয় ধরনের পবিত্রন করে ?

২। হরফটি فعل مضارع এর শেষে আকৃতিগত কি কি পরিবর্তন করে ?

৩। এই হরফটি মুযারের কোন কোন صيغة এর শেষে ضمّه এর পরিবর্তে
দান করে ?

৪। হরফটি فعل مضارع কোন কোন صيغة থেকে نون الاعراب ফেলে দেয় ?

৫। কোন দুটি নূন لن যুক্ত হওয়ার পরও مضارع এর শেষে বহাল থাকে ?

৬। হরফটি فعل مضارع কোন কোন কালের অর্থ প্রদান করে এবং لن যুক্ত হওয়ার
পর কোন অর্থটি বাদ পড়ে ?

৭। لن যুক্ত হওয়ার পর فعل مضارع কোন কালের জন্য নির্ধারিত হয়ে
যায়?

৮। لن ও لا উভয় হরফ نفی এর অর্থ দেয়, কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য
কি ?

سلسلة المستقبل المعروف مع لام التوكيد و النون الثقيلة

مذكر مؤنث	واحد	অতি অবশ্যই সে করবে	{	لَيَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	واحد	অতি অবশ্যই তুমি করবে	{	لَتَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	واحد	অতি অবশ্যই আমি করব	{	لَأَفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	جمع	অতি অবশ্যই তারা (সকলে) করবে	{	لَيَفْعَلَنَّ لَيَفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	جمع	অতি অবশ্যই তোমরা (সকলে) করবে	{	لَتَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	جمع	অতি অবশ্যই আমরা (সকলে) করব	{	لَنَفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	ثنية	অতি অবশ্যই তারা (দু'জন) করবে	{	لَيَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	ثنية	অতি অবশ্যই তোমরা (দু'জন) করবে	{	لَتَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	ثنية	অতি অবশ্যই আমরা (দু'জন) করব	{	لَنَفْعَلَنَّ

سلسلة المستقبل المجهول مع لام التوكيد و النون الثقيلة

مذكر مؤنث	واحد	অতি অবশ্যই তাকে করা হবে।	{	لَيُفْعَلَنَّ لَتُفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	واحد	অতি অবশ্যই তোমাকে করা হবে।	{	لَتُفْعَلَنَّ لَتُفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	واحد	অতি অবশ্যই আমাদের করা হবে।	{	لَأُفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	جمع	অতি অবশ্যই তাদের (সকল)-কে করা হবে।	{	لَيُفْعَلَنَّ لَيُفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	جمع	অতি অবশ্যই তোমাদের (সকল)-কে করা হবে।	{	لَتُفْعَلَنَّ لَتُفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	جمع	অতি অবশ্যই আমাদের (সকল)-কে করা হবে।	{	لَتُفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	ثنية	অতি অবশ্যই তাদের (দু'জন)-কে করা হবে।	{	لَيُفْعَلَنَّ لَتُفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	ثنية	অতি অবশ্যই তোমাদের (দু'জন)-কে করা হবে।	{	لَتُفْعَلَنَّ لَتُفْعَلَنَّ
مذكر مؤنث	ثنية	অতি অবশ্যই আমাদের (দু'জন)-কে করা হবে।	{	لَتُفْعَلَنَّ

অনুশীলনী

১। নীচে প্রদত্ত الثقلیه مع النون التوكيد এর صیغه গুলোর মিত্রত বলে যাও।

واحد متكلم معروف - واحد مذكر مجهول - جمع مذكر غائب مجهول
جمع مؤنث حاضر مجهول - تنبيه مؤنث حاضر معروف - واحد متكلم
تنبيه مذكر غائب مجهول - جمع متكلم معروف - تنبيه مذكر حاضر
جمع مذكر حاضر - واحد مؤنث حاضر مجهول

২। উপরের প্রতিটি صیغه এর পাঁচটি করে মوزুন অর্থসহ বলো।

৩। নীচের মوزুন গুলোর পরিচয় অর্থসহ দ্রুত বলো।

لَيَمُوتَنَّ - لَتَسْأَلَنَّ - لَأَذْبَحَنَّ - لَيُخْرِجَنَّ - لَيَتَعَلَّمَنَّ - لَتُجَاهِدَنَّ

৪। আরবীতে বলো।

আমরা অতি অবশ্যই সাহায্য করবো। তাদেরকে অতি অবশ্যই তলব করা হবে। তোমাদের দুজনকে অতি অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। তাকে অতি অবশ্যই পাঠানো হবে। তোমরা কিছুতেই মুছবে না। তারা দু'জন সাতার কেটেছে। তোমাকে অতি অবশ্যই খাওয়ানো হবে। আমরা অতি অবশ্যই শিখবো। তারা অতি অবশ্যই সফর করবে। সে অতি অবশ্যই সত্য বলবে।

৫। নীচের ছীগাগুলোর মিত্র অতিদ্রুত বলে যাও।

(ক) ماضي مطلق معروف , جمع مذكر غائب

(খ) مضارع مجهول , تنبيه مؤنث غائب

(গ) الماضي المنفي يلم , في المضارع المعروف , واحد مؤنث حاضر

(ঘ) لام التوكيد مع النون الثقيله في المستقبل المجهول , جمع مؤنث حاضر

(ঙ) النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف , تنبيه مذكر غائب

(চ) لام التوكيد مع النون الثقيله في المستقبل المعروف , تنبيه مؤنث حاضر

(হ) ماضي استمراري مجهول , جمع مؤنث حاضر (ه)

(জ) مضارع منفي مجهول , جمع مذكر غائب (ج)

৬। উপরের প্রতিটি صيغة এর পাঁচটি করে মوزুন দ্রুত অর্থসহ বলে যাও।

৭। নীচের প্রতিটি মوزুন এর পরিচয় অর্থসহ অতিদ্রুত বলে যাও।

شَرِبُوا - لَا يَلْبِسُونَ - لَمْ تَفْهَمُوا - عُرِفُوا - لَا فَهَمَ - سُنِلَتْ - لَيْسَتْغَمِلْنَ
لَتُبْعَثُنَّ - مَا رِيحَتْ - عَبْدُوا - سَبَعْتُمْ - لَيَفْتَلَنَّ - لَيَتَصَدَّقَنَّ -
كَانُوا يُغْرِقُونَ - مَا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ - كُنَّا لَا نَفْهَمُ - كَانَا يَغْبُدَانِ - لَتُنْصَرَنَّ -
لَنْ يُنْتَفَعَنَّ - مَا كُنْتُ أَسْأَلُ - لَمْ تَنْزِلَا - لَتَتَعَلَّمَنَّ - طَلِمُوا - كَانُوا كَتَبُوا -
لَيُجَاهِدُنَّ - لَمْ تَبْتَسِمِي - كَيُطْعِمَنَّ - لَا تُكَلِّمَنَّ

৮। আরবী বলো।

আমরা অতি অবশ্যই ফিরবো। তোমরা দু'জন জুলুম করো নি। তারা কিছুতেই বসবে না। তোমরা অতি অবশ্যই বুঝবে। তুমি পড়তে। আমাকে অতি অবশ্যই সাহায্য করা হবে। তোমরা দু'জন ক্রয় করো নি। তাদেরকে অবশ্যই শেখানো হবে।

প্রশ্নমালা

১। مضارع এর শেষে نون التوكيد যোগ করতে হলে তার গুরুত্ব কি যোগ করা শর্ত?

২। نون التوكيد কত প্রকার ও কি কি?

৩। نون خفيفه ও نون ثقيله?

৪। نون التوكيد কোন কোন فعل এর শেষে যুক্ত হয়?

৫। مضارع ছাড়া আর কোথায় نون التوكيد যুক্ত হয়?

৬। ছাড়া আর কোথায় نون التوكيد যুক্ত হয়?

- ৭। ছাড়া আর কোথায় نون التوكيد যুক্ত হয় ?
- ৮। نون التوكيد এর পূর্বে কয়টি ছীগায় فتحة যুক্ত হয় এবং সেগুলো কি কি ?
- ৯। واحد এর কোন ছীগায় ثقیله নون এর পূর্বে كسره হয় ?
- ১০। واحد مؤنث حاضر এর ক্ষেত্রে ثقیله নون এর পূর্বে কোন হরকত হবে ?
- ১১। جمع مذكر এর দুই ছীগায় ثقیله নون এর পূর্বে কোন হরকত হবে ?
- ১২। نون ثقیله এর পূর্বে কোন কোন ছীগায় الف থাকে ?
- ১৩। ثنیه এর صیغه গুলোতে نون ثقیله এর পূর্ববর্তী الف টি কি যুক্ত হয়েছে না আগে থেকেই ছিলো ?
- ১৪। جمع مؤنث এর দুই ছীগায় ثقیله নون এর পূর্বে الف যোগ করার কারণ কি?
- ১৫। نون ثقیله কখন মাফতূহ এবং কখন মাকসূর হয় ?
- ১৬। مضارع এর শেষে نون ثقیله যোগ করার পূর্ণ নিয়ম বলো ?
- ১৭। কোন কোন صیغه এর শেষে نون خفیفه যুক্ত হয় বলো ।
- ১৮। কোন কোন صیغه এর শেষে نون خفیفه যুক্ত হয় না বল ।

যারা মিথ্যা কথা বলে তাদের যেহেন দুর্বল হয়ে যায়, স্মৃতিশক্তি কমে যায়। ইলম হাছিল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

-বোরহানুদ্দীন মিরগীনানী (রহঃ)

بَيَانُ الْأَمْرِ

আদেশ-ক্রিয়া

একথা তুমি জানো যে, আদেশবাচক ক্রিয়াকে الامر বলে ।

আর فَعْلُ الْأَمْرِ الْمَجْهُوْلُ ও فَعْلُ الْأَمْرِ الْمَعْرُوفُ - যথা, 'দু' فعل الامر
 أمر حاضر معروف - أمر غائب و متكلم । فَعْلُ الْأَمْرِ الْمَعْرُوفُ

كيف يبنى الأمر الحاضر المعروف

আমরে হাযের মারুফ বানানোর নিয়ম

- যথা মোট ছয়টি صيغه এর أمر حاضر معروف

جمع مذكر حاضر (گ) واحد مؤنث حاضر (خ) واحد مذكر حاضر (ك)

تثنيه مؤنث حاضر (ح) تثنيه مذكر حاضر (و) جمع مؤنث حاضر (ي)

এখন أمر حاضر معروف এর যে صيغه তুমি বানাতে চাও মضارع এর ঠিক
 ঐ হীগার শুরু থেকে علامة المضارع ফেলে দাও এবং শুরুতে همزة
 যোগ করো এবং الإعرابِ نون ফেলে দাও । আর الإعرابِ না থাকলে
 নাম-কলিমাকে সাকিন করো । কিন্তু লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে তা ফেলে
 দাও ।

مضارع এর আইন-কালিমা مضموم হলে همزة الوصل সর্বদা মضموم হবে ।
 অন্যথায় مكسور হবে । যেমন, أَنْصُرُ থেকে تَنْصُرُ এবং إِفْتَحْ থেকে تَفْتَحْ
 إِجْلِسْ থেকে تَجْلِسْ

علامة المضارع এর পরবর্তী হরফটি সাকিন না হলে همزة الوصل যোগ
 করার প্রয়োজন নেই । যেমন عِذْ থেকে تَعِذْ

كَيْفَ يُبْنَى الْأَمْرُ الْغَائِبُ وَ الْمُتَكَلِّمُ

বানানোর নিয়ম অমর গائب ও মুতকলম

نَوْنُ لَا مِ الْأَمْرِ শুরুতে এর মূসার গائب ও মুতকলম
 থাকলে তাও ফেলে দাও। লাম-কালিমাকে সাকিন করো কিন্তু
 লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে ফেলে দাও।

নীচে আমরা أَمْرٍ غَائِبٍ وَ مُتَكَلِّمٍ এর পূর্ণ সিলসিলা
 বা ক্রিয়ামালা পেশ করছি। ভালো ভাবে তা মুখস্থ করে নাও।

امر غائب و متكلم এর তরজমা বাংলায় সাধারণতঃ এভাবে করা হয়। সে
 বা তারা যেন করে। আমি বা আমরা যেন করি। সে বা তারা করুক। তার বা
 তাদের করা উচিত। আমার বা আমাদের করা উচিত।

যারা খুশ-খুশু এবং ইহতিমামের সাথে নামায আদায় করে
 আল্লাহ তাদেরকে ইলম দান করেন। হযরত আলী ইবনুল হাসান
 (রাঃ) যখন অযু করতেন তখন তাঁর চেহারা (ভয়ে) ফেকাশে
 হয়ে যেতো।

একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, অযুর সময় আপনার
 এমন অবস্থা হয় কেন?

তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, এখন আমি কোন মহান
 সত্তার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি?!

—আল্লামা ইবনুল জাওয়ী (রহঃ)

سلسلة الأعراف

مذكر مؤنث	غائب	واحد	সে যেন করে	{	لَيَفْعَلْ لَتَفْعَلْ
مذكر مؤنث	حاضر	واحد	তুমি করো	{	افْعَلْ افْعَلِيْ
مذكر مؤنث	متكلم	واحد	আমি যেন করি	{	لأَفْعَلْ
مذكر مؤنث	غائب	جمع	তারা (সকলে) যেন করে	{	لَيَفْعَلُوا لَيَفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	حاضر	جمع	তোমরা (সকলে) করো।	{	افْعَلُوا افْعَلْنَ
مذكر مؤنث	متكلم	جمع	আমরা (সকলে) যেন করি	{	لَنَفْعَلْ
مذكر مؤنث	غائب	ثنائية	তারা (দু'জন) যেন করে	{	لَيَفْعَلَا لَتَفْعَلَا
مذكر مؤنث	حاضر	ثنائية	তোমরা (দু'জন) যেন করো	{	افْعَلَا افْعَلَا
مذكر مؤنث	متكلم	ثنائية	আমরা (দু'জন) যেন করি	{	لَنَفْعَلْ

كيف يُبنى الأَمْرُ المَجْهُولُ

আমরে মাজহুল বনানোর নিয়ম

لَامُ যোগ করে অَمْرٍ مَجْهُولُ এর সকল ছীগা مضارع এর শুরুতে তৈরী করা হয়। نون الإعراب থাকলে তা পড়ে যাবে। نون الإعراب না থাকলে লাম-কালিমা সাকিন হবে। পক্ষান্তরে লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে তা পড়ে যাবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় أمر مجهول এর পূর্ণ سلسله বা ক্রিয়ামালা পেশ করছি ; ভালো ভাবে মুখস্থ করে নাও।

أمر مجهول এর তরজমা বাংলায় এভাবে করা হয়। তাকে করা হোক। তাকে যেন করা হয়। তাকে করা উচিত।

سلسلة الأفعال المجهول

مذكر مؤنث	غائب	واحد	তাকে করা হোক	{	لِيُفْعَلَ لِتُفْعَلَ
مذكر مؤنث	حاضر	واحد	তোমাকে করা হোক	{	لِتُفْعَلَ لِتُفْعَلِي
مذكر مؤنث	متكلم	واحد	আমাকে করা হোক	{	لَأُفْعَلَ
مذكر مؤنث	غائب	جمع	তাদের (সকল)-কে করা হোক	{	لِيُفْعَلُوا لِيُفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	حاضر	جمع	তোমাদের (সকল)-কে করা হোক	{	لِتُفْعَلُوا لِتُفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	متكلم	جمع	আমাদের (সকল)-কে করা হোক	{	لِنُفْعَلَ
مذكر مؤنث	غائب	ثنائية	তাদের (দু' জন)-কে করা হোক	{	لِيُفْعَلَا لِتُفْعَلَا
مذكر مؤنث	حاضر	ثنائية	তোমাদের (দু' জন)-কে করা হোক	{	لِتُفْعَلَا لِتُفْعَلَا
مذكر مؤنث	متكلم	ثنائية	আমাদের (দু' জন)-কে করা হোক	{	لِنُفْعَلَ

অনুশীলনী

১। নীচে আমাদের ميزان গুলোর পরিচয় অর্থসহ দ্রুত বলে যাও।

إَفْعَلُوا - لِيَفْعَلْنَ - لِيَفْعَلَا - إِفْعَلِي - إِفْعَلْنَ - إِفْعَلَا - لَأَفْعَلْ - لِيَفْعَلُوا
لِتَفْعَلْ - لَتَفْعَلِي - لَتَفْعَلَا

১। উপরের প্রতিটি موزون এর বিপরীতে পাঁচটি করে অর্থসহ দ্রুত বলে যাও।

৩। নীচের প্রতিটি ফেয়েলের পরিচয় অর্থসহ দ্রুত বলে যাও।

غَرَبْتُ - أَرْقُدُوا - لَأَسْمَعَنَّ - لِيَفْهَمَنَّ - لَنْ تَشْرَبُوا - كَانُوا يُسْأَلُونَ - كُنْتُمْ
مَنْعْتُمْ - لِيُحْفَظَنَّ - لِيَجْمَعَنَّ - لِيُسَافِرُوا - لَتَتَعَلَّمْ - مَا نَوَزُوا - لِيَمْسُحُوا
لِيَسْتَعْمِلَنَّ - لِيَنْزِلَنَّ - نَمْنَعُ - أَخْرَجَا - لِيَلْبَسُوا - لِيَذْعُ - اَمْشِ

৪। আরবী বলে।

আমাদের বোঝা উচিত। তারা যেন সাহায্য করে। আমাদেরকে কিছুতেই বাধা দেয়া হবে না। তোমরা জমা করবে। তারা অতি অবশ্যই ত্যাগ করবে। তোমাদেরকে পাঠানো হোক। তারা দু'জন যেন ফিরে আসে। তোমরা দু'জন অতি অবশ্যই সফর করবে। তারা সাদকা করে নি। তারা দু'জন যেন সাদকা করে। আমাদেরকে মানা করা হতো। তারা অতি অবশ্যই কাটবে। তোমরা দু'জন খেয়েছিলে। আমরা বুঝতাম।

৫। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য একটি করে ফেয়েল অতিদ্রুত বলে যাও।

(ক) أمر حاضر معروف ، جمع مؤنث

(খ) أمر حاضر مجهول ، جمع مذكر

(গ) الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف ، واحد مؤنث حاضر

(ঘ) أمر حاضر مجهول ، تثنيه مؤنث و مذكر

- لام التوكيد مع النون الثقيله في المستقبل المجهول ، تثنيه مذكر غائب (৫)
 ماضي استمراري معروف ، جمع متكلم (৬)
 لام التوكيد مع النون الخفيفه في المستقبل المعروف ، جمع مذكر حاضر (৭)

প্রশ্নমালা

- ১। لام ছাড়া তৈরী হয় ?
- ২। যোগে তৈরী হয় ?
- ৩। কোন ফেয়েল থেকে তৈরী করা হয় ?
- ৪। যোগ করা হয় ?
- ৫। এসে তাতে কি কি পরিবর্তন ঘটায় ?
- ৬। যোগ করে তৈরী করা হয় ?
- ৭। আমলের ক্ষেত্রে এর অনুরূপ হরফ কোনটি ?
- ৮। বানানোর নিয়ম কি ?
- ৯। তৈরী করা হয় ?
- ১০। যোগ করা হয় ?
- ১১। কখন কোন হরকতবিশিষ্ট হয় ?
- ১২। কেন যোগ করা হয় ?
- ১৩। এখানে যোগ করার প্রয়োজন নেই কেন ?

بَيَانُ نَوْنِ التَّوَكِيدِ مَعَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ

একথা তুমি নিশ্চয় জেনে এসেছো যে, নون فعل مضارع এর শেষে যেমন نون التوكيد যুক্ত হয় তেমনি أمر ও نهی এর শেষেও نون التوكيد যুক্ত হয়ে থাকে।

কিন্তু এখানে আমরা নুনে তাকীদযুক্ত سلسلة الامر ও سلسلة النهي পেশ করব না, কেননা এর ব্যবহার খুবই কম, সুতরাং তা মশক করার প্রয়োজন নেই। শুধু জেনে রাখো, যাতে কখনো প্রয়োজন হলে কাজে আসে।

অনুশীলনী

১। নীচের ميزان গুলোর পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

لِيَفْعَلَنَّ - إِفْعَلَنَّ - تَفْعَلَنَّ - لَفْعَلَنَّ - لِيَفْعَلَنَّ - تَفْعَلَنَّ - لِيَفْعَلَنَّ - لَفْعَلَنَّ - تَفْعَلَنَّ - لَفْعَلَنَّ

২। উপরের প্রতিটি ميزان এর অনুরূপ পাঁচটি করে অর্থসহ মوزون বলে যাও।

৩। নীচের প্রতিটি صيغة এর পরিচয় অর্থসহ দ্রুত বলে যাও।

لَأَمْنَعَنَّ - لِيَقْتُلَنَّ - أَنْصُرَنَّ - أَسْمِعَنَّ - لِيَسْأَلَنَّ - لِنَتُزَكَّ - لِنَبْقُرَنَّ - لِمَتَعَلَّم - لَأَذْبَحَنَّ - لَتَسْأَلَنَّ - لِمَتَسَافَرَا - كُنْتُمْ مُجَاهِدُونَ - لِيَصُدَّقَنَّ

৪। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য একটি করে মوزون অর্থসহ বলে যাও।

(ক) ماضي استمراري معروف , جمع مذكر حاضر (ক)

(খ) الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول , تثنيه مؤنث غائب (খ)

(গ) لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف , واحد مؤنث حاضر (গ)

(ঘ) النفي المؤكد بلم في المستقبل المجهول , جمع مؤنث حاضر (ঘ)

(ঙ) أمر حاضر معروف مع النون الثقيلة , جمع مذكر (ঙ)

(চ) أمر مجهول , جمع مؤنث غائب (চ)

৫। আরবীতে বলো।

তোমরা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে । তাকে অবশ্যই ব্যবহার করা হবে । তুমি পড়ে গিয়েছিলে । আমাদেরকে অবশ্যই একত্র করা হবে । তোমরা দু'জন বুঝতে না । তাদের দু'জনকে প্রশ্ন করা হোক । তোমরা দু'জন অতি অবশ্যই নিকটবর্তী হবে । তাদেরকে হত্যা করা হোক । তোমরা অতি অবশ্যই শিখবে ।

যিনি আমাকে একটি হরফ শিক্ষা দান করেছেন আমি তার ক্রীতদাস । ইচ্ছা হলে তিনি আমাকে বিক্রি করতে পারেন, ইচ্ছা হলে আযাদ করতে পারেন ।

- হযরত আলী (রাঃ)

بَيَانُ النَّهْيِ

নিষেধ-ক্রিয়া প্রসংগ

যোগ لا النَّاهِيَّةُ এর শুরুতে مضارع এর বানানোর নিয়ম এই যে, যাকিলে সাকিন করো এবং শেষে যাকিলে থাকলে সাকিন করো। আর الإعراب نون থাকলে তা ফেলে দাও। তবে جمع المؤنث এর نون বহাল থাকবে। কোন ফেয়েলের শেষে واو বা ياء থাকলে তা পড়ে যাবে। যেমন, يَنْسَى থেকে يَنْسَى (সে যেন না ভুলে) سلسله أفعال النهي তুমি الطريق إلى العربية এখানে পুনরায় আমরা তা পেশ করছি। ভালো ভাবে মুখস্থ করে নাও।

এর বাংলা তরজমা হলো তুমি বা তোমরা করো না।

অন্যান্য نهى এর তরজমা এরকম হয়। সে বা তারা না করুক। সে বা তারা যেন না করে। তারা বা তাদের না করা উচিত।

তাকে বা তাদেরকে যেন না করা হয়। তাকে বা তাদেরকে না করা উচিত। তাকে বা তাদেরকে না করা হোক। ইত্যাদি।

১

قال الله تعالى :

و من يتوكل على الله فهو حسبه *

যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।

سلسلة النهي المعروف

مذكر غائب	واحد	সে যেন না করে	{	لا يَفْعَلْ
مؤنث				لا تَفْعَلْ
مذكر حاضر	واحد	তুমি করোনা	{	لا تَفْعَلْ
مؤنث				لا تَفْعَلِي
مذكر متكلم	واحد	আমি যেন না করি	{	لا أَفْعَلْ
مؤنث				
مذكر غائب	جمع	তারা (সকলে) যেন না করে।	{	لا يَفْعَلُوا
مؤنث				لا يَفْعَلْنَ
مذكر حاضر	جمع	তোমরা (সকলে) করোনা	{	لا تَفْعَلُوا
مؤنث				لا تَفْعَلْنَ
مذكر متكلم	جمع	আমরা (সকলে) যেন না করি	{	لا نَفْعَلْ
مؤنث				
مذكر غائب	ثنائية	তারা (দু'জন) যেন না করে।	{	لا يَفْعَلَا
مؤنث				لا تَفْعَلَا
مذكر حاضر	ثنائية	তোমরা (দু'জন) করোনা	{	لا تَفْعَلَا
مؤنث				لا تَفْعَلَا
مذكر متكلم	ثنائية	আমরা (দু'জন) যেন না করি।	{	لا نَفْعَلْ
مؤنث				

سلسلة النهي المجهول

مذكر مؤنث	واحد	তাকে না করা হোক	{	لا يُفْعَلْ لا تُفْعَلْ
مذكر مؤنث	واحد	তোমাকে না করা হোক	{	لا تُفْعَلْ لا تُفْعَلِي
مذكر مؤنث	واحد	আমাকে না করা হোক	{	لا أُنْفَعَلْ
مذكر مؤنث	جمع	তাদের (সকল)-কে না করা হোক	{	لا يُفْعَلُوا لا يُفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	তোমাদের (সকল)-কে না করা হোক	{	لا تُفْعَلُوا لا تُفْعَلْنَ
مذكر مؤنث	جمع	আমাদের (সকল)-কে না করা হোক	{	لا نُفْعَلْ
مذكر مؤنث	تثنية	তাদের (দু'জন)-কে না করা হোক	{	لا يُفْعَلَا لا تُفْعَلَا
مذكر مؤنث	تثنية	তোমাদের (দু'জন)-কে না করা হোক	{	لا تُفْعَلَا لا تُفْعَلَا
مذكر مؤنث	تثنية	আমাদের (দু'জন)-কে না করা হোক	{	لا نُفْعَلْ

এর মত نہي এর শেষেও نون ثقيله ও نون خفيفه যুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে সেগুলোর الانفعال سلسله ক্রিয়ামালা পেশ করা হলো না, তবে আশা করি প্রয়োজনের সময় তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারবে।

তুমি যদি বিনয় অর্জন করো এবং অহংকার বর্জন করো
তাহলে তোমার কলবের দিকে আল্লাহর পক্ষ হতে ইলমের স্রোত
প্রবাহিত হবে।

-ইমাম নববী (রহঃ)

بحث أوزان الاسم

ইসমের মীযান বা পরিমাপ প্রসংগ

এতক্ষণ তোমরা বিভিন্ন فعل তৈরীর নিয়ম এবং সেগুলোর میزان মুখস্থ করেছো এখন আমরা বিভিন্ন اسم এর میزان সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ইসমের পরিচয় তো তুমি জেনে এসেছো, আরেকবার তা দেখে নাও।

علم এর পরিভাষায় اشتقاق (বা শব্দ নির্গতি) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর অর্থ হলো, একটি মূল শব্দ থেকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য একটি শব্দ নির্গত হওয়া। যেমন النصر মাছদারটি থেকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে نصر ফেয়েলটি নির্গত হয়েছে। তদুপ ناصر ইসমটি নির্গত হয়েছে।

এই اشتقاق (বা নির্গতি) হিসাবে اسم তিন প্রকার, যথা -

مصدر - مشتق - جامد

مصدر ঐ ইসমকে বলে যার থেকে فعل ও বিভিন্ন اسم নির্গত হয়।
(মাছদার অন্য কোন শব্দ থেকে নির্গত হয় নি বরং বিভিন্ন হরফ যোগ করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।)

এজন্য মাছদার হলো মূল এবং তার থেকে নির্গত ফেয়েল ও ইসমগুলো হলো তার শাখা-প্রশাখা।

مشتق ঐ ইসমকে বলে যা مصدر থেকে বিভিন্ন ওজনে নির্গত হয়। যেমন علم থেকে عالم ও معلوم শব্দ দুটি নির্গত হয়েছে।

جامد ঐ ইসমকে বলে যা নিজেও অন্য শব্দ থেকে নির্গত হয় নি এবং তার থেকেও অন্য কোন শব্দ নির্গত হয় নি। যেমন رجل, فرس, انسان

أوزان المصدر

এর প্রতিটি বাবের মাছদারগুলো অভিন্ন ওজনে এবং একই মাপে এসে থাকে, ফলে মাছদার দেখেই বোঝা যায় যে, এটা কোন বাবের মাছদার। কিন্তু ثلاثي مجرد এর أبواب এর মাছদার গুলোর میزان বা শব্দ-মাপ নেই। বরং একেক মাছদার একেক میزان অনুসারে এসে থাকে। ফলে মাছদার দেখে বোঝা যায় না যে, এটা কোন বাবের মাছদার। তাই প্রতি মাছদারের বাব আলাদা মুখস্থ করতে হয়। ثلاثي مجرد এর মাছদারগুলোর میزان বা শব্দ-মাপ প্রায় পঞ্চাশটি। তবে এখানে আমরা শুধু বহুল ব্যবহৃত میزان বা শব্দ-মাপগুলো পেশ করছি।

এগুলো ভালো ভাবে মুখস্থ করে নাও।

نصر - ضرب - فتح - سمع - فهم - قطع

فَعْلٌ

فسق - ضحك - حفظ

فِعْلٌ

شكر - شرب - حسن - قرب - بعد

فُعْلٌ

رحمة - توبة - نشأة

فَعْلَةٌ

خطبة

فِعْلَةٌ

خطبة - قدرة - سزعة - نصرة

فُعْلَةٌ

فرح - طلب - ندم - أسف

فَعْلٌ

غلبة

فَعْلَةٌ

سرقة

فِعْلَةٌ

ذهاب - سماع - نجاح

فَعَالٌ

قيام - صيام - نيام - صباح	فُعَالٌ
صراخ	فُعَالٌ
خطابة - زهادة - ندامة - جراءة	فُعَالَةٌ
حكاية - سباحة - دراية	فُعَالَةٌ
جلوس - سكوت - سقوط - غروب	فُعُولٌ
مدخل - مجلس	مَفْعَلٌ
مرجع	مَفْعِلٌ
محمدة - مغفرة - معصية	مَفْعِلَةٌ
حرمان - عصيان - رضوان	فُعْلَانٌ
غفران - كفران - عدوان	فُعْلَانٌ
جریان - سیلان	فُعْلَانٌ
قیلوله	فُعْلُولَةٌ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

যে ইলম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হাছিল করা কর্তব্য সেই ইলম কেউ যদি দুনিয়ার কোন কিছু লাভ করার জন্য হাছিল করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুস্বাণও পাবে না। (অথচ জান্নাতের সুস্বাণ পাঁচশ' বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।)

بَيَانُ الْأَسْمِ الْمُسْتَقِّ

ফেয়েল থেকে নির্গত ইসম মোট ছয় প্রকার। যথা-

اسْمُ الْفَاعِلِ - اسْمُ الْمَفْعُولِ - اسْمُ التَّفْضِيلِ - اسْمُ الْأَلَةِ - اسْمُ الظَّرْفِ
الصِّفَةُ الْمُسَبَّهَةُ

اسم الفاعل

কে ফاعল ফেয়েলের যা উক্ত ইসম হতে নির্গত فعل اسم الفاعل হলো
বোঝায় যেমন -

نَصَرَ خَالِدٌ مَا جِدًا، فَخَالِدٌ نَاصِرٌ

এখানে نَصَرَ ইসমটি থেকে নির্গত হয়েছে এবং তা نَصَرَ এর فاعِل কে বুঝিয়েছে।

- নিম্নরূপ সلسلة الأوزان এর اسم الفاعل এর ثلاثي مجرد

واحد مذكر و مؤنث	تثنية مذكر و مؤنث	جمع مذكر و مؤنث
فَاعِلَةٌ - فَاعِلٌ	فَاعِلَانِ - فَاعِلَتَانِ	فَاعِلُونَ - فَاعِلَاتٌ

অনুশীলনী

১। নীচের মাছদারগুলো থেকে اسم الفاعل এর সلسلة الأوزان মুখস্থ করো।

النَّصْرُ - السُّؤَالُ - الصَّدَقُ - الْقَطْعُ - الذَّبْحُ - الصَّوْمُ - الْبَيْعُ - الرُّجُوعُ
التَّوْبَةُ - السُّقُوطُ - التَّزُولُ - السَّبَاحَةُ - الْغَسْلُ - الْكِتَابَةُ - الْقِرَاءَةُ

এখানে একটি জরুরী বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আরবীতে ইসমুল ফায়েল যেমন এক ওজনে তৈরী হচ্ছে বাংলায় তার তরজমা কিন্তু একরকম করা যায় না। একেক ক্ষেত্রে একেক রকম করতে হয়। কেননা বাংলা ইসমুল ফায়েলের একক কোন রূপ নেই।

তবে সাধারণতঃ 'কারী' যোগ করে বাংলা ইসমুল ফায়েল তৈরী করা হয়।

যেমন - পাঠকারী, শ্রবণকারী, প্রশ্নকারী ইত্যাদি। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে

একক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন- পাঠক, শ্রোতা, লেখক ইত্যাদি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এভাবে বলতে হয় سَاقِطٌ অর্থ - এমন একজন (পুরুষ বা নারী) যে পড়ে যায়। কখনো এভাবে বলতে হয়, جَالِسٌ অর্থ - একজন বসে থাকা মানুষ।

উপরের আলোচনার আলোকে নীচের اسم الفاعل গুলোর অর্থ বলো।

نَازِلٌ - جَالِسُونَ - صَادِقَتَانِ - كَاتِبَاتٌ - سَاقِطَانِ - صَائِمَاتٌ - تَائِبَةٌ
سَابِحَانِ - فَاتِحَاتٌ - مَاسِحُونَ

৩। আরবী বলো।।

এমন একজন পুরুষ যে মোছে। কয়েকজন হত্যাকারী নারী। দুজন বাধাদানকারী পুরুষ। এমন দুজন নারী যারা ধোয়। কয়েকজন খেলোয়াড়। পড়ে যাওয়া (দিরহাম)

দ্বীনের ইলম হাছিল করতে এসে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সে লাভবান হবে। দুনিয়াতেও লাভবান হবে, আখেরাতেও লাভবান হবে।

কিন্তু তুমি যদি ইলমের হক আদায় না করো, সময়ের কদর না করো এবং মেহনত না করো।

সর্বোপরি তুমি যদি আল্লাহর হুকুম মত এবং নবীর সুন্নত তরীকা মত জীবন না গড়ো তাহলে দোষ কার বলো ?!

اسم المفعول

اسم المفعول হলো فعل থেকে নির্গত ঐ ইসম যা উক্ত ফেয়েলের মাফউলে বিহীকে বোঝায়। যেমন -

نَصَرَ خَالِدٌ مَاجِدًا ، فَمَاجِدٌ مِّنْصُورٌ

এখানে مِّنْصُورٌ শব্দটি نَصَرَ ফেয়েলের মفعول কে বোঝাচ্ছে।

- سلسلة الأوزان এর اسم المفعول এর ثلاثي مجرد

واحد مذكر و مؤنث	تثنية مذكر و مؤنث	جمع مذكر و مؤنث
مَفْعُولٌ - مَفْعُولَةٌ	مَفْعُولَانِ - مَفْعُولَتَانِ	مَفْعُولُونَ - مَفْعُولَاتٌ

তবে মনে রাখতে হবে যে, اسم المفعول শুধু فعل متعدي থেকেই তৈরী হয়,

দাবী মفعول به সর্বদা فعل متعدي কেননা। তৈরী হয় না। فعل থেকে لازم করে, কিন্তু কখনো لازم فعل দাবী করে না।

আরবীতে اسم المفعول এর নিজস্ব میزان রয়েছে। বাংলায় তেমন একক শব্দ-মাপ নেই। তাই اسم المفعول এর তরজমা বিভিন্ন ভাবে করতে হয়। তবে সাধারণতঃ 'কৃত' শব্দটি যোগ করে اسم المفعول এর তরজমা করা হয়। যেমন, مَنُوعٌ বাধা দানকৃত। مَحْفُوظٌ চুরিকৃত। مَسْرُوقٌ হেফাজতকৃত। ইত্যাদি। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَقْتُولٌ নিহত। مَأْخُذٌ ধৃত। مَضْرُوبٌ প্রহৃত। ইত্যাদি।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এভাবে বলতে হয়। مَفْسُولٌ যা ধোয়া হয়েছে। مَأْكُولٌ যা খাওয়া হয়েছে।

আবার ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা মাছদারকেও اسم المفعول এর অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন- مَفْسُولٌ ثَوْبٌ ধোয়া কপড়। خِطَابٌ مَكْتُوبٌ بِالْخَطِّ। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি। ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। নীচের মাহ্‌দারগুলো থেকে اسم المفعول এর سلسلة الأوزان মুখস্থ করো।

النصر - الغسل - الذبح - السؤال - القتل - المنع - الأخذ - القطع

২। নীচের اسم المفعول গুলোর অর্থ বলো।

ممنوعون - مقتولة - منصورات - مأخوذان - مسؤول - مذبحتان

৩। নীচের বাংলা ইসমুল মাফউলগুলোর আরবী বলো।

এমন একজন পুরুষ যাকে হত্যা করা হয়েছে। এমন কয়েকজন নারী যাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে। দুজন সাহায্যকৃত পুরুষ। একজন পরিচিতা নারী। ধরা পড়া চোর। রান্না করা গোশত।

প্রশ্নমালা

১। اسم الفاعل কাকে বলে ?

২। যে ইসম فعل থেকে নির্গত হয়ে উক্ত ফেয়েলের فاعل কে বোঝায় তাকে কি বলে ?

৩। كتاب শব্দটি যে اسم الفاعল তা ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

৪। اسم المفعول এর পরিচয় বলো ?

৫। যে ইসম فعل থেকে নির্গত হয়ে উক্ত ফেয়েলের مفعول به কে বোঝায় তাকে কি বলে ?

৬। সংখ্যায় اسم الفاعল বেশী না اسم المفعول তা বুঝিয়ে বলো।

৭। مظلوم শব্দটি اسم المفعول তা বুঝিয়ে বলো।

৮। اسم المفعول কোন ধরনের ফেয়েল থেকে নির্গত হয় ?

৯। اسم الفاعল নির্গত হয় কিভাবে উভয় প্রকার উভয় থেকে উভয় প্রকার ফেয়েল থেকে নির্গত হয় কিভাবে

উভয় থেকে উভয় প্রকার ফেয়েল থেকে নির্গত হয়, এর কারণ কি ?

الصفة المشبهة

الصفة المشبهة ঐ ইসমকে বলে যা فعل لازم থেকে তৈরী হয় এবং এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যার মাঝে কোন وَصْف স্থায়ী রূপে বিদ্যমান থাকে।

উভয়ে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যার মাঝে اسم الفاعل ও اسم المفعول বিদ্যমান রয়েছে। যেমন -

এই ব্যক্তিকে বলা হয় যার মাঝে ضرب এর وَصْف বিদ্যমান রয়েছে।
اسم الفاعل এটা হলো

পক্ষান্তরে جميل বলা হয় এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে যার মাঝে جَمَال এর وَصْف রয়েছে।

তবে উভয়ের মাঝে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, اسم الفاعل এর وَصْف অস্থায়ী ও সাময়িক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে الصفة المشبهة এর وَصْف স্থায়ী হয়ে থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তিকে سَمِعَ ঐ সময় বলা হবে যখন শ্রবণ কর্মটি তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে বা হবে। অর্থাৎ গুণটি যখন তার সাথে সময়সাপেক্ষ ভাবে যুক্ত হবে। পক্ষান্তরে سَمِعَ বলা হবে এই হিসাবে যে, সে শ্রবণগুণ ও শ্রবণ যোগ্যতার অধিকারী এবং ঐগুণযোগ্যতা তার মাঝে স্থায়ী রূপে বিদ্যমান।

الصفة المشبهة এর ২৮টি میزان বা শব্দমাপ রয়েছে। এখানে বহুল প্রচলিত কয়েকটি میزان পেশ করা হচ্ছে।

فَعْلٌ - فِعْلٌ - فُعْلٌ - فَعْلٌ - فَعِلٌ - أَفْعَلٌ - فَعْلَانٌ - فَاعِلٌ
فَعِيلٌ - فَعُولٌ - فَعَالٌ - فَعَالٌ - فَعَالٌ - فَعَالٌ - فَعَالٌ

মনে রাখতে হবে যে, যে সকল فعل রং বা শারীরিক খুঁৎ প্রকাশ করে সেগুলোর الصفة المشبهة সর্বদা أَفْعَلٌ ও فَعْلَانٌ এই ওজনে এসে থাকে।

যেমন-

أَخْمَرُ - أَبْيَضُ - أَسْوَدُ - أَعْمَى - أَصَمُّ - حَمْرَاءُ - بَيْضَاءُ - عَمْيَاءُ - صَعَاءُ

অনুশীলনী

১। الصفة المشبهة في الفعل أو جنة পাঁচটি বলো।

২। الصفة المشبهة في الفعل أو جنة তিনটি বলো।

৩। الصفة المشبهة في الفعل أو جنة একটি বলো।

৪। এর তিনটি মوزন বলো।

৫। নীচের الصفة المشبهة গুলোর میزان বলো।

صَبُورٌ - كَسْلَانٌ - سَوْدَاءٌ - أَخْضَرٌ

প্রশ্নমালা

১। الصفة المشبهة এর পরিচয় বলো।

২। الصفة المشبهة কোন ধরনের فعل থেকে তৈরী করা হয় এবং তা কি অর্থ বোঝায় ?

৩। اسم الفاعل ও الصفة المشبهة এর মাঝে সম্বন্ধিত বিষয়টি কি ? এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্য কি ?

৪। صِدْقٌ শব্দটি কখন اسم الفاعল এবং কখন الصفة المشبهة হবে ?

৫। جَمِيلٌ শব্দটি اسم الفاعل নয় কেন ?

৬। صَابِرٌ শব্দটি اسم الفاعل কিন্তু صَبُورٌ শব্দটি الصفة المشبهة কেন, বলো ?

৭। الصفة المشبهة কখন أفعل ও فعلاء এর ওজনে আসে ?

৮। রং ও শারীরিক খুঁৎ বিষয়ক الصفة المشبهة গুলো কোন ওজনে এসে

اسم التفضيل

যে ইসম একথা বোঝায় যে, কারো মাঝে কোন গুণ অন্যের তুলনায় বেশী পরিমাণে রয়েছে তাকে اسم التفضيل বলে। যেমন -

رَأَيْدُ أَجْمَلُ مِنْ خَالِدٍ

এখানে أَجْمَلُ শব্দটি اسم التفضيل কেননা শব্দটি একথা প্রকাশ করছে যে, خَالِدٍ গুণটি খালেদের তুলনায় রাশেদের মাঝে বেশী পরিমাণে রয়েছে।

নীচে اسم التفضيل এর سلسلة الأوزان দেয়া হলো। ভালোভাবে মুখস্থ করে নাও।

أَفْعُلُ - أَفْعَلَانِ - أَفْعُلُونَ و أَفَاعِلُ
فُعْلَى - فُعْلَيَانِ - فُعْلَيَاتُ و فُعَلٌ

তবে মনে রাখতে হবে যে, اسم التفضيل শুধু مجرد ثلاثي থেকেই তৈরী হয়। অন্যান্য বাব থেকে এভাবে اسم التفضيل তৈরী হয় না। সেজন্য ভিন্ন নিয়ম রয়েছে।

অনুশীলনী

১। নীচের موزن به গুলোর পরিচয় বলো।

فُعْلَى - أَفْعُلُونَ - فُعْلَيَانِ - فُعَلٌ - أَفَاعِلُ - أَفْعَلُ - فُعْلَيَاتُ - أَفْعَلَانِ

২। উপরের প্রতিটি ميزان এর একটি করে موزون অর্থসহ বলে যাও।

৩। নীচের فعل ماضي গুলো থেকে اسم التفضيل এর পূর্ণ سلسلة মুখস্থ করো।

سَمِعَ - فَرَحَ - كَرَّمَ - جَمَلَ - بَخِلَ - حَفِظَ - سَأَلَ

إِسْمُ الظَّرْفِ

যে ইসম কোন فعل থেকে নির্গত হয় এবং উক্ত ফেয়েল ঘটনার স্থান বা কাল বোঝায় তাকে اسم الظرف বলে। যেমন مَدْخُلُ শব্দটি دَخَلَ ফেয়েল থেকে নির্গত

হয়েছে এবং তা دُخُولُ এর সময় বা স্থান বুঝিয়েছে।

مضارع এর আইন-কালিমা মضموم বা مفتوح হলে اسم الظرف হবে مَفْعَلٌ ওজনে। যেমন-

مَسْمَعٌ থেকে يَسْمَعُ এবং مَقْتُلٌ থেকে يَقْتُلُ এবং مَدْخُلٌ থেকে يَدْخُلُ

পক্ষান্তরে مضارع এর আইন-কালিমা مكسور হলে اسم الظرف হবে مَفْعِلٌ ওজনে

যেমন, مَجْلِسٌ থেকে يجلس

নীচে اسم الظرف এর سلسلة الأوزان দেয়া হলো। ভালোভাবে মুখস্থ করে নাও।

কোন কোন ক্ষেত্রে مضارع এর আইন-কালিমা মضموم হওয়া সত্ত্বেও তার

مَفْعِلٌ এর ওজনে এসে থাকে। যেমন -

مَسْجِدٌ	থেকে	يَسْجُدُ	থেকে	مَسْكِنٌ	থেকে	يَسْكُنُ
مَغْرِبٌ	থেকে	يَغْرُبُ	থেকে	مَشْرِقٌ	থেকে	يَشْرِقُ
مَطْلَعٌ	থেকে	يَطْلُعُ	থেকে	مَنْبِتٌ	থেকে	يَنْبِتُ

اسم الآله

যে اسم কোন فعل থেকে নির্গত হয় এবং উক্ত ফেয়েল ঘটাবা বা ঘটানোর উপায় ও উপকরণ বোঝায় তাকে اسم الآله বলে। যেমন -

مفتاح শব্দটি يفتح থেকে নির্গত হয়েছে এবং খোলার উপকরণ বোঝাচ্ছে।

اسم الآله এর মোট তিনটি। যথা -

مِفْعَالٌ	مِفْعَلَةٌ	مِفْعَلٌ
مِفْعَالَانِ	مِفْعَلَتَانِ	مِفْعَلَانِ
مَفَاعِلُ	مَفَاعِلُ	مَفَاعِلُ

তালিবে ইলমের জীবন সাত বছর বা ষোল বছরের নয়, তালিবে ইলমের জীবন হলো মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এজন্যই ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) মৃত্যু-শয্যায়ও ইলমের আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন।

القسم الثاني

(দ্বিতীয় পর্ব)

www.eelm.weebly.com



www.eelm.weebly.com

بَيَانُ الْأَبْوَابِ

أَبْوَابُ الثَّلَاثِيِّ الْمَجْرَدِ

ইতিপূর্বে আমি জেনে এসেছি যে, মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ হিসাবে যাবতীয় **فعل** মোট চার প্রকার। যথা -

ثَلَاثِيٍّ مَجْرَدٍ	مثاله	خَرَجَ
ثَلَاثِيٍّ مَزِيدٍ فِيهِ	مثاله	أَخْرَجَ
رِبَاعِيٍّ مَجْرَدٍ	مثاله	دَخَرَ
رِبَاعِيٍّ مَزِيدٍ فِيهِ	مثاله	تَدَخَّرَ

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, **مصدر** থেকে **فعل** তৈরী করার বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। প্রতিটি নিয়মকে বলা হয় **باب**।

ثَلَاثِيٍّ মজরদ এর মাছদারগুলো থেকে **فعل** তৈরী করার জন্য মোট ছয়টি **باب** বা নিয়ম রয়েছে। এখানে আমরা **ثَلَاثِيٍّ মজরদ** এর **أَبْوَاب** সম্পর্কে আলোচনা করবো।

তুমি জানো যে, **ثَلَاثِيٍّ মজরদ** এর **مَاضِي** ও **مُضَارِع** উভয়ের তিনটি। মাযীর তিনটি এবং মোযারের তিনটি। মাযীর তিনটি ওজন এই -

فَعَلَ	فَعِلَ	فَعُلَ
--------	--------	--------

মোযারের তিনটি ওজন এই -

يَفْعُلُ	يَفْعِلُ	يَفْعَلُ
----------	----------	----------

দেখো **مَاضِي** ও **مُضَارِع** এর আইন-কালিমায় শুধু পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ ফাতহা কিংবা কাসরা কিংবা যাম্মা হয়েছে। পক্ষান্তরে ফা-কালিমা ও লাম-কালিমা সর্বাবস্থায় অভিন্ন রয়েছে। অর্থাৎ মাযীর ফা ও লাম-কালিমা সর্বাবস্থায় মাফতুহ হয়েছে। পক্ষান্তরে মোযারের ফা-কালিমা সর্বাবস্থায় সাকিন

এবং লাম-কালিমা মাযমুম হয়েছে।

আবার দেখো, ماضي ও مضارع এর আইন-কালিমার হরকত কখনো অভিন্ন হয়, যেমন-

فَتَحَ يَفْتَحُ كَرَّمَ يَكْرُمُ حَسِبَ يَحْسِبُ
কখনো আবার ভিন্ন হয়। যেমন -

ضَرَبَ يَضْرِبُ نَصَرَ يَنْصُرُ سَمِعَ يَسْمَعُ
এভাবে ثلاثي مجرد এর আইন-কালিমার হরকত হিসাবে ثلاثي مجرد এর মোট ছয়টি বাব হয়।

অবশ্য ثلاثي مجرد এর কোন مصدر দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তার ফেয়েল গুলো কোন باب থেকে আসবে। বরং প্রতিটি মাছদারের বাব আলাদা ভাবে জেনে নিতে হবে এবং সেই হিসাবে উক্ত মাছদার থেকে ফেয়েল তৈরী করতে হবে।

رباعي ও ثلاثي مزید এর মাছদারগুলো কিছু দেখেই সেগুলোর বাব বোঝা যায়।

নীচে ثلاثي مجرد এর প্রতিটি বাবের میزان ও موزون এবং কিছু মাছদার দেয়া হলো।

بعض مصادر هذا الباب

مصادر متعددة

(١) القَتْلُ - الطَّلَبُ - التَّرْكُ -
الْخَلْقُ

مصادر لازمة

(٢) الخُرُوجُ - القُعُودُ - السَّقُوطُ

الباب الأول

نَصَرَ - يَنْصُرُ - أَنْصُرُ

عَلَى وَزْنِ

فَعَلَ - يَفْعُلُ - أَفْعُلُ

بعض مصادر هذا الباب

مصادر متعددة

(١) المَعْرِفَةُ - الفَسْلُ - الحَمْلُ -
الحَبْسُ

مصادر لازمة

(١) الرَّجُوعُ - الجُلُوسُ - النُّزُولُ

الباب الثاني

ضَرَبَ - يَضْرِبُ - إِضْرَبْ

عَلَى وَزْنِ

فَعَلَ - يَفْعَلُ - اِفْعَلْ

بعض مصادر هذا الباب

مصادر متعددة

(١) الحِفْظُ - الحَمْدُ - الرَّحْمَةُ

مصادر لازمة

(١) الضَّحْكُ - الفَرْحُ - العَطَشُ

الباب الثالث

سَمِعَ - يَسْمَعُ - اِسْمَعْ

عَلَى وَزْنِ

فَعَلَ - يَفْعَلُ - اِفْعَلْ

بعض مصادر هذا الباب

مصادر متعددة

(١) السُّؤَالُ - الرَّفْعُ - الجَرْحُ
الْمَنْعُ - الْمَنْعُ

مصادر لازمة

(١) التَّبَاعَةُ - التَّجَاعُ - الذَّهَابُ

الباب الرابع

فَتَحَ - يَفْتَحُ - اِفْتَحْ

عَلَى وَزْنِ

فَعَلَ - يَفْعَلُ - اِفْعَلْ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী চারটি বাবের لازم و متعدي উভয় প্রকার মাছদার রয়েছে এবং প্রতিটি বাবের মাছদার-সংখ্যাও প্রচুর।

পক্ষান্তরে নীচের দু'টি বাবের মাছদার সংখ্যা খুবই অল্প। বিশেষতঃ শেষ বাব থেকে মাত্র দু' একটি মাছদার এসে থাকে।

بعض مصادر هذا الباب

এই বাবের সকল মাছদার লামিম।

القُرْبُ - البُعْدُ - الكَفَرَةُ

الباب الخامس

كَرَّمَ - يَكْرُمُ - أَكْرَمُ

عَلَى وَزْنِ

فَعَلَ - يَفْعَلُ - أَفْعَلُ

النَّعْمَةُ وَ الحُسْبَانُ মাছদার দুটিকে

যদিও বাবে حسب থেকে গণ্য করা হচ্ছে

কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার বাবে سمع

থেকেই দেখা যায়। সুতরাং মাছদার

দু'টির সিলসিলা এই বাব থেকে মুখস্থ

করা ঠিক নয়।

অবশ্য الورعُ، الورثة، ইত্যাদি মাছদার

বাবে حسب থেকে ব্যবহৃত হয়।

الباب السادس

حَسِبَ - يَحْسِبُ - أَحْسَبُ

عَلَى وَزْنِ

فَعَلَ - يَفْعَلُ - أَفْعَلُ

উপরের প্রথম চার বাবের মাছদারগুলো থেকে পরবর্তী পৃষ্ঠার প্রতি بحث এর سلسلة

الأفعال মুখস্থ বলো। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, مصدر لازم থেকে কোন فعل

مجهول এবং اسم مفعول তৈরী হয় না।

الماضي المطلق المعروف والمجهول

المضارع المعروف والمجهول

المنفي بلم المعروف والمجهول

المنفي بلم في المستقبل المعروف والمجهول

لام التوكيد مع نون التوكيد في المستقبل المعروف والمجهول

الأمر المعروف والمجهول

النهي المعروف والمجهول

اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم الظرف و اسم التفضيل و اسم الآله

অনুশীলনী

১। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থসহ পরিচয় বলো।

أَنْصُرُوا - فَهِمُوا - لَنْ يَفْتَحَنَّ - كَانَا يَعْرِفَانِ - كُنَّا لَا يَشْرَبْنَ - مَا كُنْتُمْ
تَمْنَعُونَ - لَتَسْأَلَنَّ - مَسْمَاعٌ - مَلَاعِبٌ - أَفْهَمٌ - لِيُقْتَلَنَّ - لَا يَفْرَحُوا -
لَا تَتَرَكَنَّ - مَخْبُوسَاتٌ - يَمْنَعَانِ - لَا ذَبْحَنَّ - لِيَصُدُقَنَّ

২। দ্রুত আরবী বলো।

আমরা শুনেছি। সে অতি অবশ্যই বুঝবে। তোমরা কিছুতেই মিথ্যা বলো না। তাদেরকে বাধা দেয়া হতো না। তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। যা পান করা হয়। এমন কয়েক জন পুরুষ যাদেরকে তলব করা হয়। বের হওয়ার স্থান সমূহ। তারা দুজন অতি অবশ্যই পালাবে। আমি মুছবো না। তোমাদেরকে আটক করা হোক। তোমাদেরকে অতি অবশ্যই আটক করা হবে। তাদেরকে হত্যা করা হবে না।

৩। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য পাঁচটি করে ছীগাহ বলে যাও।

(১) الماضي المنفي بلم، جمع مذكر حاضر

(২) المضارع المجهول، تثنية مؤنث غائب

(৩) الماضي البعيد، واحد مؤنث حاضر

(৪) النهي المعروف، جمع مذكر غائب

(৫) النفي المؤكد بلم في المستقبل المعروف، تثنية مذكر حاضر

(৬) لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف، جمع مؤنث غائب

প্রশ্নমালা

১। ثلاثي مجرد এর ছয়টি বাব হয়েছে কোন হিসাবে।

২। ছয়টি বাবের ماضي ও مضارع এর ফা-কালিমা ও লাম-কালিমার অবস্থা বলো।

৩। ثلاثي مجرد এর ছয় বাবের ماضي ও مضارع এর কোন কালিমার হরকত পরিবর্তনশীল।

৪। ছয় বাবের কোন কোন বাবে ماضي ও مضارع এর আইন কালিমার হরকত ভিন্ন বা অভিন্ন?

৫। ثلاثي مجرد এর কোন বাবের সকল মাছদার লায়িম।

৬। ছয় বাবের কোন কোন বাবের মাছদার সংখ্যা অতি অল্প।

যারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে তারাই ইলম হাছিল করতে পারে। কেননা ইলম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে দান করা এক নূর। আর আল্লাহর নূর কোন নাফরমানকে দান করা হয় না।

- ইমাম ওয়াকী (রহঃ)

بيان الأفعال المعتلة في الثلاثي المجرد

এর نصر - ضرب - سمع কিতাবে তুমি বাবে الطريق إلى العربية
দ্বিতীয় নিয়ম হিসাবে الخَوْفُ - البَيْعُ - السَّوْقُ এই মাছদারগুলো পড়েছে এবং
এগুলোর কিছু কিছু سلسلة الأفعال মুখস্থ করেছো।

এখানে আমরা ঐ সিলসিলাগুলো পুনরায় পেশ করছি। ভালো ভাবে মুখস্থ
করে নাও।

দেখো, এই মাছদারগুলোর আইন-কালিমায় হরফে ইল্লত রয়েছে। যে
শব্দের আইন-কালিমায় হরফে ইল্লত হয় ছারফ শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকে أجوف
বলে। সুতরাং এ ধরনের মাছদার এবং তা থেকে নির্গত যাবতীয় اسم ও فعل
هـ أجوف হচ্ছে।

السَّوْقُ (أَجُوفُ الْوَاوِ) টেনে নেয়া, বাবে নাছারা

سِلْسِلَةُ الْمَاضِي الْمَطْلُوقِ الْمَعْرُوفِ

سَاقٌ - سَاقَتْ - سَقَتْ - سَقَتِ - سَقَتْ - سَقَتْ
سَاقُوا - سَقْنُ - سَقْتُمْ - سَقْتُنَّ - سَقْنَا
سَاقَا - سَاقَتَا - سَقْتُمَا - سَقْتُمَا - سَقْنَا

১. مادة বা মূল হরফে علة থাকলে ঐ শব্দকে صحيح বলে। যেমন
نَصَرَ - قَاتَلَ - إِخْشَوْشَ - إِغْتَسَلَ - إِشْتَرَى - صَلَّى - قَالَ - وَجَبَ - وَجَدَ, যেমন, مُعْتَلٌّ বলে।

হরফে ইল্লত ফা-কালিমায় হলে তাকে مثال বলে। আইন-কালিমায় হলে তাকে
أَجُوفٌ বলে। আর লাম-কালিমায় হলে তাকে ناقص বলে। আর মূল হরফের মধ্যে
এক জিনসের দুই হরফ হলে তাকে مُضَاعَفٌ বলে। যেমন, أَحَبَّ - عَدَّ - خَبَّبَ
ছিলো-عَدَدٌ ও خَبَّبَ

মাদ্দা বা মূল হরফে হামযা হলে তাকে مهموز বলে। যেমন-سَأَلَ - أَمَرَ - قَرَأَ

سلسلة الماضي المطلق المجهول

سِنَى - سِنَيْتَ - سُنْتُ - سُنْتَ - سُنْتُ - سُنْتُ
 سِنُوا - سِنُوا - سُنْتُمْ - سُنْتُمْ - سُنْتُمْ - سُنْتُمْ
 سِنَا - سِنَا - سُنْتَمَا - سُنْتَمَا - سُنْتَمَا - سُنْتَمَا

سلسلة المضارع المعروف

يَسُوقُ - تَسُوقُ - تَسُوقُ - تَسُوقِينَ - أَسُوقُ
 يَسُوقُونَ - يَسُوقْنَ - يَسُوقُونَ - يَسُوقْنَ - نَسُوقُ
 يَسُوقَانِ - يَسُوقَانِ - يَسُوقَانِ - يَسُوقَانِ - نَسُوقُ

سلسلة المضارع المجهول

يُسَاقُ - تُسَاقُ - تُسَاقُ - تُسَاقِينَ - أُسَاقُ
 يُسَاقُونَ - يُسَاقْنَ - يُسَاقُونَ - يُسَاقْنَ - نُسَاقُ
 يُسَاقَانِ - يُسَاقَانِ - يُسَاقَانِ - يُسَاقَانِ - نُسَاقُ

سلسلة الماضي المنفيّ بِلَمْ في المضارع المعروف

لَمْ يَسُقْ - لَمْ تَسُقْ - لَمْ تَسُقْ - لَمْ تَسُقِي - لَمْ أَسُقْ
 لَمْ يَسُوقُوا - لَمْ يَسُوقْنَ - لَمْ يَسُوقُوا - لَمْ يَسُوقْنَ - لَمْ نَسُقْ
 لَمْ يَسُوقَا - لَمْ يَسُوقَا - لَمْ يَسُوقَا - لَمْ يَسُوقَا - لَمْ نَسُقْ

سلسلة الماضي المنفيّ بِلَمْ في المضارع المجهول

لَمْ يَسُقْ - لَمْ تَسُقْ - لَمْ تَسُقْ - لَمْ تُسَاقِي - لَمْ أَسُقْ
 لَمْ يُسَاقُوا - لَمْ يُسَاقْنَ - لَمْ يُسَاقُوا - لَمْ يُسَاقْنَ - لَمْ نَسُقْ
 لَمْ يُسَاقَا - لَمْ يُسَاقَا - لَمْ يُسَاقَا - لَمْ يُسَاقَا - لَمْ نَسُقْ

سلسلة النفي المؤكّد يَلَن في المُستقبلِ المعروفِ

لن يَسُوَّقَ - لن تَسُوَّقَ - لن تَسُوَّقِي - لن أَسُوَّقَ
لن يَسُوَّقُوا - لن يَسُقَنَّ - لن تَسُوَّقُوا - لن تَسُقَنَّ - لن نَسُوَّقَ
لن يَسُوَّقَا - لن تَسُوَّقَا - لن تَسُوَّقَا - لن نَسُوَّقَ

سلسلة النفي المؤكّد يَلَن في المُستقبلِ المجهولِ

لن يُسَاقَ - لن تُسَاقَ - لن تُسَاقِي - لن أُسَاقَ
لن يُسَاقُوا - لن يُسُقَنَّ - لن تُسَاقُوا - لن تُسُقَنَّ - لن نُسَاقَ
لن يُسَاقَا - لن تُسَاقَا - لن تُسَاقَا - لن نُسَاقَ

سلسلة لام التوكيد مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارعِ المعروفِ

لَيَسُوَّقَنَّ - لَتَسُوَّقَنَّ - لَتَسُوَّقَنَّ - لَتَسُوَّقَنَّ - لَأَسُوَّقَنَّ
لَيَسُوَّقَنَّ - لَيَسُقَنَّ - لَتَسُوَّقَنَّ - لَتَسُقَنَّ - لَتَسُوَّقَنَّ
لَيَسُوَّقَنَّ - لَتَسُوَّقَنَّ - لَتَسُوَّقَنَّ - لَتَسُوَّقَنَّ - لَتَسُوَّقَنَّ

سلسلة لام التوكيد مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارعِ المجهولِ

لَيُسَاقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ - لَأُسَاقَنَّ
لَيُسَاقَنَّ - لَيَسُقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ - لَتَسُقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ
لَيُسَاقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ

سلسلة الأمرِ المعروفِ

لِيسُقْ - لِتَسُقْ - سُقْ - سُوَّقِي - لِأَسُقْ
لِيَسُوَّقُوا - لِيَسُقَنَّ - سُوَّقُوا - سُقَنَّ - لِنَسُقْ
لِيَسُوَّقَا - لِتَسُوَّقَا - لِتَسُوَّقَا - لِتَسُوَّقَا - لِنَسُقْ

سلسلة الأمر المجهول

لِئْسُقْ - لِيُسُقْ - لِيُسُقْ - لِيُسُقْ - لِيُسُقْ - لِيُسُقْ
لِيُسُقُوا - لِيُسُقْنَ - لِيُسُقُوا - لِيُسُقْنَ - لِيُسُقْ - لِيُسُقْ
لِيُسُقَا - لِيُسُقَا - لِيُسُقَا - لِيُسُقَا - لِيُسُقْ - لِيُسُقْ

سلسلة النّهي المعروف

لَا يَسُقْ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ
لَا يَسُقُوا - لَا يَسُقْنَ - لَا تَسُقُوا - لَا تَسُقْنَ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ
لَا يَسُقَا - لَا تَسُقَا - لَا تَسُقَا - لَا تَسُقَا - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ

سلسلة النّهي المجهول

لَا يَسُقْ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ
لَا يَسُقُوا - لَا يَسُقْنَ - لَا تَسُقُوا - لَا تَسُقْنَ - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ
لَا يَسُقَا - لَا تَسُقَا - لَا تَسُقَا - لَا تَسُقَا - لَا تَسُقْ - لَا تَسُقْ

سلسلة اسم الفاعل

سَائِقٌ - سَائِقَانِ - سَائِقُونَ - سَائِقَةٌ - سَائِقَتَانِ - سَائِقَاتُ

سلسلة اسم المفعول

مَسُوقٌ - مَسُوقَانِ - مَسُوقُونَ - مَسُوقَةٌ - مَسُوقَتَانِ - مَسُوقَاتُ

الْبَيْعُ (أَجُوفُ الْيَاءِ) বাবে যারাবা বিক্রি করা,

سلسلة الماضي المطلق المعروف

بَاعَ - بَاعَتْ - بَعَتْ - بَعَتْ - بَعَتْ
 بَاعُوا - بَعْنَ - بَعْتُمْ - بَعْتُنَّ - بَعْنَا
 بَاعَا - بَاعَتَا - بَعْتُمَا - بَعْتُمَا - بَعْنَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

بِيعَ - بِيَعَتْ - بَعَتْ - بَعَتْ - بَعَتْ
 بِيَعُوا - بَعْنَ - بَعْتُمْ - بَعْتُنَّ - بَعْنَا
 بِيَعَا - بِيَعَتَا - بَعْتُمَا - بَعْتُمَا - بَعْنَا

سلسلة المضارع المعروف

يَبِيعُ - تَبِيعُ - تَبِيعُ - تَبِيعُ - أَبِيعُ
 يَبِيعُونَ - يَبِيعْنَ - تَبِيعُونَ - تَبِيعْنَ - نَبِيعُ
 يَبِيعَانِ - تَبِيعَانِ - تَبِيعَانِ - تَبِيعَانِ - نَبِيعُ

سلسلة المضارع المجهول

يُبَاعُ - تُبَاعُ - تُبَاعُ - تُبَاعُ - أُبَاعُ
 يُبَاعُونَ - يُبَعْنَ - تُبَاعُونَ - تُبَعْنَ - تُبَاعُ
 يُبَاعَانِ - تُبَاعَانِ - تُبَاعَانِ - تُبَاعَانِ - تُبَاعُ

سلسلة الماضي المنفيّ بِلَمْ في المضارع المعروف

لَمْ يَبِيعْ - لَمْ تَبِيعْ - لَمْ تَبِيعْ - لَمْ تَبِيعِي - لَمْ أَبِيعْ
 لَمْ يَبِيعُوا - لَمْ يَبِيعْنَ - لَمْ تَبِيعُوا - لَمْ تَبِيعْنَ - لَمْ نَبِيعْ

لَمْ يَبِيعَا - لَمْ يَبِيعَا - لَمْ يَبِيعَا - لَمْ يَبِيعَا - لَمْ يَبِيعَا

سلسلة الماضي المنفي بِلَمْ في المضارع المجهول

لَمْ يَبِيعْ - لَمْ يَبِيعْ - لَمْ يَبِيعْ - لَمْ يَبِيعْ - لَمْ يَبِيعْ
لَمْ يَبِيعُوا - لَمْ يَبِيعُوا - لَمْ يَبِيعُوا - لَمْ يَبِيعُوا - لَمْ يَبِيعُوا
لَمْ يَبِيعَا - لَمْ يَبِيعَا - لَمْ يَبِيعَا - لَمْ يَبِيعَا - لَمْ يَبِيعَا

سلسلة النفي المؤكد بِلَنْ في المستقبل المعروف

لَنْ يَبِيعَ - لَنْ يَبِيعَ - لَنْ يَبِيعَ - لَنْ يَبِيعَ - لَنْ يَبِيعَ
لَنْ يَبِيعُوا - لَنْ يَبِيعُوا - لَنْ يَبِيعُوا - لَنْ يَبِيعُوا - لَنْ يَبِيعُوا
لَنْ يَبِيعَا - لَنْ يَبِيعَا - لَنْ يَبِيعَا - لَنْ يَبِيعَا - لَنْ يَبِيعَا

سلسلة النفي المؤكد بِلَنْ في المستقبل المجهول

لَنْ يَبِيعَ - لَنْ يَبِيعَ - لَنْ يَبِيعَ - لَنْ يَبِيعَ - لَنْ يَبِيعَ
لَنْ يَبِيعُوا - لَنْ يَبِيعُوا - لَنْ يَبِيعُوا - لَنْ يَبِيعُوا - لَنْ يَبِيعُوا
لَنْ يَبِيعَا - لَنْ يَبِيعَا - لَنْ يَبِيعَا - لَنْ يَبِيعَا - لَنْ يَبِيعَا

سلسلة لَامِ التوكيد مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارع المعروف

لَيَبِيعَنَّ - لَيَبِيعَنَّ - لَيَبِيعَنَّ - لَيَبِيعَنَّ - لَيَبِيعَنَّ
لَيَبِيعُنَّ - لَيَبِيعُنَّ - لَيَبِيعُنَّ - لَيَبِيعُنَّ - لَيَبِيعُنَّ
لَيَبِيعَانَّ - لَيَبِيعَانَّ - لَيَبِيعَانَّ - لَيَبِيعَانَّ - لَيَبِيعَانَّ

سلسلة لَامِ التوكيد مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارع المجهول

لَيَبِيعَنَّ - لَيَبِيعَنَّ - لَيَبِيعَنَّ - لَيَبِيعَنَّ - لَيَبِيعَنَّ
لَيَبِيعُنَّ - لَيَبِيعُنَّ - لَيَبِيعُنَّ - لَيَبِيعُنَّ - لَيَبِيعُنَّ
لَيَبِيعَانَّ - لَيَبِيعَانَّ - لَيَبِيعَانَّ - لَيَبِيعَانَّ - لَيَبِيعَانَّ

سلسلة الأمر المعروف

لِيَبْعْ - لَتَبْعْ - بَعْ - يَبْعِي - لِأَبْعْ
 لِيَبْعُوا - لِيَبْعَنَّ - يَبْعُوا - يَبْعَنَّ - لَنَبْعْ
 لِيَبْعَا - لَتَبْعَا - يَبْعَا - يَبْعَا - لَنَبْعْ

سلسلة الأمر المجهول

لِيُبْعْ - لَتُبْعْ - لَتُبْعْ - لَتُبَاعِي - لِأُبْعْ
 لِيُبْعُوا - لِيُبْعَنَّ - لَتُبْعُوا - لَتُبْعَنَّ - لَنُبْعْ
 لِيُبْعَا - لَتُبْعَا - لَتُبْعَا - لَتُبْعَا - لَنُبْعْ

سلسلة النهي المعروف

لَا يَبْعْ - لَا تَبْعْ - لَا تَبْعْ - لَا تَبْعِي - لَا أَبْعْ
 لَا يَبْعُوا - لَا يَبْعَنَّ - لَا تَبْعُوا - لَا تَبْعَنَّ - لَا نَبْعْ
 لَا يَبْعَا - لَا تَبْعَا - لَا تَبْعَا - لَا تَبْعَا - لَا نَبْعْ

سلسلة النهي المجهول

لَا يُبْعْ - لَا تُبْعْ - لَا تُبْعْ - لَا تُبَاعِي - لَا أُبْعْ
 لَا يُبْعُوا - لَا يُبْعَنَّ - لَا تُبْعُوا - لَا تُبْعَنَّ - لَا نُبْعْ
 لَا يُبْعَا - لَا تُبْعَا - لَا تُبْعَا - لَا تُبْعَا - لَا نُبْعْ

سلسلة اسم الفاعل

بَائِعٌ - بَائِعَانٍ - بَائِعُونَ - بَائِعَةٌ - بَائِعَتَانِ - بَائِعَاتٌ

سلسلة اسم المفعول

مَبِيعٌ - مَبِيعَانٍ - مَبِيعُونَ - مَبِيعَةٌ - مَبِيعَتَانِ - مَبِيعَاتٌ

ভয় করা, বাবে ছাশিআ (أَجَوْفُ الْوَاوِ)

سلسلة الماضي المطلق المعروف

خَافَ - خَافَتْ - خِفْتُ - خِفْتِ - خِفْتُ
خَافُوا - خَفِنَ - خِفْتُمْ - خِفْتُنَّ - خِفْنَا
خَافَا - خَافَتَا - خِفْتُمَا - خِفْتُمَا - خِفْنَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

خِيفَ - خِيفَتْ - خِفْتُ - خِفْتِ - خِفْتُ
خِيفُوا - خِفِنَ - خِفْتُمْ - خِفْتُنَّ - خِفْنَا
خِيفَا - خِيفَتَا - خِفْتُمَا - خِفْتُمَا - خِفْنَا

سلسلة المضارع المعروف

يَخَافُ - تَخَافُ - تَخَافُ - تَخَافِينَ - أَخَافُ
يَخَافُونَ - يَخَفْنَ - تَخَافُونَ - تَخَفْنَ - نَخَافُ
يَخَافَانِ - تَخَافَانِ - تَخَافَانِ - تَخَافَانِ - نَخَافُ

سلسلة المضارع المجهول

يُخَافُ - تُخَافُ - تُخَافُ - تُخَافِينَ - أُخَافُ
يُخَافُونَ - يُخَفْنَ - تُخَافُونَ - تُخَفْنَ - نُخَافُ
يُخَافَانِ - تُخَافَانِ - تُخَافَانِ - تُخَافَانِ - نُخَافُ

سلسلة الماضي المنفيّ بَلَمْ في المضارع المعروف

لَمْ يَخَفْ - لَمْ تَخَفْ - لَمْ تَخَفْ - لَمْ تَخَافِي - لَمْ أَخَفْ
لَمْ يَخَافُوا - لَمْ يَخَفْنَ - لَمْ تَخَافُوا - لَمْ تَخَفْنَ - لَمْ نَخَفْ
لَمْ يَخَافَا - لَمْ تَخَافَا - لَمْ تَخَافَا - لَمْ تَخَافَا - لَمْ نَخَفْ

سلسلة الماضي المنفي يَلَمْ في المضارع المجهول
 لم يُخَفْ - لم تُخَفْ - لم تُخَفْ - لم تُخَفِي - لم أُخَفْ
 لم يُخَافُوا - لم يُخَفَّنَ - لم تُخَافُوا - لم تُخَفَّنَ - لم نُخَفْ
 لم يُخَافَا - لم تُخَافَا - لم تُخَافَا - لم تُخَافَا - لم نُخَفْ

سلسلة النفي المؤكد يَلَنْ في المستقبل المعروف
 لن يُخَافَ - لن تُخَافَ - لن تُخَافَ - لن تُخَافِي - لن أُخَافَ
 لن يُخَافُوا - لن يُخَفَّنَ - لن تُخَافُوا - لن تُخَفَّنَ - لن نُخَافَ
 لن يُخَافَا - لن تُخَافَا - لن تُخَافَا - لن تُخَافَا - لن نُخَافَ

سلسلة النفي المؤكد يَلَنْ في المستقبل المجهول
 لن يُخَافَ - لن تُخَافَ - لن تُخَافَ - لن تُخَافِي - لن أُخَافَ
 لن يُخَافُوا - لن يُخَفَّنَ - لن تُخَافُوا - لن تُخَفَّنَ - لن نُخَافَ
 لن يُخَافَا - لن تُخَافَا - لن تُخَافَا - لن تُخَافَا - لن نُخَافَ

سلسلة لام التوكيد مَعَ النون الثقيلة في المضارع المعروف
 لَيُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَأُخَافَنَّ
 لَيُخَافَنَّ - لَيُخَفَّنَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَفَّنَنَّ - لَنُخَافَنَّ
 لَيُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَنُخَافَنَّ

سلسلة لام التوكيد مَعَ النون الثقيلة في المضارع المجهول
 لَيُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَأُخَافَنَّ
 لَيُخَافَنَّ - لَيُخَفَّنَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَفَّنَنَّ - لَنُخَافَنَّ
 لَيُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَتُخَافَنَّ - لَنُخَافَنَّ

سلسلة الأمر المعروف

لِيَخَفْ - لَتَخَفْ - خَفْ - خَافِي - لِأَخَفْ
 لِيَخَافُوا - لِيُخَفْنَ - خَافُوا - خَفْنَ - لَنَخَفْ
 لِيَخَافَا - لَتَخَافَا - خَافَا - خَافَا - لَنَخَفْ

سلسلة الأمر المجهول

لِيُخَفْ - لَتُخَفْ - لَتُخَفْ - لَتُخَافِي - لِأُخَفْ
 لِيُخَافُوا - لِيُخَفْنَ - لَتُخَافُوا - لَتُخَفْنَ - لَتُخَفْ
 لِيُخَافَا - لَتُخَافَا - لَتُخَافَا - لَتُخَفْ

سلسلة النهي المعروف

لا يَخَفْ - لا تَخَفْ - لا تَخَفْ - لا تَخَافِي - لا أُخَفْ
 لا يَخَافُوا - لا يَخَفْنَ - لا تَخَافُوا - لا تَخَفْنَ - لا نَخَفْ
 لا يَخَافَا - لا تَخَافَا - لا تَخَافَا - لا نَخَفْ

سلسلة النهي المجهول

لا يُخَفْ - لا تُخَفْ - لا تُخَفْ - لا تُخَافِي - لا أُخَفْ
 لا يُخَافُوا - لا يُخَفْنَ - لا تُخَافُوا - لا تُخَفْنَ - لا نَخَفْ
 لا يُخَافَا - لا تُخَافَا - لا تُخَافَا - لا نَخَفْ

سلسلة اسم الفاعل

خَائِفٌ - خَائِفَانِ - خَائِفُونَ - خَائِفَةٌ - خَائِفَتَانِ - خَائِفَاتٌ

سلسلة اسم المفعول

مَخُوفٌ - مَخُوفَانِ - مَخُوفُونَ - مَخُوفَةٌ - مَخُوفَتَانِ - مَخُوفَاتٌ

অনুশীলনী

১। নীচের মাছদারগুলো থেকে উপরের অনুকরণে سلسلة الأفعال গুলো মুখস্থ করো।

الْقِيَامُ - الْعِبَادَةُ - الصَّيْدُ - النَّوْمُ - النَّيْلُ - الْحِطَاةُ - الْقِيَادَةُ

২। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থসহ পরিচয় বলো।

يَصُومُونَ - لَنْ تَنَالُوا - لَمْ تَخِطِي - لَيْتُورَنَ - لَا يَصِيدُوا -
لَا يَصِيدُونَ - لَا يَصِيدُونَ - مَا نَمْتُمْ - لَيْقَدْ نَأَنَّ - لَنْ تَعُودُوا - لَمْ يَصُومُوا
- لَمْ يَقْمَنَّ - سَاقُوا - جَاعَتَا - تَحِيَّانِ

৩। দ্রুত আরবী বলো।

তারা অতি অবশ্যই অর্জন করবে। আমাদের দাঁড়ানো উচিত। তোমরা দু'জন সেলাই করো নি। তারা দু'জন শিকার করছে। তোমরা দু'জন বিক্রি করবে না। তোমরা দু'জন বিক্রি করো না। তোমরা দু'জন অতি অবশ্যই বিক্রি করবে। তারা ক্ষুধার্ত হয়েছে। আমরা অর্জন করেছি। সে অতি অবশ্যই রোযা রাখবে। তারা অতি অবশ্যই রোযা রাখবে।

৪। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য নিম্নোক্ত মাছদার থেকে একটি করে ফেয়েল বলো।

الْعَوْدُ - النَّوْمُ - الطَّيْرَانُ

(১) النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف، جمع مذكر حاضر

(২) الماضي المطلق المعروف، جمع متكلم

(৩) النهي المعروف، جمع مؤنث غائب

(৪) الأمر المعروف، جمع مذكر غائب

يَخَافُ থেকে য়َخَافُ হয়েছে।

এবার তুমি يَنَامُونَ - يَخِيطُونَ - يَصُومُونَ এই ফেয়েলগুলোর মূল বা নবরূপায়ণ বিশ্লেষণ করো।

يُسَوِّقُ - يُبَيِّعُ - يُسَاقُ - يُبَاعُ - يُخَافُ এই ফেয়েলগুলোর মূল রূপ ছিলো। আর ঐ নিয়ম হিসাবে ওয়াও-ইয়ার হারকাত পূর্বের সাকিন হরফে গেছে। আর ঐ হারকাতটি ফাতহা হওয়ার কারণে ওয়াও-ইয়া ألف হয়ে গেছে। এভাবে يُسَوِّقُ থেকে يُسَاقُ এবং يُبَيِّعُ থেকে يُبَاعُ এবং يُخَافُ থেকে يُخَافُ হয়েছে।

قَالَتَ - قَوْلَتْ - بَيَّعْتَ - بَعَتْ - خَفْتُ - خَوَفْتُ এই (মারুফ) ফেয়েলগুলোর মূল রূপ হলো -

ছারফ শাস্ত্রের একটা নিয়ম এই যে, ثلاثي مجرد এর আইন-কালিমার হরফে ইল্লত দুই সাকিনের মিলনে পড়ে গেলে ফা-কালিমায় কাসরা হয়। কিন্তু বাবে নাছারার ফা-কালিমায় যাম্মা হয়।

দেখো, এখানে নিয়ম হিসাবে, প্রথমে خَوَفْتُ - بَيَّعْتَ - قَالَتَ থেকে خَافْتُ - بَاعْتُ - خَفْتُ - خَوَفْتُ হয়েছে। অতঃপর দুই সাকিনের মিলনে ألف পড়ে গিয়ে خَافْتُ - بَاعْتُ - خَفْتُ হয়েছে। অতঃপর (বর্তমান নিয়মে) ফা-কালিমায় কাসরা হয়ে خَافْتُ ও خَفْتُ হয়েছে। আর বাবে নাছারার ফা-কালিমায় যাম্মা হয়ে قَالَتَ হয়েছে।

এবার তুমি صُمِّنَ - خُطِنَ - رُمِنَ এই ফেয়েলগুলোর মূল বিশ্লেষণ করো।

سَوِّقَ - سَبَّحَ - سَبَّحَ - سَبَّحَ এই (মাজহুল) ফেয়েলগুলোর মূলরূপ ছিলো - سَوِّقَ - سَبَّحَ - سَبَّحَ (على وزن فَعِلَ)

ছারফশাস্ত্রের একটা নিয়ম এই যে, أَجُوف এর ফা-কালিমা নিজের যাম্মাকে ফেলে ওয়াও-ইয়ার কাসরা গ্রহণ করে।

এই নিয়মে سَوِّقَ থেকে سَوِّقُ এবং سَبَّحَ থেকে سَبَّحُ এর خَوْفَ থেকে خَوْفُ হয়েছে। আরেকটা নিয়ম এই যে, কাসরার পরে ওয়াও সাধারণত ইয়া হয়ে যায়। ফলে سَوِّقَ থেকে سَوِّقُ এবং سَبَّحَ থেকে سَبَّحُ হয়েছে।

এবং يَبْعَتُ, يَبْعُوا, يَبْعَا, يَبْعَتَا এবং سَيَقْتُ - سَيَقُوا - سَيَقَا - سَيَقَتَا এই ফেয়েলগুলোর মধ্যে একই তালীল হয়েছে।

(هُؤُلَاءِ الْمَرْضَى) قَدْ عَيْنُوا এবং صَبَدَ (أَسَدٌ) - نَبِلْتُ (دَرْجَةٌ) এর তুমি এই ফেয়েলগুলোর তালীল বিশ্লেষণ করো।

فَعِلْتُ এগুলোর ওজন হলো سُوْقْتُ - بُيَعْتُ - خُوِفْتُ - خَفْتُ মাজহুল অবস্থায় এই তিনটি ফেয়েলের মূল রূপ হলো

أَجُوفُ এর ফা-কালিমায় ওয়াও-ইয়ার কাসরা স্থানান্তরের নিয়ম হিসাবে خُوِفْتُ থেকে خُوفْتُ এবং بُيَعْتُ থেকে يَبْعَتُ এবং سُوْقْتُ থেকে سَوْقْتُ হয়েছে।

এরপর দুই সাকিনের মিলনে হরফে ইল্লত ওয়াও, ইয়া পড়ে গিয়ে - سَقْتُ - خَفْتُ হয়েছে। এরপর নাছারা বাবটি যাম্মা প্রধান হওয়ার কারণে ফা-কালিমায় পুনঃ যাম্মা প্রদান করা হয়েছে। ফলে سَقْتُ হয়েছে।

একটা জিনিস তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো যে, এখানে তালীল বা নবরূপায়ণের পর معروف ও مجهول এর ফেয়েল অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

এবার তুমি خَفْنَا - قُذِّمْنَا মাজহুল অবস্থায় এই ফেয়েলগুলোর রূপান্তর বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্নমালা

- ১। ফাতহার পর মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়ার নিয়ম বলো।
- ২। قَوْمْتُ এর মূল রূপ ছিলো قَامْتُ এটা প্রমাণ করো। অতঃপর ফেয়েলটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।
- ৩। ثلاثي مجرد এর ফা-কালিমায় কাসরা-যাম্মার নিয়ম বলো।
- ৪। ثلاثي مجرد এর আইন কালিমার হরফে ইল্লত দুই সাকিনের মিলনে পড়ে গেলে ফা-কালিমায় কখন কাসরাহ এবং কখন যাম্মাহ হয়?
- ৫। نِمْتُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ এখানে ফা-কালিমায় কাসরা হলো কেন?

- ৬। كُنْتُ صَدْتُ أَسَدًا قَبْلَ سَنَةٍ এখানে প্রথম ফেয়েলের ফা-কালিমায় যাম্মা এবং দ্বিতীয় ফেয়েলের ফা-কালিমায় কাসরাহ হলো কেন ?
- ৭। (বা تعليل) عُدْتُمُ ফেয়েলটির এ বাক্যে هَلْ عُدْتُمْ أَخَاكُمْ الْمَرِيضُ؟ রূপান্তর বিশ্লেষণ) করো।
- ৮। لا يَنَامُوا ফেয়েলটির ميزان কি এবং সে হিসাবে এর মূল রূপ কি ?
- ৯। (বা تعليل) يَسُوْقُ ফেয়েলটির এ বাক্যের يَسُوْقُ الْمَرْأُ إِلَى النَّارِ রূপান্তর বিশ্লেষণ) বরো।
- ১০। يَسِيلُ الدَّمُ مِنْ صَدْرِ هَذَا الْمَجَاهِدِ এ বাক্যের يَسِيلُ ফেয়েলটিতে কোন নিয়মের ভিত্তিতে তালীল হয়েছে ?
- ১১। صَوْمُوا এ বাক্যে মীযান হিসাবে صَوْمُوا إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ رَمَضَانَ فَصَوْمُوا لِلَّهِ ফেয়েলটির মূল রূপ কি ?
- ১২। فعل امر حاضر এর শুরুতে همزة الوصل কেন যোগ করা হয়? উপরের فعل امر টিতে همزة الوصل নেই কেন?
- ১৩। آيَا تَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ফেয়েলদুটির তালীল (বা রূপান্তর বিশ্লেষণ) করো।
- ১৪। إِذَا صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ فَنَمَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ এ বাক্যের نَمَ ফেয়েলটির তালীল করো।
- ১৪। মারুফ ও মাজহুল অবস্থায় سَفَنَ শব্দটির অর্থ বল এবং ميزان অনুসারে তার মূল রূপ নির্ধারণ কর।
- ১৫। أَجُوفُ এর ফা-কালিমার জাম্মা অপসারণের নিয়ম বল।

এর نصر - ضرب - سمع - فتح তোমরা বাবে فتحة الطريق إلى العربية তৃতীয় নিয়ম হিসাবে النهي - البقاء - البكاء - الدعاء মাছদারগুলো পড়েছো এবং এগুলোর কিছু কিছু سلسلة الأفعال মুখস্থ করেছে।

এখানে আমরা ঐ সিলসিলাগুলো পুনরায় পেশ করছি, ভালোভাবে তা মুখস্থ করে নাও।

দেখো, এই মাছদারগুলোর লাম-কালিমায় হরফে ইল্লত রয়েছে। কোন শব্দের লাম-কালিমায় হরফে ইল্লত হলে ছারফ শাস্ত্রের পরিভাষায় ঐ শব্দকে ناقص বলে।

সুতরাং এ ধরনের সমস্ত মাছদার এবং তা থেকে নির্গত যাবতীয় اسم ও ناقص হচ্ছে فعل

الدَّعَاءُ (نَاقِصُ الْوَاوِ) ডাকা, বাবে নাছারা

سلسلة الماضي المطلق المعروف

دَعَا - دَعَتْ - دَعَوْتُ - دَعَوْتِ - دَعَوْتُ

دَعَوْنَا - دَعَوْنَ - دَعَوْتُمْ - دَعَوْتُنَّ - دَعَوْنَا

دَعَوْنَا - دَعَيْنَا - دَعَوْتُمَا - دَعَوْتُمَا - دَعَوْنَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

دُعِيَ - دُعِيتُ - دُعِيتَ - دُعِيتِ - دُعِيتُ

دُعُوا - دُعِينِ - دُعِيتُمْ - دُعِيتُنَّ - دُعِينَا

دُعِينَا - دُعِيتَا - دُعِيتُمَا - دُعِيتُمَا - دُعِينَا

سلسلة المضارع المعروف

يَدْعُو - يَدْعُو - يَدْعُو - يَدْعُو - يَدْعُو

يَدْعُونَ - يَدْعُونِ - يَدْعُونَ - يَدْعُونَ - يَدْعُونَ

يَدْعُوْنَ - تَدْعُوْنَ - تَدْعُوْنَ - نَدْعُوْ

سلسلة المضارع المجهول

يُدْعَى - تُدْعَى - تُدْعَى - تُدْعَى - أَدْعَى
يُدْعَوْنَ - يُدْعَيْنَ - تُدْعَوْنَ - تُدْعَيْنَ - نُدْعَى
يُدْعَيَانِ - تُدْعَيَانِ - تُدْعَيَانِ - تُدْعَيَانِ - نُدْعَى

سلسلة الماضي المنفي يَلَمْ في المضارع المعروف

لم يَدْعُ - لم تَدْعُ - لم تَدْعُ - لم تَدْعِي - لم أَدْعُ
لم يَدْعُوا - لم يَدْعُونِ - لم تَدْعُوا - لم تَدْعُونِ - لم نَدْعُ
لم يَدْعُوا - لم تَدْعُوا - لم تَدْعُوا - لم تَدْعُوا - لم نَدْعُ

سلسلة الماضي المنفي يَلَمْ في المضارع المجهول

لم يُدْعَ - لم تُدْعَ - لم تُدْعَ - لم تُدْعِي - لم أَدْعُ
لم يُدْعُوا - لم يُدْعَيْنَ - لم تَدْعُوا - لم تَدْعَيْنَ - لم نَدْعُ
لم يُدْعَيَا - لم تُدْعَيَا - لم تُدْعَيَا - لم تُدْعَيَا - لم نَدْعُ

سلسلة النفي المؤكد يَلَنْ في المستقبل المعروف

لن يَدْعُوْ - لن تَدْعُوْ - لن تَدْعُوْ - لن تَدْعِيْ - لن أَدْعُوْ
لن يَدْعُوا - لن يَدْعُونِ - لن تَدْعُوا - لن تَدْعُونِ - لن نَدْعُوْ
لن يَدْعُوا - لن تَدْعُوا - لن تَدْعُوا - لن تَدْعُوا - لن نَدْعُوْ

سلسلة النفي المؤكد يَلَنْ في المستقبل المجهول

لن يُدْعَى - لن تُدْعَى - لن تُدْعَى - لن تُدْعِي - لن أَدْعَى
لن يُدْعُوا - لن يُدْعَيْنَ - لن تَدْعُوا - لن تَدْعَيْنَ - لن نَدْعَى
لن يُدْعَيَا - لن تُدْعَيَا - لن تُدْعَيَا - لن تُدْعَيَا - لن نَدْعَى

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف
 لَيَدْعُونَ - لَتَدْعُونَ - لَتَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ - لَيَدْعُونَ
 لَيَدْعُونَ - لَيَدْعُونَ - لَتَدْعُونَ - لَتَدْعُونَ - لَتَدْعُونَ
 لَيَدْعُونَ - لَتَدْعُونَ - لَتَدْعُونَ - لَتَدْعُونَ - لَتَدْعُونَ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول
 لَيَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ
 لَيَدْعُونَ - لَيَدْعِينَ - لَتَدْعُونَ - لَتَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ
 لَيَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ - لَتَدْعِينَ

سلسلة الأمر المعروف

لِيَدْعُ - لِيَدْعُ - أَدْعُ - أَدْعِي - لِيَدْعُ
 لِيَدْعُوا - لِيَدْعُونَ - أَدْعُوا - أَدْعُونَ - لِيَدْعُ
 لِيَدْعُوا - لِيَدْعُوا - أَدْعُوا - أَدْعُوا - لِيَدْعُ

سلسلة الأمر المجهول

لِيَدْعُ - لِيَدْعُ - لِيَدْعُ - لِيَدْعِي - لِيَدْعُ
 لِيَدْعُوا - لِيَدْعِينَ - لِيَدْعُوا - لِيَدْعِينَ - لِيَدْعُ
 لِيَدْعِينَ - لِيَدْعِينَ - لِيَدْعِينَ - لِيَدْعِينَ - لِيَدْعُ

سلسلة النهي المعروف

لا يَدْعُ - لا يَدْعُ - لا يَدْعُ - لا يَدْعِي - لا يَدْعُ
 لا يَدْعُوا - لا يَدْعُونَ - لا يَدْعُوا - لا يَدْعُونَ - لا يَدْعُ
 لا يَدْعُوا - لا يَدْعُوا - لا يَدْعُوا - لا يَدْعُوا - لا يَدْعُ

سلسلة النهي المجهول

لا يُدْعَ - لا تُدْعَ - لا تُدْعَ - لا تُدْعِي - لا أُدْعَ
لا يُدْعُوا - لا يُدْعَيْنَ - لا تُدْعُوا - لا تُدْعَيْنَ - لا نُدْعَ
لا يُدْعَيَا - لا تُدْعَيَا - لا تُدْعَيَا - لا تُدْعَيَا - لا نُدْعَ

سلسلة اسم الفاعل

داعٍ - دَاعِيَانِ - دَاعُوْنَ - دَاعِيَةٌ - دَاعِيَتَانِ - دَاعِيَاتُ

سلسلة اسم المفعول

مُدْعُوٌّ - مُدْعَوَانِ - مُدْعَوُونَ - مُدْعَوَةٌ - مُدْعَوَتَانِ - مُدْعَوَاتُ

الرَّمْيُ (نَاقِصُ الْبَاءِ) বাবে যারাবা নিষ্ক্ষেপ করা,

سلسلة الماضي المطلق المعروف

رَمَى - رَمَتْ - رَمَيْتَ - رَمَيْتَ - رَمَيْتَ - رَمَيْتَ
رَمَوْا - رَمَيْنَ - رَمَيْتُمْ - رَمَيْتُنَّ - رَمَيْنَا
رَمَيَا - رَمَيَا - رَمَيْتُمَا - رَمَيْتُمَا - رَمَيْنَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

رُمِيَ - رُمِيتَ - رُمِيتَ - رُمِيتَ - رُمِيتَ - رُمِيتَ
رُمُوا - رُمِينَا - رُمِيتُمْ - رُمِيتُنَّ - رُمِينَا
رُمِيَا - رُمِيتَا - رُمِيتُمَا - رُمِيتُمَا - رُمِينَا

سلسلة المضارع المعروف

يَرْمِي - تَرْمِي - تَرْمِي - تَرْمِي - تَرْمِي - تَرْمِي

يُزْمُونَ - يُزْمَيْنِ - تَزْمُونَ - تَزْمَيْنِ - نَزْمِي
يَزْمِيَانِ - تَزْمِيَانِ - تَزْمِيَانِ - تَزْمِيَانِ - نَزْمِي

سلسلة المضارع المجهول

يُزْمَى - تُزْمَى - تُزْمَى - تُزْمَيْنِ - أُرْمَى
يُزْمُونَ - يُزْمَيْنِ - تُزْمُونَ - تُزْمَيْنِ - نُرْمَى
يُزْمِيَانِ - تُزْمِيَانِ - تُزْمِيَانِ - تُزْمِيَانِ - نُرْمَى

سلسلة الماضي المنفي بَلَمْ في المضارع المعروف

لم يَزَمْ - لم تَزَمْ - لم تَزَمْ - لم تَزْمِي - لم أَرَمْ
لم يَزْمُوا - لم يَزْمَيْنِ - لم تَزْمُوا - لم تَزْمَيْنِ - لم نَزَمْ
لم يَزْمِيَا - لم تَزْمِيَا - لم تَزْمِيَا - لم تَزْمِيَا - لم نَزَمْ

سلسلة الماضي المنفي بَلَمْ في المضارع المجهول

لم يَزَمْ - لم تَزَمْ - لم تَزَمْ - لم تَزْمِي - لم أَرَمْ
لم يَزْمُوا - لم يَزْمَيْنِ - لم تَزْمُوا - لم تَزْمَيْنِ - لم نَزَمْ
لم يَزْمِيَا - لم تَزْمِيَا - لم تَزْمِيَا - لم تَزْمِيَا - لم نَزَمْ

سلسلة النفي المؤكّد بَلَنْ في المستقبل المعروف

لن يَزْمِيَ - لن تَزْمِيَ - لن تَزْمِيَ - لن تَزْمِي - لن أَرْمِيَ
لن يَزْمُوا - لن يَزْمَيْنِ - لن تَزْمُوا - لن تَزْمَيْنِ - لن نَزْمِيَ
لن يَزْمِيَا - لن تَزْمِيَا - لن تَزْمِيَا - لن تَزْمِيَا - لن نَزْمِيَ

سلسلة النفي المؤكّد بَلَنْ في المستقبل المجهول

لن يَزْمِيَ - لن تَزْمِيَ - لن تَزْمِيَ - لن تَزْمِي - لن أَرْمِيَ
لن يَزْمُوا - لن يَزْمَيْنِ - لن تَزْمُوا - لن تَزْمَيْنِ - لن نَزْمِيَ

لن يُزْمَيَا - لن تُزْمَيَا - لن تُزْمَيَا - لن تُزْمَيَا - لن تُزْمَيَا

سلسلة لَامِ التَّوَكِيدِ مَعَ النُّونِ الثَّقِيلَةِ فِي الْمَضَارِعِ الْمَعْرُوفِ

لَيُزْمَيَنَّ - لَتُزْمَيَنَّ - لَتُزْمَيَنَّ - لَتُزْمَيَنَّ - لَتُزْمَيَنَّ

لَيُزْمَنَنَّ - لَيُزْمِنَنَّ - لَتُزْمَنَنَّ - لَتُزْمِنَنَّ - لَتُزْمِنَنَّ

لَيُزْمَيَانَّ - لَتُزْمَيَانَّ - لَتُزْمَيَانَّ - لَتُزْمَيَانَّ - لَتُزْمَيَانَّ

سلسلة لَامِ التَّوَكِيدِ مَعَ النُّونِ الثَّقِيلَةِ فِي الْمَضَارِعِ الْمَجْهُولِ

لَيُزْمَيَنَّ - لَتُزْمَيَنَّ - لَتُزْمَيَنَّ - لَتُزْمَيَنَّ - لَتُزْمَيَنَّ

لَيُزْمَوَنَّ - لَيُزْمِنَنَّ - لَتُزْمَوَنَّ - لَتُزْمِنَنَّ - لَتُزْمِنَنَّ

لَيُزْمَيَانَّ - لَتُزْمَيَانَّ - لَتُزْمَيَانَّ - لَتُزْمَيَانَّ - لَتُزْمَيَانَّ

سلسلة الأَمْرِ الْمَعْرُوفِ

لَيُزْمِ - لَتُزْمِ - لَزْمِ - لَزْمِ - لَزْمِ

لَيُزْمُوا - لَيُزْمَيْنَّ - لَزْمُوا - لَزْمِينَّ - لَزْمِينَّ

لَيُزْمِيَا - لَتُزْمِيَا - لَزْمِيَا - لَزْمِيَا - لَزْمِيَا

سلسلة الأَمْرِ الْمَجْهُولِ

لَيُزْمِ - لَتُزْمِ - لَتُزْمِ - لَتُزْمِي - لَتُزْمِي

لَيُزْمُوا - لَيُزْمَيْنَّ - لَتُزْمُوا - لَتُزْمَيْنَّ - لَتُزْمَيْنَّ

لَيُزْمِيَا - لَتُزْمِيَا - لَتُزْمِيَا - لَتُزْمِيَا - لَتُزْمِيَا

سلسلة النِّهْيِ الْمَعْرُوفِ

لَا يَزْمِ - لَا تَزْمِ - لَا تَزْمِ - لَا تَزْمِي - لَا تَزْمِي

لَا يَزْمُوا - لَا يَزْمَيْنَّ - لَا تَزْمُوا - لَا تَزْمَيْنَّ - لَا تَزْمَيْنَّ

لَا يَزْمِيَا - لَا تَزْمِيَا - لَا تَزْمِيَا - لَا تَزْمِيَا - لَا تَزْمِيَا

سلسلة النهي المجهول

لا يَزِم - لا تَزِم - لا تَزِم - لا تَزِم - لا أَرِم
لا يَزِمُوا - لا يَزِمِينَ - لا تَزِمُوا - لا تَزِمِينَ - لا تَزِم
لا يَزِمِيَا - لا تَزِمِيَا - لا تَزِمِيَا - لا تَزِمِيَا - لا تَزِم

سلسلة اسم الفاعل

رَام - رَامِيَان - رَامُوذ - رَامِيَةٌ - رَامِيَتَان - رَامِيَاتُ

سلسلة اسم المفعول

مَزِمِيٌّ - مَزِمِيَان - مَزِمِيُون - مَزِمِيَةٌ - مَزِمِيَتَان - مَزِمِيَاتُ

তুলে যাওয়া, বাবে ছামি'আ (نَاقِصُ الْيَاءِ)

سلسلة الماضي المطلق المعروف

نَسِيَ - نَسِيْتُ - نَسِيتَ - نَسِيتَ - نَسِيتُ
نَسُوا - نَسِين - نَسِيتُمْ - نَسِيتُمْ - نَسِينَا
نَسِيَا - نَسِيَتَا - نَسِيتُمَا - نَسِيتُمَا - نَسِينَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

نَسِيَ - نَسِيْتُ - نَسِيتَ - نَسِيتَ - نَسِيتُ
نَسُوا - نَسِين - نَسِيتُمْ - نَسِيتُمْ - نَسِينَا
نَسِيَا - نَسِيَتَا - نَسِيتُمَا - نَسِيتُمَا - نَسِينَا

سلسلة المضارع المعروف

يَنْسَى - تَنْسَى - تَنْسَى - تَنْسَى - أَنْسَى

يَنْسَوْنَ - يَنْسَيْنَ - تَنْسَوْنَ - تَنْسَيْنَ - نَنْسَى - نَنْسِي
يَنْسَيَانِ - تَنْسَيَانِ - تَنْسَيَانِ - تَنْسَيَانِ - نَنْسَى - نَنْسِي

سلسلة المضارع المجهول

يُنْسَى - تُنْسَى - تُنْسَى - تُنْسَى - أَنْسَى
يُنْسَوْنَ - يُنْسَيْنَ - تُنْسَوْنَ - تُنْسَيْنَ - نُنْسَى
يُنْسَيَانِ - تُنْسَيَانِ - تُنْسَيَانِ - تُنْسَيَانِ - نُنْسَى

سلسلة الماضي المنفي بِلَمْ في المضارع المعروف

لَمْ يَنْسَ - لَمْ تَنْسَ - لَمْ تَنْسَ - لَمْ تَنْسَ - لَمْ أَنْسَ
لَمْ يَنْسُوا - لَمْ يَنْسَيْنَ - لَمْ تَنْسُوا - لَمْ تَنْسَيْنَ - لَمْ تَنْسَ
لَمْ يَنْسَيَا - لَمْ تَنْسَيَا - لَمْ تَنْسَيَا - لَمْ تَنْسَيَا - لَمْ تَنْسَ

سلسلة الماضي المنفي بِلَمْ في المضارع المجهول

لَمْ يُنْسَ - لَمْ تُنْسَ - لَمْ تُنْسَ - لَمْ تُنْسَ - لَمْ أَنْسَ
لَمْ يُنْسُوا - لَمْ يُنْسَيْنَ - لَمْ تُنْسُوا - لَمْ تُنْسَيْنَ - لَمْ تُنْسَ
لَمْ يُنْسَيَا - لَمْ تُنْسَيَا - لَمْ تُنْسَيَا - لَمْ تُنْسَيَا - لَمْ تُنْسَ

سلسلة النفي المؤكد بِلَنْ في المستقبل المعروف

لَنْ يَنْسَى - لَنْ تَنْسَى - لَنْ تَنْسَى - لَنْ تَنْسَى - لَنْ أَنْسَى
لَنْ يَنْسُوا - لَنْ يَنْسَيْنَ - لَنْ تَنْسُوا - لَنْ تَنْسَيْنَ - لَنْ تَنْسَى
لَنْ يَنْسَيَا - لَنْ تَنْسَيَا - لَنْ تَنْسَيَا - لَنْ تَنْسَيَا - لَنْ تَنْسَى

سلسلة النفي المؤكد بِلَنْ في المستقبل المجهول

لَنْ يُنْسَى - لَنْ تُنْسَى - لَنْ تُنْسَى - لَنْ تُنْسَى - لَنْ أَنْسَى
لَنْ يُنْسُوا - لَنْ يُنْسَيْنَ - لَنْ تُنْسُوا - لَنْ تُنْسَيْنَ - لَنْ تُنْسَى

لن يُنْسِيَا - لن تُنْسِيَا - لن تُنْسِيَا - لن تُنْسِيَا - لن تُنْسِيَا

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيُنْسِيَنَّ - لَتُنْسِيَنَّ - لَتُنْسِيَنَّ - لَتُنْسِيَنَّ - لَتُنْسِيَنَّ
لَيُنْسُونَنَّ - لَيُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسُونَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ
لَيُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُنْسِيَنَّ - لَتُنْسِيَنَّ - لَتُنْسِيَنَّ - لَتُنْسِيَنَّ - لَتُنْسِيَنَّ
لَيُنْسُونَنَّ - لَيُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسُونَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ
لَيُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ - لَتُنْسِيَانَنَّ

سلسلة الأمر المعروف

لَيُنْسَ - لَتُنْسَ - اُنْسَ - اُنْسِيْ - اُنْسِيْ
لَيُنْسُوا - لَيُنْسِيَنَّ - اُنْسُوا - اُنْسِيَنَّ - اُنْسِيَنَّ
لَيُنْسِيَا - لَتُنْسِيَا - اُنْسِيَا - اُنْسِيَا - اُنْسِيَا

سلسلة الأمر المجهول

لَيُنْسَ - لَتُنْسَ - لَتُنْسَ - لَتُنْسِيْ - لَتُنْسِيْ
لَيُنْسُوا - لَيُنْسِيَنَّ - لَتُنْسُوا - لَتُنْسِيَنَّ - لَتُنْسِيَنَّ
لَيُنْسِيَا - لَتُنْسِيَا - لَتُنْسِيَا - لَتُنْسِيَا - لَتُنْسِيَا

سلسلة النهي المعروف

لا يَنْسَ - لا تَنْسَ - لا تَنْسَ - لا تَنْسِيْ - لا تَنْسِيْ
لا يَنْسُوا - لا يَنْسِيَنَّ - لا تَنْسُوا - لا تَنْسِيَنَّ - لا تَنْسِيَنَّ
لا يَنْسِيَا - لا تَنْسِيَا - لا تَنْسِيَا - لا تَنْسِيَا - لا تَنْسِيَا

سلسلة النهي المجهول

لا يُنْسَ - لا تُنْسَ - لا تُنْسَ - لا تُنْسَ - لا تُنْسَ - لا تُنْسَ
لا يُنْسُوا - لا يُنْسَيْنَ - لا تُنْسُوا - لا تُنْسَيْنَ - لا تُنْسَ - لا تُنْسَ
لا يُنْسَيَا - لا تُنْسَيَا - لا تُنْسَيَا - لا تُنْسَيَا - لا تُنْسَ - لا تُنْسَ

سلسلة اسم الفاعل

نَاسٍ - نَاسِيَانٍ - نَاسُونَ - نَاسِيَةٌ - نَاسِيَتَانِ - نَاسِيَاتٌ

سلسلة اسم المفعول

مُنْسِيٌّ - مُنْسِيَانٍ - مُنْسِيُونَ - مُنْسِيَةٌ - مُنْسِيَتَانِ - مُنْسِيَاتٌ

النَّهْيُ (ناقص الياء) ভুলে যাওয়া, বাবে ছামি'আ

سلسلة الماضي المطلق المعروف

نَهَى - نَهَتْ - نَهَيْتَ - نَهَيْتَ - نَهَيْتَ - نَهَيْتَ
نَهَوْا - نَهَيْنَ - نَهَيْتُمْ - نَهَيْتُمْ - نَهَيْتُمْ - نَهَيْتُمْ
نَهَيَا - نَهَيَا - نَهَيْتُمَا - نَهَيْتُمَا - نَهَيْتُمَا - نَهَيْتُمَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

نُهِيَ - نُهِيَ - نُهِيَ - نُهِيَ - نُهِيَ - نُهِيَ
نُهَوْا - نُهَيْنَ - نُهَيْتُمْ - نُهَيْتُمْ - نُهَيْتُمْ - نُهَيْتُمْ
نُهَيَا - نُهَيَا - نُهَيْتُمَا - نُهَيْتُمَا - نُهَيْتُمَا - نُهَيْتُمَا

سلسلة المضارع المعروف

يَنْهَى - تَنْهَى - تَنْهَى - تَنْهَى - تَنْهَى - تَنْهَى

يُنْهَوْنَ - يَنْهَيْنِ - تَنْهَوْنَ - تَنْهَيْنِ - نُنْهَى - نُنْهَى
يُنْهَيَانِ - تَنْهَيَانِ - تَنْهَيَانِ - تَنْهَيَانِ - نُنْهَى

سلسلة المضارع المجهول

يُنْهَى - تُنْهَى - تُنْهَى - تُنْهَيْنِ - أَنْهَى
يُنْهَوْنَ - يُنْهَيْنِ - تَنْهَوْنَ - تَنْهَيْنِ - نُنْهَى
يُنْهَيَانِ - تَنْهَيَانِ - تَنْهَيَانِ - تَنْهَيَانِ - نُنْهَى

سلسلة الماضي المنفي يَلَمْ في المضارع المعروف

لَمْ يَنْهَ - لَمْ تَنْهَ - لَمْ تَنْهَ - لَمْ تَنْهَيِ - لَمْ أَنْهَ
لَمْ يَنْهَوْا - لَمْ يَنْهَيْنِ - لَمْ تَنْهَوْا - لَمْ تَنْهَيْنِ - لَمْ تَنْهَ
لَمْ يَنْهَيَا - لَمْ تَنْهَيَا - لَمْ تَنْهَيَا - لَمْ تَنْهَيَا - لَمْ تَنْهَ

سلسلة الماضي المنفي يَلَمْ في المضارع المجهول

لَمْ يَنْهَ - لَمْ تَنْهَ - لَمْ تَنْهَ - لَمْ تَنْهَيِ - لَمْ أَنْهَ
لَمْ يَنْهَوْا - لَمْ يَنْهَيْنِ - لَمْ تَنْهَوْا - لَمْ تَنْهَيْنِ - لَمْ تَنْهَ
لَمْ يَنْهَيَا - لَمْ تَنْهَيَا - لَمْ تَنْهَيَا - لَمْ تَنْهَيَا - لَمْ تَنْهَ

سلسلة النفي المؤكد يَلَنْ في المستقبل المعروف

لَنْ يَنْهَى - لَنْ تَنْهَى - لَنْ تَنْهَى - لَنْ تَنْهَيِ - لَنْ أَنْهَى
لَنْ يَنْهَوْا - لَنْ يَنْهَيْنِ - لَنْ تَنْهَوْا - لَنْ تَنْهَيْنِ - لَنْ تَنْهَى
لَنْ يَنْهَيَا - لَنْ تَنْهَيَا - لَنْ تَنْهَيَا - لَنْ تَنْهَيَا - لَنْ تَنْهَى

سلسلة النفي المؤكد يَلَنْ في المستقبل المجهول

لَنْ يَنْهَى - لَنْ تَنْهَى - لَنْ تَنْهَى - لَنْ تَنْهَيِ - لَنْ أَنْهَى
لَنْ يَنْهَوْا - لَنْ يَنْهَيْنِ - لَنْ تَنْهَوْا - لَنْ تَنْهَيْنِ - لَنْ تَنْهَى

لن يُنْهَيَا - لن تُنْهَيَا - لن تُنْهَيَا - لن تُنْهَيَا - لن تُنْهَيَا

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ
لَيُنْهَوَنَّ - لَيُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَوَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ
لَيُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ
لَيُنْهَوَنَّ - لَيُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَوَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ
لَيُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ

سلسلة الأمر المعروف

لِيُنْهَ - لِيُنْهَ - لِيُنْهَ - لِيُنْهَ - لِيُنْهَ
لِيُنْهَوَا - لِيُنْهَيَنَّ - لِيُنْهَوَا - لِيُنْهَيَنَّ - لِيُنْهَ
لِيُنْهَيَا - لِيُنْهَيَا - لِيُنْهَيَا - لِيُنْهَيَا - لِيُنْهَ

سلسلة الأمر المجهول

لِيُنْهَ - لِيُنْهَ - لِيُنْهَ - لِيُنْهَ - لِيُنْهَ
لِيُنْهَوَا - لِيُنْهَيَنَّ - لِيُنْهَوَا - لِيُنْهَيَنَّ - لِيُنْهَ
لِيُنْهَيَا - لِيُنْهَيَا - لِيُنْهَيَا - لِيُنْهَيَا - لِيُنْهَ

سلسلة النهي المعروف

لَا يَنْهَ - لَا يَنْهَ - لَا يَنْهَ - لَا يَنْهَ - لَا يَنْهَ
لَا يَنْهَوَا - لَا يَنْهَيَنَّ - لَا يَنْهَوَا - لَا يَنْهَيَنَّ - لَا يَنْهَ
لَا يَنْهَيَا - لَا يَنْهَيَا - لَا يَنْهَيَا - لَا يَنْهَيَا - لَا يَنْهَ

سلسلة النهي المجهول

لَا يُنْهَ - لَا تُنْهَ - لَا تُنْهَ - لَا تُنْهَ - لَا تُنْهَ
لَا يُنْهَوُ - لَا يُنْهَوُ - لَا تُنْهَوُ - لَا تُنْهَوُ - لَا تُنْهَوُ
لَا يُنْهَبَا - لَا تُنْهَبَا - لَا تُنْهَبَا - لَا تُنْهَبَا - لَا تُنْهَبَا

سلسلة اسم الفاعل

نَاهٍ - نَاهِيَانٍ - نَاهُوْنٌ - نَاهِيَةٌ - نَاهِيَتَانِ - نَاهِيَاتٌ

سلسلة اسم المفعول

مَنْهِيٌّ - مَنْهِيَّانِ - مَنْهِيُوْنٌ - مَنْهِيَةٌ - مَنْهِيَتَانِ - مَنْهِيَاتٌ

অনুশীলনী

১। নীচের মাছদারগুলো থেকে উপরের অনুকরণে الأسلسلة গুলো মুখস্থ করো। (তবে মনে রাখতে হবে যে, مصدر لازم থেকে فعل مجهول اسم ও فعل مجهول থেকে مصدر لازم, তবে মনে রাখতে হবে যে, مصدر لازم থেকে فعل مجهول اسم ও فعل مجهول থেকে مصدر لازم, তবে মনে রাখতে হবে যে, مصدر لازم থেকে فعل مجهول اسم ও فعل مجهول থেকে مصدر لازم)।

الْبُكَاءُ - الرُّضَاوَانُ - الْإِبَاءُ - التَّلَاوَةُ - السَّقْيُ - الرِّغْيُ - اللَّقَاءُ

২। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থসহ পরিচয় বলো।

يَزْمُونُ - لَنْ تَنْجُوا - لَمْ تَسْقِيْ - لِيَتْلُوا - لِيَتْلُوا - أَيْتَمُّ - لَمْ يَنْسُوا - لا يَزِمْنِيَا - لا يَزِمْنِيَا - سَقُوا - يَمْشُونَ - لَنْ يَمْشُوا - لِيَمْشُوا - لِيَمْشُوا

৩। দ্রুত আরবী বলো।

তারা তিলাওয়াত করেছে। আমাদের হাঁটা উচিত। তোমরা দু'জন অস্বীকার করো নি। তারা যেন সাক্ষাৎ না করে। তারা কিছুতেই ভুলবে না। তোমরা দু'জন অতি অবশ্যই সন্তুষ্ট হবে। তোমরা দু'জন সন্তুষ্ট হও নি। তারা সকলে অতি অবশ্যই অস্বীকার করবে। তোমরা ভুলে যেতে। তাদের হাঁটা উচিত।

৩। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য নিম্নোক্ত মাছদার থেকে একটি রুরে ফেয়েল বলো।

التلاوة - السقي - النهي

النهي المؤكد بلن في المستقبل المعروف، جمع مذكر حاضر

الماضي المطلق، جمع متكلم

النهي المعروف، جمع مؤنث غائب

الأمر المعروف، جمع مذكر غائب

তোমাকে যদি কেউ বলে মাদ্রাসায় লেখা-পড়া করে
তোমার ভবিষ্যত কী হবে!

তুমি বলো, সমস্ত মাখলুকের ভবিষ্যত আল্লাহর হাতে। আমি
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইলম হাছিল করছি। সুতরাং আল্লাহ
স্বয়ং আমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল করবেন। আমার দুনিয়ার ভবিষ্যত,
কবরের ভবিষ্যত এবং অনন্তকালের আখেরাতের ভবিষ্যত উজ্জ্বল
ক র ব ন ।

بيان التعليلات

শব্দের বিভিন্ন রূপান্তর

دَعَوُ و بَكَى ফেয়েল দুটির মূল রূপ ছিলো

কোন নিয়মে এই রূপান্তর হলো তা আমরা বলবো না, তুমি নিজেই চিন্তা করে বলো।

بَقِيَ ফেয়েলটিতে মুতাহাররিক ইয়া কেন ألف হলো না আশা করি সেটাও তুমি চিন্তা করে বলতে পারবে।

بَكَى و دَعَا ফেয়েল দুটিতে ফাতহা পরবর্তী মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়া ألف দ্বারা বদল হয়নি। কেননা তাহনিয়ার আলিফসংলগ্ন অবস্থায় এ নিয়ম চলে না।

الرَّجَاءُ ও الْبُكَاءُ মাছদার দুটির মূল হরফ হলো যথাক্রমে (ر-ج-و) এবং الْبُكَاءِ ও الرَّجَاوُ এর মূল রূপ হলো (ب-ك-ي) সুতরাং এর মূল রূপ হলো

হারফ শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, মাদ্দা ও শব্দমূলের অতিরিক্ত আলিফের পরে ওয়াও-ইয়া হামযাহ হয়ে যায়।

এই সূত্রে উপরোক্ত মাছদার দুটিতে زائده ألف এর পরবর্তী ওয়াও-ইয়া হামযাতে রূপান্তরিত হয়ে الرِّجاء و البكاء হয়েছে।

এবার তুমি নিজে صَائِمٌ - بَائِعٌ - قَائِلٌ - إِبَاءٌ - تَزْمِينٌ ইত্যাদি শব্দগুলোতে রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

رَضُو - قَوُو ফেয়েল দুটি মূল রূপ হলো

এখানে রূপান্তরের সূত্র এই যে, লাম-কালিমাহর ওয়াও কাসরার পরে ইয়া হয়ে যায়।

يَزْمِي و يَدْعُو ফেয়েল দুটির মূল রূপ ছিলো تَزْمِينٌ ও يَدْعُو

এর মূল রূপ **تَرْمِينٌ** ছিলো। রূপান্তরের সূত্র এই যে, যাম্মা ও কাসরাহর পর মাযমূম ওয়াও-ইয়া সাকিন হয়ে যায়। (তৃতীয় ফেয়েলটিতে দুই সাকিনের মিলনে **ي** পড়ে গিয়ে **ترمين** হয়েছে)

এবার তুমি নিজে **نُزِمِي** ও **نُتَلَوُ** ফেয়েল দু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

يُذَعِي - **يُرْضِي** - **يَقْوِي** এই ফেয়েলগুলোর মাদ্দা বা মূল হরফ হলো যথাক্রমে (ق-و-و) . (ر-ض-و) . (د-ع-و) সুতরাং এগুলোর মূল রূপ হলো **يَقْوَوُ** - **يُرْضَوُ** - **يُذَعَوُ**

ছারফ শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, চতুর্থ বা তার পরবর্তী স্থানের ওয়াও ফাতহার পরে হলে প্রথমে ইয়া দ্বারা এবং পরে **ألف** দ্বারা বদল হয়।

এই নিয়মে **يَقْوَوُ** থেকে **يَقْوِي** এবং তা থেকে **يَقْوِي** হয়েছে।

তদ্রূপ **يُرْضَوُ** থেকে **يُرْضِي** এবং তা থেকে **يُرْضِي** হয়েছে।

তদ্রূপ **يُذَعَوُ** থেকে **يُذَعِي** এবং তা থেকে **يُذَعِي** হয়েছে।

এবার তুমি **نُزِمِي** ও **نُذَعِي** ফেয়েল দু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

يُرْضَيَانِ - **يُزْجَيَانِ** - **يُذَعَيَانِ** এই ফেয়েলগুলোর রূপান্তর আলোচনা করো এবং এখানে ইয়াকে **ألف** দ্বারা বদল করা হলো না কেন বলা।

تَدْعُونِ ফেয়েলটির **مِيزَان** হলো **تَفْعِلُنِ** সুতরাং এর মূলরূপ হবে **تَدْعُونِ** এখানে রূপান্তরের সূত্র এই যে, যাম্মা ও ইয়ার মধ্যবর্তী মাকসূর ওয়াওকে সাকিন করে পূর্ববর্তী যাম্মাকে কাসরাহ দ্বারা বদল করা জরুরী।

উপরোক্ত নিয়মে এখানে **تَدْعُونِ** এর ওয়াওকে সাকিন করে পূর্ববর্তী যাম্মাকে কাসরাহ দ্বারা বদল করা হয়েছে, ফলে **تَدْعُونِ** হয়েছে। অতঃপর দুই সাকিনের মিলনে **واو** পড়ে গিয়ে **تَدْعِينِ** হয়েছে।

এবার তুমি নিজে **أَتَلِي** ও **لَا تَدْعِي** ফেয়েল দু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

يُرْمِيُونَ ফেয়েলটির মূল রূপ হলো **يُرْمِيُونَ** (عَلَى وَزَنِ يَفْعِلُونَ)

ছারফ শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, কাসরা এবং ওয়াওয়ের মধ্যবর্তী মাযমম

ইয়াকে সাকিন করে পূর্ববর্তী কাসরাহকে যাম্মা দ্বারা বদল করা জরুরী।

উপরোক্ত নিয়মে এখানে يَزْمِيُونَ এর ইয়াকে সাকিন করে পূর্ববর্তী কাসরাহকে যাম্মা দ্বারা বদল করা হয়েছে ফলে يَزْمِيُونَ। অতঃপর দুই সাকিনের মিলনে ياء পড়ে গিয়ে يَزْمُونَ হয়েছে।

এবার তুমি تَبْكُونَ ও يَأْكُونَ শব্দদুটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

بَاكٍ ও دَاعٍ সূতরাং اسم الفاعل এর ثلاثي مجرد মূল রূপ হলো يَأْكُو و دَاعُو

কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও যেহেতু ইয়া হয়ে যায় সেহেতু دَاعُو থেকে دَاعِي হবে। আর কাসরাহর পর ইয়া যেহেতু সাকিন হয়ে যায় সেহেতু ইয়া সাকিন ও নুন সাকিন - এই দুই সাকিনের মিলনে ইয়া পড়ে যাবে। এভাবে يَأْكُو ও يَأْكِي হবে।

প্রশ্নমালা

১। رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ এখানে কোন ফেয়েলে কয়টি তালীল হয়েছে?

২। رَضِيَ ও رَضُوا ফেয়েলদুটির মূল রূপ কি?

৩। رَضُوا ফেয়েলটিতে প্রথম দফা কোন নিয়মের ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয় দফা কোন নিয়মের ভিত্তিতে তালীল হয়েছে?

৪। لَقُوا جَزَاءَ أَعْمَالِهِم এ বাক্যের ফেয়েলটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

৫। رَمَى - يَبْقَى - دَعَا এই ফেয়েলগুলোতে কোন নিয়মের ভিত্তিতে তালীল হয়েছে?

৬। উপরোক্ত নিয়মে يَبْقَيَانِ - دَعَا - رَمَى এই ফেয়েলগুলোতে তালীল হলো না কেন? আবার رَمَتَا - دَعَتَا এই ফেয়েলদুটিতে তালীল হলো কেন?

৭। আলিফে যাইদাহ-এর পর ওয়াও-ইয়ার নিয়মটি বলো।

- ৮। اسم الفاعل (প্রবাহিত) سَائِلٌ এবং (প্রশ্নকারী) سَائِلٌ এই দুই ফاعল এর হামযাহর মাঝে পার্থক্য কি ?
- ৯। এমন দু' একটি মাছদার বলো যাতে আলিফে যাইদার পর ওয়াও-ইয়ার এই নিয়মটি প্রয়োগ করা যায় ।
- ১০। মাযমূম কিংবা মাকসূর ওয়াও-ইয়াকে কখন সাকিন করা ওয়াজিব? দু উদাহরণ দিয়ে বোঝাও ।
- ১১। মীযান হিসাবে تَمَشِينُ (তুমি হাঁটবে) ফেয়েলটির মূল রূপ নির্ণয় করো এবং রূপান্তর বিশ্লেষণ করো ।
- ১২। চতুর্থ বা তার পরবর্তী স্থানের ওয়াওয়ের নিয়মটি বলো ।
- ১৩। أَلَا تَعْلَمَانِ أَنْكُمَا سَتْلَقِيَانِ رَبَّكُمَا، فَكَيْفَ تَعْصِيَانِهِ ؟ এ বাক্যের تَلْقِيَانِ ফেয়েলটিতে ফাতহার পর মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়ার নিয়ম প্রযুক্ত হবে না কেন?
- ১৪। যাম্মা ও ইয়ার মাঝে মাকসূর ওয়াও হলে কি নিয়ম ?
- ১৫। لَا تَدْعِي يَا مَرْيَمُ لَا تَدْعِي مَعَ اللَّهِ أَحَدًا এ বাক্যের تَدْعِي ফেয়েলটির তালীল করো ।
- ১৬। فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيرًا এ আয়াতের দ্বিতীয় ফেয়েলটিতে কোন নিয়মের ভিত্তিতে তালীল হবে ?
- ১৭। دَاعٍ - دَاعِيَانِ - دَاعُوْنَ - مَاشٍ - مَاشِيَانِ - مَاشُونُ এই শব্দগুলোতে তালীল করো ।

بيان أبواب الثلاثي المزيد فيه .

এর মোট চৌদ্দটি বাব। যথা -

إِنْفَعَالٌ - تَفْعِيلٌ - تَفَعُّلٌ - إِنْفِعَالٌ - اسْتِفْعَالٌ - إِنْفِعَالٌ - تَفَاعُلٌ -
مَفَاعَلَةٌ - إِنْفِعَالٌ - إِنْفِعَالٌ - إِنْفِعَالٌ - إِنْفِعَالٌ - إِنْفِعَالٌ - إِنْفِعَالٌ

এর মধ্যে প্রথম নয়টি বাব বেশী ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে শেষ পাঁচটি বাবের ব্যবহার খুবই কম।

একথা তুমি আগেই জেনে এসেছো যে, প্রতিটি বাবের মাছদার থেকে একটি মাত্র ছীগাহ তৈরী করা হয়। তারপর মাযী থেকে মোযারে এবং মোযারে থেকে আমর তৈরী করা হয়। তাই ماضي مطلق واحد مذکر غائب এই একটি মাত্র ছীগাহ তৈরী করা হয়। তাই তারপর মাযী থেকে মোযারে এবং মোযারে থেকে আমর তৈরী করা হয়। তাই এখানে আমরা المزيد فيه ثلاثي এর প্রতিটি বাবের ماضي مطلق واحد مذکر غائب এর ছীগাহ তৈরী করার নিয়ম আলোচনা করবো।

যেহেতু ইতিপূর্বে الطريق إلى العربية কিতাবে المزيد فيه ثلاثي এর বেশ কয়েকটি বাব তুমি سلسلة الأفعال সহ পড়ে এসেছো সেহেতু আশা করি যে, বিষয়টি তোমার জন্য মোটেই কঠিন হবে না।

إفعال -- হামযা ও লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন أَفَعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ একটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ।

تفعيل -- মাছদারের শুরু থেকে ت এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী ي ফেলে দাও। অতঃপর ফা-কালিমা ও লাম-কালিমায় ফাতহা দাও এবং আইন-কালিমাকে মুশাদ্দাদ করে ফাতহা দাও। এখন فَعَّلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ একটি, অর্থাৎ আইন-কালিমার تكرر বা পুনরুক্তি।

تفعّل -- মুশাদ্দাদ আইন-কালিমা ও লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও। تَفَعَّلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী ت এবং আইন-কালিমার তাকরার বা পুনরুক্তি।

افتعال -- ফা-কালিমার পূর্ববর্তী ت এবং লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন اِنْفَعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, ফা-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ এবং পরবর্তী ت

استفعال -- ফা-কালিমার পূর্ববর্তী ت এবং লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন اِسْتَفْعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ তিনটি, অর্থাৎ ت - س - ا

انفعال -- ফা-কালিমা ও লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন اِنْفَعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ ও নুন।

تفاعل -- মাছদারের আইন-কালিমা ও লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। এখন تَفَاعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দুটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী ت এবং পরবর্তী اَلِف

مفاعلة -- মাছদারের শুরু মিম এবং শেষের ى ফেলে দাও। এখন مَفَاعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ একটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পরবর্তী আলিফ।

افعال -- লাম-কালিমার পরবর্তী আলিফ ফেলে দাও এবং আইন-কালিমা ও শেষ হরফে ফাতহা দাও। اِفْعَلَ হলো।

যেহেতু এক জিনসের দুই হরফের মাঝে إدغام আবশ্যিক সেহেতু নিয়ম অনুযায়ী লামকে সাকিন করে পরবর্তী হরফকে তার মাঝে ইদগাম করো। এখন اِفْعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দুটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ এবং লাম-কালিমার পর অনুরূপ একটি হরফ।

افعال -- মাছদারের ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করো আইন-কালিমায় ও শেষ হরফে ফাতহা দাও। অতঃপর লাম-কালিমার পরবর্তী আলিফকে ফেলে দাও। এখন اِفْعَالٌ হলো।

যেহেতু এক জিন্সের দুই হরফের মাঝে إدغام আবশ্যিক সেহেতু নিয়ম হিসাবে প্রথম হরফকে সাকিন করে পরবর্তী হরফকে তার মাঝে ইদগাম করো। এখন اِنْفَعَالٌ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ তিনটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ এবং আইন-কালিমার পরবর্তী আলিফ এবং লাম-কালিমার পর অনুরূপ একটি হরফ।

افعال -- মাছদারের আইন-কালিমা ও লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন اِنْفَعَالٌ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি (বা তিনটি), অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ এবং মুশাদ্দাদ ওয়াও।

افاعل -- মাছদারের আইন-কালিমা ও লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। এখন اِفَاعِلٌ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ তিনটি, অর্থাৎ হামযা, ফা-কালিমার পুনরুক্তি এবং তারপর একটি আলিফ।

افعل -- মাছদারের আইন-কালিমা ও লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। এখন اِفْعَلٌ হলো।

হামযা এবং হাও

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ তিনটি, অর্থাৎ আইন-কালিমার তাকরার বা পুনরুক্তি।

بيان أبواب الرباعي

رباعي مزید তিনটি এবং رباعي مجرد একটি। চার বাব মোট এর رباعي -
فيه যথা -

فَعْلَلَةٌ - اِفْعِلَّلَالٌ - اِفْعِلَّلَالٌ - تَفْعُلُّ

নীচে প্রতিটি বাবের واحد مذکر غائب এর হীগাহ মاضি مطلق معروف, واحد مذکر غائب এর হীগাহ বানানোর নিয়ম বলা হচ্ছে, ভালো ভাবে বুঝে নাও।

এর ماضি واحد مذکر غائب দিলেই ফেলে দিলেই -- فَعْلَلَةٌ হীগাহ হয়ে যাবে। যেমন فَعْلَلٌ

যেহেতু এটা رباعي مجرد সেহেতু এখানে অতিরিক্ত কোন হরফ নেই।

افْعِلَّلَالٌ -- দুই লাম-কালিমার মধ্যবর্তী আলিফ ফেলে দাও। অতঃপর আইন-কালিমায় এবং দ্বিতীয় লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। এখন اِفْعِلَّلَالٌ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, অর্থাৎ প্রথমে হামযাহ এবং আইন-কালিমার পর নুন।

افْعِلَّلَالٌ -- আইন-কালিমা ও প্রথম লাম-কালিমায় এবং শেষ হরফে ফাতহা দাও। অতঃপর দ্বিতীয় লাম-কালিমার পরের আলিফ ফেলে দাও اِفْعِلَّلَالٌ হলো। অতঃপর ইদগামের নিয়ম হিসাবে দ্বিতীয় লাম-কালিমাকে সাকিন করে শেষ হরফকে তার মাঝে ইদগাম করো। এখন اِفْعِلَّلَالٌ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, অর্থাৎ প্রথমে হামযাহ এবং দ্বিতীয় লাম-কালিমার পরে অনুরূপ একটি হরফ।

تَفْعُلُّ -- মাছদারের উভয় লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। এখন تَفْعُلُّ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ একটি, অর্থাৎ ফ-কালিমার পূর্ববর্তী ت

নিয়ম এই যে, প্রথমে علامة المضارع ফেলে দাও। অতঃপর প্রথম হ্রফটি সাকিন হলে শুরুতে হামযাহ যোগ করো। افعال এর হামযাহ শুধু মাফতূহ হয় এবং এটা

همزة القطع .
همزة الوصل

মোযারের শেষে যাম্মা থাকলে তা সাকিন হয়ে যাবে এবং الإعراب নون থাকলে তাপড়ে যাবে কিন্তু جمع مؤنث এর নূন পড়বে না। আর লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে তা পড়ে যায়।

كيف يبني الماضي المجهول

মায়ী মাজহুল বানানোর নিয়ম

একথা তো তুমি আগেই জেনেছো যে, মায়ী মাজহুল তৈরী হয় মায়ী মারুফ থেকে। নিয়ম এই যে, শেষের পূর্ববর্তী হরফকে কাসরাহ দাও এবং শেষ দুই হরফ ছাড়া সকল মুতাহাররিক হরফকে যাম্মা দাও। যেমন أَفْعَلَ থেকে أَفْعَلْ এবং أَفْعَلْ থেকে أَفْعَلْ এবং أَفْعَلْ থেকে أَفْعَلْ এবং أَفْعَلْ থেকে أَفْعَلْ এবং أَفْعَلْ থেকে أَفْعَلْ এবং أَفْعَلْ থেকে أَفْعَلْ এবং أَفْعَلْ থেকে أَفْعَلْ

যদি মায়ীর ফা-কালিমার পরে زائده ألف থাকে তাহলে তা ওয়াও হয়ে যাবে। যেমন تَفْعَلْ থেকে تَفْعَلْ এবং تَفْعَلْ থেকে تَفْعَلْ

كيف يبني المضارع المجهول

মোযারে মাজহুল বানানোর নিয়ম

মোযারে মাজহুল তৈরী হবে মোযারে মারুফ থেকে। নিয়ম এই যে, علامة المضارع মাযমূম না হলে তাকে যাম্মা দাও এবং আইন-কালিমা মাফতূহ না হলে তাকে ফাতহা দাও। যেমন يَفْعَلْ থেকে يَفْعَلْ এবং يَفْعَلْ থেকে يَفْعَلْ

يَسْتَفْعِلُ এবং يَتَفَعَّلُ থেকে يَتَفَعَّلُ এবং يَفْتَعِلُ থেকে يَفْتَعِلُ
يَفَاعِلُ থেকে يَفَاعِلُ এবং يَتَفَاعِلُ থেকে يَتَفَاعِلُ এবং يَسْتَفْعِلُ থেকে
يَفَعِّلُ থেকে يَفَعِّلُ

كيف يبنى الفاعل و المفعول و الظرف

ইসমুল ফা'ইল, মাফ'উল ও যারফ বানানোর নিয়ম

مضارع معروف তৈরী হয় اسم الفاعل বাবের ثلاثي مجرد থেকে। নিয়ম এই যে, علامة المضارع এর স্থলে যাম্মায়ুক্ত মিম যোগ করো এবং শেষ হরফে তানবীন দাও। যেমন- يَفْعِلُ থেকে مُفْعِلُ এবং يَتَفَعَّلُ থেকে مُتَفَعِّلُ এবং يَسْتَفْعِلُ থেকে مُسْتَفْعِلُ ইত্যাদি।

علامة مضارع مجهول তৈরী হয় اسم المفعول থেকে। নিয়ম এই যে, علامة المضارع এর স্থলে যাম্মায়ুক্ত মিম যোগ করো এবং শেষ হরফে তানবীন দাও। যেমন- يَفْعِلُ থেকে مُفْعِلُ - يَتَفَعَّلُ থেকে مُتَفَعِّلُ - يَسْتَفْعِلُ থেকে مُسْتَفْعِلُ ইত্যাদি।

اسم الظرف এর ثلاثي مجرد নীচে আমরা ميزان নিজস্ব রয়েছে। এটা তোমরা জানো, এ ছাড়া অন্যান্য বাবের اسم الظرف এর কিন্তু নিজস্ব ميزان নাই। বরং বাবগুলোর اسم المفعول এর ميزان ই হচ্ছে اسم الظرف এর ميزان - যেমন- مُفْتَسِّلُ এর অর্থ হলো- গোসল করার জায়গা।

নীচে আমরা رباعي مجرد, رباعي مزيد, ثلاثي এই তিন শ্রেণীর প্রতিটি বাবের সংক্ষিপ্ত ميزان তুলে ধরছি। এরপর নমুনা হিসাবে শুধু বাবে تَفَعَّلُ এর পূর্ণাঙ্গ سلسلة الأفعال পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

البَابُ الْأَوَّلُ : إِفْعَالٌ

(الإِكْرَامُ করা)

أَكْرَمَ - يُكْرِمُ - أَكْرَمَ - يُكْرِمُ - أَكْرَمَ - مُكْرِمٌ - مُكْرِمٌ

عَلَى وَزْنِ

أَفْعَلْ - يُفْعِلْ - أَفْعَلْ - يُفْعِلْ - أَفْعَلْ - مُفْعِلٌ - مُفْعِلٌ

البَابُ الثَّانِي : تَفْعِيلٌ

(التَّعْلِيمُ দেওয়া শিক্ষা)

عَلَّمَ - يُعَلِّمُ - عَلَّمَ - يُعَلِّمُ - عَلَّمَ - مُعَلِّمٌ - مُعَلِّمٌ

عَلَى وَزْنِ

فَعَّلَ - يُفَعِّلُ - فَعَّلَ - يُفَعِّلُ - فَعَّلَ - مُفَعِّلٌ - مُفَعِّلٌ

البَابُ الثَّالِثُ : تَفَعُّلٌ

(التَّقَبُّلُ করা কবুল)

تَقَبَّلَ - يَتَقَبَّلُ - تَقَبَّلَ - يَتَقَبَّلُ - تَقَبَّلَ - مُتَقَبِّلٌ - مُتَقَبِّلٌ

عَلَى وَزْنِ

تَفَعَّلَ - يَتَفَعَّلُ - تَفَعَّلَ - يَتَفَعَّلُ - تَفَعَّلَ - مُتَفَعِّلٌ - مُتَفَعِّلٌ

البَابُ الرَّابِعُ : إِفْتِعَالٌ

(الْإِجْتِنَابُ করা পরিহার)

اجْتَنَبَ - يَجْتَنِبُ - اجْتَنَبَ - يَجْتَنِبُ - اجْتَنَبَ - مُجْتَنِبٌ - مُجْتَنِبٌ

عَلَى وَزْنِ

اِفْتَعَلَ - يَفْتَعِلُ - اُفْتُعِلَ - يُفْتَعَلُ - اِفْعِلْ - مُفْتَعِلٌ - مُفْتَعَلٌ

البَابُ الْخَامِسُ : اِسْتِفْعَال

(এস্টেকবাল করা)

اِسْتَقْبَلَ - يَسْتَقْبِلُ - اُسْتُقْبِلَ - يُسْتَقْبَلُ - اِسْتَقْبِلْ - مُسْتَقْبِلٌ - مُسْتَقْبَلٌ

عَلَى وَزْنِ

اِسْتَفْعَلَ - يَسْتَفْعِلُ - اُسْتُفْعِلَ - يُسْتَفْعَلُ - اِسْتَفْعِلْ - مُسْتَفْعِلٌ - مُسْتَفْعَلٌ

البَابُ السَّادِسُ : مُفَاعَلَةٌ

(লড়াই করা)

قَاتَلَ - يُقَاتِلُ - قُوِيَ - يُقَاتَلُ - قَاتِلٌ - مُقَاتِلٌ - مُقَاتَلٌ
فَاعَلَ - يُفَاعِلُ - فُوِيَ - يُفَاعَلُ - فَاعِلٌ - مُفَاعِلٌ - مُفَاعَلٌ

البَابُ السَّابِعُ : تَفَاعُلٌ

(পরস্পর ঝগড়া করা)

خَاصَمَ - يَتَخَاصَمُ - تَخَوَّصَ - يَتَخَاصَمُ - تَخَاصَمَ - مُتَخَاصِمٌ - مُتَخَاصَمٌ

عَلَى وَزْنِ

تَفَاعَلَ - يَتَفَاعَلُ - تَفُوَّعِلَ - يُتَفَاعَلُ - تَفَاعَلَ - مُتَفَاعِلٌ - مُتَفَاعَلٌ

البَابُ الثَّامِنُ : اِنْفِعَالٌ

(ফেরা)

اِنْصَرَفَ - يَنْصَرِفُ - + - - - اِنْصَرَفَ - مُنْصَرِفٌ - +

عَلَى وَزْنِ

اِنْفَعَلَ - يَنْفَعِلُ - + - - - اِنْفَعَلَ - مُنْفَعِلٌ - +

الباب التاسع : إفعال

(লাল হওয়া الإخيمَارُ)

إخْمَرَّ - يَخْمَرُّ - + - + - إخْمَرَّ و إخْمِرْ - مُخْمَرٌ - +
 عَلَى وَزْنِ
 إَفْعَلَّ - يَفْعَلُّ - + - + - إَفْعَلَّ و إَفْعِلْ - مُفْعَلٌ - +

الباب العاشر : إفعيلال

(অত্যন্ত লাল হওয়া الإخْمِيرَارُ)

إِخْمَارَّ - يَخْمَارُّ - + - + - إِخْمَارَّ و إِخْمَارِزْ - مُخْمَارٌ - +
 عَلَى وَزْنِ
 إَفْعَالَّ - يَفْعَالُّ - + - + - إَفْعَالَّ و إَفْعَالِلْ - مُفْعَالٌ - +

الباب الحادي عشر : إفعيعال

(কঠিন হওয়া الإخْشِيشَانُ)

إِخْشَوْشَنَ - يَخْشَوْشِنُ - + - + - إِخْشَوْشِنَ - مُخْشَوْشِنٌ - +
 عَلَى وَزْنِ
 إَفْعَوَعَلَّ - يَفْعَوَعِلُّ - + - + - إَفْعَوَعِلَّ - مُفْعَوَعِلٌ - +

الباب الثاني عشر : إفعوال

(দ্রুত চলা الإِجْلَوَاذُ)

إِجْلَوَذَّ - يَجْلَوُذُّ - + - + - إِجْلَوُذَّ - مُجْلَوُذٌّ - +
 عَلَى وَزْنِ
 إَفْعَوْلَ - يَفْعَوُلُّ - + - + - إَفْعَوْلَ - مُفْعَوُلٌّ - +

البَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ : إِفَاعُلْ

(ঝোঁকা, মায়েল হওয়া)

إِثَّاقُلْ- يَثَّاقُلْ- + - - - - - إِثَّاقُلْ- مُثَّاقِلٌ- +

عَلَى وَزْنِ

إِفَاعَلْ- يَفَاعَلْ- + - - - - - إِفَاعَلْ- مُفَاعِلٌ- +

البَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ : إِفْعُلْ

(পবিত্র হওয়া)

إِطَّهَّرْ- يَطَّهَّرْ- + - - - - - إِطَّهَّرْ- مُطَّهِّرٌ- +

عَلَى وَزْنِ

إِفْعَلْ- يَفْعَلْ- + - - - - - إِفْعَلْ- مُفَعِّلٌ- +

بَابُ الرَّبَاعِيِّ الْمَجْرَدِ

فَعْلَلَةٌ

(উলটপালট করা)

بَعَثَر- يَبْعَثِر- يَبْعَثِر- يَبْعَثِر- بَعَثِر- مُبْعَثِر- مُبْعَثِر- +

عَلَى وَزْنِ

فَعْلَل- يَفْعِلِل- فَعْلِل- يَفْعِلِل- فَعْلِل- مُفَعِّلِل- مُفَعِّلِل- +

أَبْوَابُ الرَّبَاعِيِّ الْمَزِيدِ فِيهِ

البَابُ الْأَوَّلُ : إِفْعِلَالٌ

(الإِبْرَنْشَاقُ হওয়া খুশী)

إِبْرَنْشَقَ - يَبْرَنْشِقُ - + - + - إِبْرَنْشَقَ - مُبْرَنْشِقٌ - + -

عَلَى وَزْنِ

إِفْعَلَلَّ - يَفْعَعِلَلُ - + - + - إِفْعَلَلَّ - مُفْعَعِلَلٌ - + -

البَابُ الثَّانِي : إِفْعِلَالٌ

(إِقْشَعْرَارُ কণ্টকিত হওয়া শরীর)

إِقْشَعَرَ - يَقْشَعِرُ - + - + - إِقْشَعَرَ وِ إِقْشَعِرْ - مُقْشَعِرٌ - + -

عَلَى وَزْنِ

إِفْعَلَّ - يَفْعَعِلُّ - + - + - إِفْعَلَّ وِ إِفْعَلِّلْ - مُفْعَعِلِّلٌ - + -

البَابُ الثَّالِثُ : تَفْعَلُّ

(التَّسَرُّبُ পরিধান করা জামা)

تَسَرَّبَ - يَتَسَرَّبُ - + - + - تَسَرَّبَ - مُتَسَرِّبٌ - + -

عَلَى وَزْنِ

تَفْعَلَّ - يَتَفَعَّلُ - + - + - تَفْعَلَّ - مُتَفَعِّلٌ - + -

নীচে নমুনা হিসাবে শুধু বাবে تَفْعَلُّ এর পূর্ণাংগ الأفعال পেশ করা হচ্ছে। ভালভাবে মুখস্থ করে নাও।

باب تَفْعَل

سلسلة الماضي المطلق المعروف

تَقَبَّلَ - تَقَبَّلْتَ - تَقَبَّلْتُ - تَقَبَّلْتُمْ - تَقَبَّلْنَا
تَقَبَّلُوا - تَقَبَّلْنَ - تَقَبَّلْتُمْ - تَقَبَّلْتُنَّ - تَقَبَّلْنَا
تَقَبَّلَا - تَقَبَّلْتَا - تَقَبَّلْتُمَا - تَقَبَّلْتُمَا - تَقَبَّلْنَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

تُقَبَّلَ - تُقَبَّلْتَ - تُقَبَّلْتُ - تُقَبَّلْتُمْ - تُقَبَّلْنَا
تُقَبَّلُوا - تُقَبَّلْنَ - تُقَبَّلْتُمْ - تُقَبَّلْتُنَّ - تُقَبَّلْنَا
تُقَبَّلَا - تُقَبَّلْتَا - تُقَبَّلْتُمَا - تُقَبَّلْتُمَا - تُقَبَّلْنَا

سلسلة المضارع المعروف

يَتَقَبَّلُ - تَتَقَبَّلُ - تَتَقَبَّلُ - تَتَقَبَّلُونَ - تَتَقَبَّلْنَ - تَتَقَبَّلُونَ
يَتَقَبَّلُونَ - يَتَقَبَّلْنَ - يَتَقَبَّلْنَ - يَتَقَبَّلُونَ - يَتَقَبَّلْنَ - يَتَقَبَّلُونَ
يَتَقَبَّلَانِ - يَتَقَبَّلَانِ - يَتَقَبَّلَانِ - يَتَقَبَّلَانِ - يَتَقَبَّلَانِ - يَتَقَبَّلَانِ

سلسلة المضارع المجهول

يُتَقَبَّلُ - تُتَقَبَّلُ - تُتَقَبَّلُ - تُتَقَبَّلُونَ - تُتَقَبَّلْنَ - تُتَقَبَّلُونَ
يُتَقَبَّلُونَ - يُتَقَبَّلْنَ - يُتَقَبَّلْنَ - يُتَقَبَّلُونَ - يُتَقَبَّلْنَ - يُتَقَبَّلُونَ
يُتَقَبَّلَانِ - يُتَقَبَّلَانِ - يُتَقَبَّلَانِ - يُتَقَبَّلَانِ - يُتَقَبَّلَانِ - يُتَقَبَّلَانِ

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لَمْ يَتَقَبَّلْ - لَمْ تَتَقَبَّلْ - لَمْ تَتَقَبَّلْ - لَمْ تَتَقَبَّلِي - لَمْ أَتَقَبَّلْ
لَمْ يَتَقَبَّلُوا - لَمْ يَتَقَبَّلْنَ - لَمْ تَتَقَبَّلُوا - لَمْ تَتَقَبَّلِي - لَمْ نَتَقَبَّلْ

لم يُتَقَبَّلَا - لم تُتَقَبَّلَا - لم تُتَقَبَّلَا - لم تُتَقَبَّلَا - لم تُتَقَبَّلَا

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لم يُتَقَبَّلْ - لم تُتَقَبَّلْ - لم تُتَقَبَّلْ - لم تُتَقَبَّلْ - لم تُتَقَبَّلْ
 لم يُتَقَبَّلُوا - لم يُتَقَبَّلْنَ - لم تُتَقَبَّلُوا - لم تُتَقَبَّلْنَ - لم تُتَقَبَّلْنَ
 لم يُتَقَبَّلَا - لم تُتَقَبَّلَا - لم تُتَقَبَّلَا - لم تُتَقَبَّلَا - لم تُتَقَبَّلَا

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لن يُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ
 لن يُتَقَبَّلُوا - لن يُتَقَبَّلْنَ - لن تُتَقَبَّلُوا - لن تُتَقَبَّلْنَ - لن تُتَقَبَّلْنَ
 لن يُتَقَبَّلَا - لن تُتَقَبَّلَا - لن تُتَقَبَّلَا - لن تُتَقَبَّلَا - لن تُتَقَبَّلَا

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ
 لن يُتَقَبَّلُوا - لن يُتَقَبَّلْنَ - لن تُتَقَبَّلُوا - لن تُتَقَبَّلْنَ - لن تُتَقَبَّلْنَ
 لن يُتَقَبَّلَا - لن تُتَقَبَّلَا - لن تُتَقَبَّلَا - لن تُتَقَبَّلَا - لن تُتَقَبَّلَا

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ
 لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ
 لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَنَّ

لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ
لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ

سلسلة الأمر المعروف

لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ - تَقَبَّلْ - تَقَبَّلِي - لَاتَقَبَّلَنَّ
لَيَتَقَبَّلُوا - لَيَتَقَبَّلْنَ - تَقَبَّلُوا - تَقَبَّلْنَ - لَيَتَقَبَّلَنَّ
لَيَتَقَبَّلَا - لَيَتَقَبَّلَا - تَقَبَّلَا - تَقَبَّلَا - لَيَتَقَبَّلَنَّ

سلسلة الأمر المجهول

لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ
لَيَتَقَبَّلُوا - لَيَتَقَبَّلْنَ - لَيَتَقَبَّلُوا - لَيَتَقَبَّلْنَ - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ
لَيَتَقَبَّلَا - لَيَتَقَبَّلَا - لَيَتَقَبَّلَا - لَيَتَقَبَّلَا - لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَيَتَقَبَّلَانِ

سلسلة النهي المعروف

لَا يَتَقَبَّلَنَّ - لَا يَتَقَبَّلَانِ - لَا تَتَقَبَّلَنَّ - لَا تَتَقَبَّلَانِ - لَا أَتَقَبَّلَنَّ
لَا يَتَقَبَّلُوا - لَا يَتَقَبَّلْنَ - لَا تَتَقَبَّلُوا - لَا تَتَقَبَّلْنَ - لَا تَتَقَبَّلَنَّ
لَا يَتَقَبَّلَا - لَا يَتَقَبَّلَا - لَا تَتَقَبَّلَا - لَا تَتَقَبَّلَا - لَا تَتَقَبَّلَنَّ

سلسلة النهي المجهول

لَا يَتَقَبَّلَنَّ - لَا يَتَقَبَّلَانِ - لَا تَتَقَبَّلَنَّ - لَا تَتَقَبَّلَانِ - لَا أَتَقَبَّلَنَّ
لَا يَتَقَبَّلُوا - لَا يَتَقَبَّلْنَ - لَا تَتَقَبَّلُوا - لَا تَتَقَبَّلْنَ - لَا تَتَقَبَّلَنَّ
لَا يَتَقَبَّلَا - لَا يَتَقَبَّلَا - لَا تَتَقَبَّلَا - لَا تَتَقَبَّلَا - لَا تَتَقَبَّلَنَّ

سلسلة اسم الفاعل

مَتَقَبَّلٌ - مَتَقَبَّلَانِ - مَتَقَبَّلُونَ - مَتَقَبِّلَةٌ - مَتَقَبِّلَتَانِ - مَتَقَبِّلَاتُ

سلسلة اسم المفعول

مُتَقَبِّلٌ - مُتَقَبِّلَانِ - مُتَقَبِّلُونَ - مُتَقَبِّلَةٌ - مُتَقَبِّلَتَانِ - مُتَقَبِّلَاتٌ

অনুশীলনী

১। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থসহ পরিচয় বলো।

عَلَّمْنَا - لِيُجَاهِدُوا - لَنْ يَنْصَرِفَنَّ - تَبَعَثَ - قُوتِلُوا - اقْتَرَيْنَ - كَانُوا
يَسْتَعْمِلُونَ - لِيَسْلُمْنَاهُ - مَتَعَلَّمَاتٌ - اخْمَرُونَ - مَتَسَرِّبَاتٌ - لِيَعْلَمُوا -
أَسْتَقْبِلْتُمْ - لَا يَنْزِلُوا - تُدَخِّرُ - يَتَدَخَّرُجَن - لِيَتَشَاوَرَنَّ - لَمْ يَنْهَزِمَا -
مُتَصَدِّقَاتٌ - لَا يَجْتَمِعَنَّ - لِيَسْتَخْرِجَنَّ - اسْتَخْرَجْنَا - لَا يَقَاتِلَنَّ - مُخْرَجُونَ -
كُنْتُ تَطْعَمَنَّ - لَتَسْرَبَنَّ - لَنْ تَقْتَرِبَا - سُرِبْتُمْ .

২। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য, إفعال, تفعیل, افتعال, استفعال, ৩।

بলো। صيغة করে একটি থেকে فعللة

مضارع مجهول، جمع مؤنث غائب

لام التوكيد مع النون في المضارع المعروف، واحد مذكر حاضر

الماضي المنفي بلم في المضارع، تثنية مذكر غائب

النهي المجهول، واحد مؤنث حاضر

النفي المؤكد بلم في المستقبل، تثنية مؤنث غائب

الأمر المجهول، جمع مؤنث حاضر

الماضي الاستمراري، جمع متكلم

৩। অতি দ্রুত আরবী বলো।

তোমাদেরকে কিছুতেই পাঠানো হবে না। তারা দু'জন শিখুক। তোমরা অবশ্যই ব্যবহার করবে। কয়েকজন লোক যাদেরকে ডুবানো হয়েছে। তোমরা কুলি করো। তাদের বিরুদ্ধে যেন লড়াই না করা হয়। তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছে। সে প্রকম্পিত হবে। তোমরা লাল হয়েছে। তারা শুভ হয়েছে। তারা পরস্পর পরামর্শ করে না। তোমাদের দু'জনকে স্বাগত জানানো হবে না।

৪। নীচের প্রতিটি মাহ্‌দার থেকে পূর্ণাংগ অفعال মুখস্থ বলো

التَّصْدِيقُ - المَحَارَبَةُ - الإِسْطِطَامُ - الرِّزْلَةُ - التَّزْلُزْلُ - المَحَاصِرَةُ - التَّدْخُرُجُ
- الرِّزْقَةُ - التَّقَبُّلُ - الإِنْهَازُ - الإِطْعَامُ - التَّخْرِيكُ - الإِمْتِحَانُ -

بيان الأفعال المعتلة من الثلاثي المزيد

উত্তর দেয়া বাবে ইফ'আল (أَجَوَفُ الْوَاوِ)

سلسلة الماضي المطلق المعروف

أَجَابَ - أَجَابَتْ - أَجَبْتُ - أَجَبْتَ - أَجَبْتُ

أَجَابُوا - أَجَبْنَا - أَجَبْتُمْ - أَجَبْتُمْ - أَجَبْنَا

أَجَابَا - أَجَابَتَا - أَجَبْتُمَا - أَجَبْتُمَا - أَجَبْنَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

أُجِيبَ - أُجِيبَتْ - أُجِيبْتُ - أُجِيبْتَ - أُجِيبْتُ

أُجِيبُوا - أُجِيبْنَا - أُجِيبْتُمْ - أُجِيبْتُمْ - أُجِيبْنَا

أُجِيبَا - أُجِيبَتَا - أُجِيبْتُمَا - أُجِيبْتُمَا - أُجِيبْنَا

سلسلة المضارع المعروف

يُجِيبُ - يُجِيبُ - يُجِيبُ - يُجِيبُ - يُجِيبُ

يُجِيبُونَ - يُجِيبُونَ - يُجِيبُونَ - يُجِيبُونَ - يُجِيبُونَ

يُجِيبَانِ - يُجِيبَانِ - يُجِيبَانِ - يُجِيبَانِ - يُجِيبَانِ

سلسلة المضارع المجهول

يُجَابُ - تُجَابُ - مُجَابٌ - تُجَابِينَ - أَجَابُ
يُجَابُونَ - يُجَابْنَ - مُجَابُونَ - مُجَابْنَ - مُجَابُ
يُجَابَانِ - مُجَابَانِ - مُجَابَانِ - مُجَابَانِ - مُجَابُ

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لم يُجِبْ - لم تُجِبْ - لم تُجِبْ - لم تُجِبِي - لم أَجِبْ
لم يُجِيبُوا - لم يُجِبنَ - لم تُجِيبُوا - لم تُجِبنَ - لم تُجِبْ
لم يُجِيبَا - لم تُجِيبَا - لم تُجِيبَا - لم تُجِيبَا - لم تُجِبْ

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لم يُجِبْ - لم تُجِبْ - لم تُجِبْ - لم تُجِبي - لم أَجِبْ
لم يُجَابُوا - لم يُجَابْنَ - لم تُجَابُوا - لم تُجَابْنَ - لم تُجِبْ
لم يُجَابَا - لم تُجَابَا - لم تُجَابَا - لم تُجَابَا - لم تُجِبْ

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لن يُجِبْ - لن تُجِبْ - لن تُجِبْ - لن تُجِبي - لن أَجِبْ
لن يُجِيبُوا - لن يُجِبنَ - لن تُجِيبُوا - لن تُجِبنَ - لن تُجِبْ
لن يُجِيبَا - لن تُجِيبَا - لن تُجِيبَا - لن تُجِيبَا - لن تُجِبْ

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُجَابْ - لن تُجَابْ - لن تُجَابْ - لن تُجَابِي - لن أَجَابْ

لن يُجَابُوا - لن يُجَبْنَ - لن تُجَابُوا - لن تُجَبْنَ - لن نُجَابَ
لن يُجَابَا - لن تُجَابَا - لن تُجَابَا - لن نُجَابَ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ - لَأُجَبِّنَنَّ
لَيُجَبِّنَنَّ - لَيُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ
لَيُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ - لَتُجَبِّنَنَّ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ - لَأُجَابِنَنَّ
لَيُجَابِنَنَّ - لَيُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ
لَيُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ - لَتُجَابِنَنَّ

سلسلة الأمر المعروف

لِيُجَبِّ - لَتُجَبِّ - أَجِبْ - أَجِبْنِي - لِأُجِبْ
لِيُجَبِّنُوا - لَيُجَبِّنْ - أَجِيبُوا - أَجِبْنِ - لِأُجِبْ
لِيُجَبِّنَا - لَتُجَبِّنَا - أَجِيبَا - أَجِيبَا - لِأُجِبْ

سلسلة الأمر المجهول

لِيُجَبِّ - لَتُجَبِّ - لَتُجَبِّ - لَتُجَابِنِي - لِأُجَبِّ
لِيُجَابُوا - لَيُجَبِّنْ - لَتُجَابُوا - لَتُجَبِّنْ - لِأُجَبِّ
لِيُجَابَا - لَتُجَابَا - لَتُجَابَا - لَتُجَابَا - لِأُجَبِّ

سلسلة النهي المعروف

لا يُحِبُّ - لا تُحِبُّ - لا تُحِبُّ - لا تُحِبُّ - لا أُحِبُّ
 لا يُحِبُّوا - لا يُحِبُّنَّ - لا تُحِبُّوا - لا تُحِبُّنَّ - لا تُحِبُّ
 لا يُحِبُّا - لا تُحِبُّا - لا تُحِبُّا - لا تُحِبُّا - لا تُحِبُّ

سلسلة النهي المجهول

لا يُحِبُّ - لا تُحِبُّ - لا تُحِبُّ - لا تُحِبُّ - لا أُحِبُّ
 لا يُحِبُّوا - لا يُحِبُّنَّ - لا تُحِبُّوا - لا تُحِبُّنَّ - لا تُحِبُّ
 لا يُحِبُّا - لا تُحِبُّا - لا تُحِبُّا - لا تُحِبُّا - لا تُحِبُّ

سلسلة اسم الفاعل

مُحِبٌّ - مُحِبِّانٍ - مُحِبِّونَ - مُحِبَّةٌ - مُحِبَّاتَانِ - مُحِبَّاتٌ

سلسلة اسم المفعول

مُحَابَّ - مُحَابَّانٍ - مُحَابِّونَ - مُحَابَّةٌ - مُحَابَّاتَانِ - مُحَابَّاتٌ

بيان التعليلات

এগুলো বাবে ইফعال এর মাছদার। সুতরাং এগুলোর মূলরূপ হলো যথাক্রমে
 إجاباً، إقواماً، إطيّاراً، إنبالاً

এখানে ওয়াও-ইয়ার হরকতকে পূর্বের সাকিন হরফে দেয়া হয়েছে এবং হরকতটি ফাতহা হওয়ার কারণে ওয়াও-ইয়াকে اَل্ফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। এরপর দুই সাকিনের মিলনে হরফে ইল্লত আলিফ পড়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে শেষে ى যোগ করা হয়েছে।

এভাবে اِجَابًا থেকে اِجَابًا এবং তা থেকে اِجَابًا এবং তা থেকে اِجَابَةً হয়েছে। অদ্রপ اِطَارًا থেকে اِطَارًا এবং তা থেকে اِطَارًا এবং তা থেকে اِطَارَةً হয়েছে।

এবার তুমি নিজে اِثْبَاتُ و اِثْبَاتُ মাছদার দুটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

বাবে اِثْبَاتُ ও اِثْبَاتُ সম্পর্কেও একই কথা।

اِثْبَاتُ অদ্রপ اِثْبَاتُ ও اِثْبَاتُ ফেয়েলদুটির মূলরূপ ছিলো اِثْبَاتُ ও اِثْبَاتُ - আশা করি তুমি নিজেই এগুলোর রূপান্তর বিশ্লেষণ করতে পারবে।

বাবে اِثْبَاتُ ও اِثْبَاتُ সম্পর্কেও একই কথা।

مُجَوِّبٌ (عَلَى وَزْنِ مُفْعِلٍ) এর মূল রূপ হলো

নিয়ম অনুযায়ী ওয়াওয়ের হরকত কাসরাহকে পূর্বের সাকিন হরফে দেয়া হয়েছে। ফলে مُجَوِّبٌ হয়েছে।

ছারফশাস্ত্রের আরেকটি নিয়ম এই যে, কাসরাহর পর ওয়াও সাধারণত ইয়া হয়ে যায়। এই নিয়মে مُجَوِّبٌ থেকে مُجَوِّبٌ হয়েছে।

مُزَانٌ - مُفْعَالٌ অর্থ পরিমাপ-যন্ত্র। এটি اِسْمُ اِلَالَةٍ এর শব্দ-মাপ হলো مُزَانٌ হরফ হচ্ছে (و-ز-ن) সুতরাং শব্দটির মূল রূপ হলো مُزَانٌ

এবার তুমি শব্দটির তালীল বা রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

اِثْبَاتُ অর্থ প্রজ্বলিত করা। এটি বাবে اِثْبَاتُ এর মাছদার। মূল হরফ হলো (و-ق-د)

এখন তুমি নিজে শব্দটির মূল রূপ নির্ণয়পূর্বক রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

يُجَوِّبُ বা শব্দ-মাপ হিসাবে يُجَوِّبُ এর মূল রূপ হলো يُجَوِّبُ

مُجِبُّ এর আলোকে ফেয়েলটির তালীল করো।

يُسَبِّلُ এর মূল রূপ হলো يَبْنِجُ এখানে يَبْنِجُ এর আলোকে তালীল হয়েছে।

يُجِبُّ ফেয়েলটির মূল রূপ হলো يُجَوِّنُ - নিয়ম অনুযায়ী ওয়াওয়ের হারকাত কাসরাকে পূর্বের সাকিন হরফে দেয়ার কারণে يُجَوِّنُ হয়েছে। এরপর কাসরা-পরবর্তী ওয়াওকে ي় দ্বারা বদল করার কারণে يُجَبِّنُ হয়েছে। এরপর দুই সাকিনের মিলনে ي় পড়ে গিয়ে يُجِبِّنُ হয়েছে। (অবশ্য তালীলের দ্বিতীয় ধাপে দুই সাকিনের মিলনবশত واو কে ফেলে দেয়া যায়।)

প্রশ্নমালা

১। مَادَّةُ ارَادَةُ মাছদারের مَادَّةُ বা মূল হরফ কি? এবং কোন কোন নিয়মের ভিত্তিতে তাতে تَعْلِيل হয়েছে।

২। اَلْنَا لَهُ الْحَدِيْدَ আয়াতস্থ ফেয়েলটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

৩। اَيُّرِثُوْنَ دِمَاءَ صُدُوْرِهِمْ لِاِغْلَاۗءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ এ বাক্যের ফেয়েলটিতে তালীল বা রূপান্তরের সূত্র কি?

৪। اَعْيَدَ الْحَقُّ اِلٰى اَهْلِهِ এখানে ফেয়েলটির মূল রূপ কি ছিলো? এবং তাতে কয় ধাপে রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে?

৫। سَيَقَامُ النَّاسُ اٰمَامَ رَبِّهِمْ এখানে ফেয়েলটির রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রথমে কোন নিয়ম এবং দ্বিতীয় ধাপে কোন নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে?

৬। مَنَارٌ وَمُنِيرٌ শব্দদুটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

(ناقص الياء) ফেলে দেয়া, বাবে ইফ'আল

سلسلة الماضي المطلق المعروف

أَلْقَى - أَلْقَتْ - أَلْقَيْتَ - أَلْقَيْتَ

أَلْقَوْا - أَلْقَيْنَ - أَلْقَيْتُمْ - أَلْقَيْتُنَّ

أَلْقِيَا - أَلْقَا - أَلْقَيْتُمَا - أَلْقَيْتُمَا - أَلْقَيْنَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

أَلْقَى - أَلْقَيْتَ - أَلْقَيْتُ - أَلْقَيْتَ - أَلْقَيْتُ
أَلْقُوا - أَلْقَيْنَ - أَلْقَيْتُمْ - أَلْقَيْنَ - أَلْقَيْنَا
أَلْقِيَا - أَلْقَيْتَا - أَلْقَيْتُمَا - أَلْقَيْتُمَا - أَلْقَيْنَا

سلسلة المضارع المطلق المعروف

يُلْقِي - تُلْقِي - تُلْقِي - تُلْقِي - تُلْقِي
يُلْقُونَ - يُلْقِينَ - يُلْقُونَ - يُلْقِينَ - يُلْقِي
يُلْقِيَانِ - يُلْقِيَانِ - يُلْقِيَانِ - يُلْقِيَانِ - يُلْقِي

سلسلة المضارع المطلق المجهول

يُلْقِي - تُلْقِي - تُلْقِي - تُلْقِي - تُلْقِي
يُلْقُونَ - يُلْقِينَ - يُلْقُونَ - يُلْقِينَ - يُلْقِي
يُلْقِيَانِ - يُلْقِيَانِ - يُلْقِيَانِ - يُلْقِيَانِ - يُلْقِي

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لَمْ يُلْقِ - لَمْ يُلْقِ - لَمْ يُلْقِ - لَمْ يُلْقِ - لَمْ يُلْقِ
لَمْ يُلْقُوا - لَمْ يُلْقِينَ - لَمْ يُلْقُوا - لَمْ يُلْقِينَ - لَمْ يُلْقِ
لَمْ يُلْقِيَا - لَمْ يُلْقِيَا - لَمْ يُلْقِيَا - لَمْ يُلْقِيَا - لَمْ يُلْقِ

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لَمْ يُلْقِ - لَمْ يُلْقِ - لَمْ يُلْقِ - لَمْ يُلْقِ - لَمْ يُلْقِ
لَمْ يُلْقُوا - لَمْ يُلْقِينَ - لَمْ يُلْقُوا - لَمْ يُلْقِينَ - لَمْ يُلْقِ
لَمْ يُلْقِيَا - لَمْ يُلْقِيَا - لَمْ يُلْقِيَا - لَمْ يُلْقِيَا - لَمْ يُلْقِ

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لن يُلقِي - لن تُلقِي - لن تُلقِي - لن تُلقِي - لن يُلقِي
لن يُلقُوا - لن يُلقِينَ - لن تُلقُوا - لن تُلقِينَ - لن تُلقِي
لن يُلقِيَا - لن تُلقِيَا - لن تُلقِيَا - لن تُلقِيَا - لن تُلقِي

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُلقِي - لن تُلقِي - لن تُلقِي - لن تُلقِي - لن يُلقِي
لن يُلقُوا - لن يُلقِينَ - لن تُلقُوا - لن تُلقِينَ - لن تُلقِي
لن يُلقِيَا - لن تُلقِيَا - لن تُلقِيَا - لن تُلقِيَا - لن تُلقِي

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَأُلقِيَنَّ
لَيُلقِيَنَّ - لَيُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ
لَيُلقِيَانَّ - لَتُلقِيَانَّ - لَتُلقِيَانَّ - لَتُلقِيَانَّ - لَتُلقِيَانَّ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَأُلقِيَنَّ
لَيُلقِيَنَّ - لَيُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ - لَتُلقِيَنَّ
لَيُلقِيَانَّ - لَتُلقِيَانَّ - لَتُلقِيَانَّ - لَتُلقِيَانَّ - لَتُلقِيَانَّ

سلسلة الأمر المعروف

لِلقِ - لِلقِ - ألْقِ - ألْقِ - ألْقِ - ألْقِ
لِلقُوا - لِلقِينَ - ألْقُوا - ألْقِينَ - ألْقِ - ألْقِ
لِلقِيَا - لِلقِيَا - ألْقِيَا - ألْقِيَا - ألْقِ - ألْقِ

سلسلة الأمر المجهول

لِيَلَقْ - لِيَلَقْ - لِيَلَقْ - لِيَلَقْ - لِيَلَقْ
 لِيَلَقُوا - لِيَلَقِينَ - لِيَلَقُوا - لِيَلَقِينَ - لِيَلَقُوا
 لِيَلَقِيَا - لِيَلَقِيَا - لِيَلَقِيَا - لِيَلَقِيَا - لِيَلَقُوا

سلسلة النهي المعروف

لَا يَلَقْ - لَا يَلَقْ - لَا يَلَقْ - لَا يَلَقْ - لَا يَلَقْ
 لَا يَلَقُوا - لَا يَلَقِينَ - لَا يَلَقُوا - لَا يَلَقِينَ - لَا يَلَقُوا
 لَا يَلَقِيَا - لَا يَلَقِيَا - لَا يَلَقِيَا - لَا يَلَقِيَا - لَا يَلَقُوا

سلسلة النهي المجهول

لَا يَلَقْ - لَا يَلَقْ - لَا يَلَقْ - لَا يَلَقْ - لَا يَلَقْ
 لَا يَلَقُوا - لَا يَلَقِينَ - لَا يَلَقُوا - لَا يَلَقِينَ - لَا يَلَقُوا
 لَا يَلَقِيَا - لَا يَلَقِيَا - لَا يَلَقِيَا - لَا يَلَقِيَا - لَا يَلَقُوا

سلسلة اسم الفاعل

مُلَقٍّ - مُلَقِيَانِ - مُلَقُونٌ - مُلَقِيَةٌ - مُلَقِيَتَانِ - مُلَقِيَاتٌ

سلسلة اسم المفعول

مُلَقًى - مُلَقِيَانِ - مُلَقُونٌ - مُلَقَاءٌ - مُلَقَاتَانِ - مُلَقِيَاتٌ

নাম রাখা, বাবে তাফ'ঈল (ناقص الواو) التَّسْمِيَّةُ

سلسلة الماضي المطلق المعروف

سَمَّى - سَمَّى - سَمَّى - سَمَّى - سَمَّى

سَمَوْا - سَمَيْنَ - سَمَيْتُمْ - سَمَيْتُمْ - سَمَيْنَا
 سَمَيَا - سَمَتَا - سَمَيْتُمَا - سَمَيْتُمَا - سَمَيْنَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

سَمِيَ - سَمَيْتَ - سَمَيْتَ - سَمَيْتَ - سَمَيْتَ
 سَمُوا - سَمَيْنَ - سَمَيْتُمْ - سَمَيْتُمْ - سَمَيْنَا
 سَمَيَا - سَمَتَا - سَمَيْتُمَا - سَمَيْتُمَا - سَمَيْنَا

سلسلة المضارع المطلق المعروف

يُسَمِّي - يُسَمِّي - يُسَمِّي - يُسَمِّي - يُسَمِّي
 يُسَمُّونَ - يُسَمِّنَ - يُسَمِّنُونَ - يُسَمِّنُونَ - يُسَمِّنُونَ
 يُسَمِّيَانِ - يُسَمِّيَانِ - يُسَمِّيَانِ - يُسَمِّيَانِ - يُسَمِّيَانِ

سلسلة المضارع المطلق المجهول

يُسَمَّى - يُسَمَّى - يُسَمَّى - يُسَمَّى - يُسَمَّى
 يُسَمُّونَ - يُسَمِّنَ - يُسَمِّنُونَ - يُسَمِّنُونَ - يُسَمِّنُونَ
 يُسَمِّيَانِ - يُسَمِّيَانِ - يُسَمِّيَانِ - يُسَمِّيَانِ - يُسَمِّيَانِ

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لَمْ يُسَمِّ - لَمْ يُسَمِّ - لَمْ يُسَمِّ - لَمْ يُسَمِّ - لَمْ يُسَمِّ
 لَمْ يُسَمُّوا - لَمْ يُسَمِّنَ - لَمْ يُسَمِّنُوا - لَمْ يُسَمِّنَ - لَمْ يُسَمِّنَ
 لَمْ يُسَمِّيَا - لَمْ يُسَمِّيَا - لَمْ يُسَمِّيَا - لَمْ يُسَمِّيَا - لَمْ يُسَمِّيَا

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لَمْ يُسَمِّ - لَمْ يُسَمِّ - لَمْ يُسَمِّ - لَمْ يُسَمِّ - لَمْ يُسَمِّ
 لَمْ يُسَمُّوا - لَمْ يُسَمِّنَ - لَمْ يُسَمِّنُوا - لَمْ يُسَمِّنَ - لَمْ يُسَمِّنَ
 لَمْ يُسَمِّيَا - لَمْ يُسَمِّيَا - لَمْ يُسَمِّيَا - لَمْ يُسَمِّيَا - لَمْ يُسَمِّيَا

لَمْ يُسَمِّيًا - لَمْ تُسَمِّيًا - لَمْ تُسَمِّيًا - لَمْ تُسَمِّيًا - لَمْ تُسَمِّيًا

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لَنْ يُسَمِّيَ - لَنْ تُسَمِّيَ - لَنْ تُسَمِّيَ - لَنْ تُسَمِّيَ - لَنْ أُسَمِّيَ
لَنْ يُسَمُّوا - لَنْ يُسَمِّنَ - لَنْ تُسَمُّوا - لَنْ تُسَمِّنَ - لَنْ تُسَمِّيَ
لَنْ يُسَمِّيًا - لَنْ تُسَمِّيًا - لَنْ تُسَمِّيًا - لَنْ تُسَمِّيًا - لَنْ تُسَمِّيَ

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لَنْ يُسَمِّيَ - لَنْ تُسَمِّيَ - لَنْ تُسَمِّيَ - لَنْ تُسَمِّيَ - لَنْ أُسَمِّيَ
لَنْ يُسَمُّوا - لَنْ يُسَمِّنَ - لَنْ تُسَمُّوا - لَنْ تُسَمِّنَ - لَنْ تُسَمِّيَ
لَنْ يُسَمِّيًا - لَنْ تُسَمِّيًا - لَنْ تُسَمِّيًا - لَنْ تُسَمِّيًا - لَنْ تُسَمِّيَ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَ
لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَانِ - لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَانِ - لَيُسَمِّنَ
لَيُسَمِّيانَ - لَيُسَمِّيانَ - لَيُسَمِّيانَ - لَيُسَمِّيانَ - لَيُسَمِّنَ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَ
لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَانِ - لَيُسَمِّنَ - لَيُسَمِّنَانِ - لَيُسَمِّنَ
لَيُسَمِّيانَ - لَيُسَمِّيانَ - لَيُسَمِّيانَ - لَيُسَمِّيانَ - لَيُسَمِّنَ

سلسلة الأمر المعروف

لِيُسَمِّ - لِيُسَمِّ - سَمِّ - سَمِّ - لِيُسَمِّ
لِيُسَمُّوا - لِيُسَمِّنَ - سَمُّوا - سَمِّنَ - لِيُسَمِّ
لِيُسَمِّيًا - لِيُسَمِّيًا - سَمِّيًا - سَمِّيًا - لِيُسَمِّ

سلسلة الأمر المجهول

لِيُسَمِّ - لِيُسَمِّ - لِيُسَمِّ - لِيُسَمِّ - لِيُسَمِّ
لِيُسَمِّوا - لِيُسَمِّينَ - لِيُسَمِّوا - لِيُسَمِّينَ - لِيُسَمِّوا
لِيُسَمِّيا - لِيُسَمِّيا - لِيُسَمِّيا - لِيُسَمِّيا - لِيُسَمِّوا

سلسلة النهي المعروف

لا يُسَمِّ - لا تُسَمِّ - لا تُسَمِّ - لا تُسَمِّ - لا أُسَمِّ
لا يُسَمِّوا - لا يُسَمِّينَ - لا تُسَمِّوا - لا تُسَمِّينَ - لا تُسَمِّوا
لا يُسَمِّيا - لا تُسَمِّيا - لا تُسَمِّيا - لا تُسَمِّيا - لا تُسَمِّوا

سلسلة النهي المجهول

لا يُسَمِّ - لا تُسَمِّ - لا تُسَمِّ - لا تُسَمِّ - لا أُسَمِّ
لا يُسَمِّوا - لا يُسَمِّينَ - لا تُسَمِّوا - لا تُسَمِّينَ - لا تُسَمِّوا
لا يُسَمِّيا - لا تُسَمِّيا - لا تُسَمِّيا - لا تُسَمِّيا - لا تُسَمِّوا

سلسلة اسم الفاعل

مُسَمِّ - مُسَمِّانَ - مُسَمِّونَ - مُسَمِّةٌ - مُسَمِّتانِ - مُسَمِّاتٌ

سلسلة اسم المفعول

مُسَمَّى - مُسَمَّيانَ - مُسَمَّونَ - مُسَمَّاةٌ - مُسَمَّاتانِ - مُسَمَّياتٌ

الإشتراء (ناقِصُ الياءِ) ক্রয় করা, বাবে ইফতি'আল

سلسلة الماضي المطلق المعروف

اِشْتَرَيْ - اِشْتَرَتْ - اِشْتَرَيْتَ - اِشْتَرَيْتَ - اِشْتَرَيْتَ

اَشْتَرَوْا - اَشْتَرَيْنِ - اَشْتَرْتُمْ - اَشْتَرْتُنَّ - اَشْتَرْنَا
اَشْتَرَيَا - اَشْتَرْتَا - اَشْتَرْتُمَا - اَشْتَرْتُمَا - اَشْتَرْنَا

سلسلة الماضي المطلق المجهول

اَشْتَرِي - اَشْتَرِيَتْ - اَشْتَرِيَتْ - اَشْتَرِيَتْ - اَشْتَرِيَتْ
اَشْتَرُوا - اَشْتَرَيْنِ - اَشْتَرْتُمْ - اَشْتَرْتُنَّ - اَشْتَرْنَا
اَشْتَرَيَا - اَشْتَرْتَا - اَشْتَرْتُمَا - اَشْتَرْتُمَا - اَشْتَرْنَا

سلسلة المضارع المطلق المعروف

يَشْتَرِي - تَشْتَرِي - تَشْتَرِي - تَشْتَرِي - تَشْتَرِي
يَشْتَرُونَ - يَشْتَرَيْنِ - يَشْتَرُونَ - يَشْتَرُونَ - يَشْتَرِي
يَشْتَرِيَانِ - تَشْتَرِيَانِ - تَشْتَرِيَانِ - تَشْتَرِيَانِ - تَشْتَرِي

سلسلة المضارع المطلق المجهول

يُشْتَرِي - تُشْتَرِي - تُشْتَرِي - تُشْتَرِي - تُشْتَرِي
يُشْتَرُوا - يُشْتَرَيْنِ - يُشْتَرُوا - يُشْتَرِيَانِ - يُشْتَرِي
يُشْتَرِيَانِ - تُشْتَرِيَانِ - تُشْتَرِيَانِ - تُشْتَرِيَانِ - تُشْتَرِي

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لَمْ يَشْتَرِ - لَمْ تَشْتَرِ - لَمْ تَشْتَرِ - لَمْ تَشْتَرِي - لَمْ أَشْتَرِ
لَمْ يَشْتَرُوا - لَمْ يَشْتَرَيْنِ - لَمْ تَشْتَرُوا - لَمْ تَشْتَرَيْنِ - لَمْ نَشْتَرِ
لَمْ يَشْتَرِيَا - لَمْ تَشْتَرِيَا - لَمْ تَشْتَرِيَا - لَمْ تَشْتَرِيَا - لَمْ نَشْتَرِ

سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لَمْ يُشْتَرِ - لَمْ تُشْتَرِ - لَمْ تُشْتَرِ - لَمْ تُشْتَرِي - لَمْ أُشْتَرِ
لَمْ يُشْتَرُوا - لَمْ يُشْتَرَيْنِ - لَمْ تَشْتَرُوا - لَمْ تَشْتَرَيْنِ - لَمْ نَشْتَرِ

لَمْ يَشْتَرِيَا - لَمْ تُشْتَرِيَا - لَمْ تَشْتَرِيَا - لَمْ نَشْتَرِ

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لَنْ يَشْتَرِيَ - لَنْ تُشْتَرِيَ - لَنْ تَشْتَرِيَ - لَنْ أَشْتَرِيَ
لَنْ يَشْتَرُوا - لَنْ يَشْتَرِينَ - لَنْ تَشْتَرُوا - لَنْ تَشْتَرِينَ - لَنْ نَشْتَرِيَ
لَنْ يَشْتَرِيَا - لَنْ تَشْتَرِيَا - لَنْ تَشْتَرِيَا - لَنْ نَشْتَرِيَ

سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لَنْ يُشْتَرِيَ - لَنْ تُشْتَرِيَ - لَنْ تُشْتَرِيَ - لَنْ أُشْتَرِيَ
لَنْ يُشْتَرُوا - لَنْ يُشْتَرِينَ - لَنْ تُشْتَرُوا - لَنْ تُشْتَرِينَ - لَنْ نُشْتَرِيَ
لَنْ يُشْتَرِيَا - لَنْ تُشْتَرِيَا - لَنْ تُشْتَرِيَا - لَنْ نُشْتَرِيَ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيُشْتَرِينَ - لَتُشْتَرِينَ - لَتُشْتَرِينَ - لَأُشْتَرِينَ
لَيُشْتَرُونَ - لَيُشْتَرِينَ - لَتُشْتَرُونَ - لَتُشْتَرِينَ - لَنُشْتَرِينَ
لَيُشْتَرِيَانِ - لَتُشْتَرِيَانِ - لَتُشْتَرِيَانِ - لَنُشْتَرِينَ

سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُشْتَرِينَ - لَتُشْتَرِينَ - لَتُشْتَرِينَ - لَأُشْتَرِينَ
لَيُشْتَرُونَ - لَيُشْتَرِينَ - لَتُشْتَرُونَ - لَتُشْتَرِينَ - لَنُشْتَرِينَ
لَيُشْتَرِيَانِ - لَتُشْتَرِيَانِ - لَتُشْتَرِيَانِ - لَنُشْتَرِينَ

سلسلة الأهر المعروف

لَيُشْتَرِ - لَتُشْتَرِ - اِشْتَرِ - اِشْتَرِي - لَأُشْتَرِ
لَيُشْتَرُوا - لَيُشْتَرِينَ - اِشْتَرُوا - اِشْتَرِينَ - لَنُشْتَرِ
لَيُشْتَرِيَا - لَتُشْتَرِيَا - اِشْتَرِيَا - اِشْتَرِيَا - لَنُشْتَرِ

سلسلة الأمر المجهول

لِيُشْتَرِ - لِيُشْتَرِ - لِيُشْتَرِ - لِيُشْتَرِ - لِيُشْتَرِ
لِيُشْتَرُوا - لِيُشْتَرَيْنِ - لِيُشْتَرُوا - لِيُشْتَرَيْنِ - لِيُشْتَرِ
لِيُشْتَرِيَا - لِيُشْتَرِيَا - لِيُشْتَرِيَا - لِيُشْتَرِيَا - لِيُشْتَرِ

سلسلة النهي المعروف

لَا يَشْتَرِ - لَا يَشْتَرِ - لَا يَشْتَرِ - لَا يَشْتَرِ - لَا يَشْتَرِ
لَا يَشْتَرُوا - لَا يَشْتَرَيْنِ - لَا يَشْتَرُوا - لَا يَشْتَرَيْنِ - لَا يَشْتَرِ
لَا يَشْتَرِيَا - لَا يَشْتَرِيَا - لَا يَشْتَرِيَا - لَا يَشْتَرِيَا - لَا يَشْتَرِ

سلسلة النهي المجهول

لَا يُشْتَرِ - لَا يُشْتَرِ - لَا يُشْتَرِ - لَا يُشْتَرِ - لَا يُشْتَرِ
لَا يُشْتَرُوا - لَا يُشْتَرَيْنِ - لَا يُشْتَرُوا - لَا يُشْتَرَيْنِ - لَا يُشْتَرِ
لَا يُشْتَرِيَا - لَا يُشْتَرِيَا - لَا يُشْتَرِيَا - لَا يُشْتَرِيَا - لَا يُشْتَرِ

سلسلة اسم الفاعل

مُشْتَرٍ - مُشْتَرِيَانِ - مُشْتَرُونَ - مُشْتَرِيَةٌ - مُشْتَرَتَانِ - مُشْتَرَاتٌ

سلسلة اسم المفعول

مُشْتَرَى - مُشْتَرِيَانِ - مُشْتَرُونَ - مُشْتَرَاءٌ - مُشْتَرَاتَانِ - مُشْتَرَاتٌ

অনুশীলনী

১। নীচের মাছদারগুলো থেকে পূর্ণ অفعال মখস্থ করো।

الإخفاء - الانتهااء - الإبقاء - الاصطفاء - التربية - الإرضاء

২। অর্থসহ নীচের صيغة গুলোর পরিচয় বলো।

أَخَفْتُ - يُسَمُّونَ - مُمْلَنٍ - مُشْتَرَى - مُشْتَرٍ - أَرْضَيْتُمْ - لَيَقَيْنَ - لَيَلَقَيْنَانِ
يُرِيُونَ - أَبَقْتُ - يَصْطَفِينِ - أَبَقُوا - لَنْ يُرْضُوا - لَمْ تُخَفْنِي - لَتَرَيْنِ - مُرَضٍ

৩। আরবীতে বলো -

তুমি অতি অবশ্যই প্রতিপালন করবে। আমরা সন্তুষ্ট করেছি। তোমরা দুজন গোপন করতে। শেষ হয়নি। তারা দু'জন খরিদ করবে না। সে অতি অবশ্যই অবশিষ্ট রাখবে। একজন সন্তুষ্টকারী। তাদের দু'জনের নাম রাখা হয়েছে। তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। যাদেরকে সন্তুষ্ট করা হয়।

৪। অর্থসহ নীচের صيغة গুলোর পরিচয় বলো।

سُقُوا - لَأَذْبَحَنَّ - رَضِيَا - اِزْمُوا - كُنْتُمْ تَحْفَظُونَ - لِيَذُوقُوا - لِيَذُوقَنَّ - نَامَ
سَيَقَتْ - سَقَتْ - اَبْتَلُوا - لَمْ يَرْمَيْنِ - لِيَفْهَمَنَّ - اَمَاتَ - يُقِيمُونَ - يَشْتَقْنَ
رَتَوْا - اَيَّنَ - لَتَرْضَيْنَ - مُرَضِيَا - مُبْكِيَانِ - سَاقُونَ - اَعْبَدَا -

৫। আরবীতে বলো-

আমাকে ডাকা হয়েছে। তুমি টেনে নিতে। তারা দু'জন অতি অবশ্যই প্রতিপালন করবে। তোমরা লম্বা করো না। যাদেরকে কাঁদানো হয়। আমাকে যেন পাঠানো হয়। তোমাদেরকে কাঁদানো না হোক। তোমরা দু'জন নিষ্ফেপ করো। হাসছে এমন কয়েকজন পুরুষ।

৬। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য উপরের মাছদারগুলো থেকে একটি করে ফেয়েল বলো।

(১) لام التوكيد مع نون التوكيد في المستقبل المجهول، جمع متكلم

(২) الماضي المطلق المعروف، واحد مؤنث غائب

(৩) النهي المعروف، جمع مؤنث غائب

(৪) الأمر المجهول، واحد مذكر غائب

بيان التعليلات

ফেয়েল দু'টির مادة বা শব্দমূল হলো যথাক্রমে - اِشْتَرَى - اَلْقَى

সূত্রাং اَلْقَى (শ - র - য) ও (ল - ক - য)

اِشْتَرَيْ (عَلَى وَزْنٍ - اِشْتَرَيْ এর মূল রূপ হলো - اِشْتَرَيْ (عَلَى وَزْنٍ) এবং اِشْتَرَيْ (عَلَى وَزْنٍ) এর মূল রূপ হলো - اِشْتَرَيْ (عَلَى وَزْنٍ)।
 (اِشْتَرَيْ - এখানে ফাতহার পর মুতাহাররিক ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে।

এবং (ر - ض - و) অর্জু ফেয়েল দুটির শব্দমূল হলো (ر - ض - و) এবং (س - م - و) সুতরাং ফেয়েল দুটির মূল রূপ হলো (س - م - و) -
 এখানে ফাতহার পর চতুর্থ বা তার পরবর্তী স্থানের ওয়াও- এর নিয়ম অনুযায়ী
 سَمَوْ اَرَضَوْ থেকে প্রথমে ياء দ্বারা, অতঃপর اَلْف দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে سَمَوْ ও اَرَضَوْ থেকে اَرَضَيْ ও اَرَضَيْ হয়েছে এবং তা থেকে اَرَضَيْ ও اَرَضَيْ হয়েছে।

এবার তুমি নিজে اَرَضَيْ - اَرَضَيْ - اَرَضَيْ ইত্যাদি ফেয়েলগুলোর তালীল বা রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

اَرَضَوْ - سَمَوْ - اَرَضَوْ ফেয়েলগুলোর মূল রূপ হলো - سَمَوْ - سَمَوْ - اَرَضَوْ
 ও اَرَضَوْ ফাতহার পর চতুর্থ বা তার পরবর্তী স্থানের ওয়াও-এর নিয়ম অনুযায়ী উক্ত ওয়াও প্রথমে ইয়া এবং পরে আলিফ হয়েছে। এরপর দুই সাকিনের মিলনে আলিফ পড়ে গিয়ে যথাক্রমে سَمَوْ - سَمَوْ - اَرَضَوْ হয়েছে।

اَرَضَيْ ফেয়েলটি মূলতঃ اَرَضَيْ ছিলো। প্রথমে কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও-এর নিয়মে اَرَضَيْ হয়েছে। অতঃপর যাম্মা-কাসরার পর মাযমূম ওয়াও-ইয়ার নিয়মে ইয়াকে সাকিন করা হয়েছে। এভাবে اَرَضَيْ থেকে اَرَضَيْ এবং তা থেকে اَرَضَيْ হয়েছে।

পক্ষান্তরে اَرَضَيْ যেহেতু মূলতঃ اَرَضَيْ ছিলো সেহেতু এখানে এক ধাপেই রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে।

এবার তুমি নিজে اَرَضَيْ ও اَرَضَيْ ফেয়েলদুটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

اَرَضَيْ ও اَرَضَيْ ফেয়েলদুটিতে কোন তালীল হয়নি, পক্ষান্তরে اَرَضَيْ ও اَرَضَيْ ফেয়েলদুটিতে একটি তালীল হয়েছে, অর্থাৎ কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও, ইয়া দ্বারা বদল হয়েছে।

اَرَضَوْ মূলতঃ اَرَضَوْ ছিলো। প্রথমতঃ কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও-এর নিয়ম অনুযায়ী اَرَضَيْ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কাসরা ও ওয়াওয়ের

মধ্যবর্তী মাযমূম্ব হয়-এর নিয়ম অনুযায়ী ইয়াকে সাকিন করে পূর্ববর্তী কাসরাকে যাম্মা দ্বারা বদল করা হয়েছে, ফলে اَرْضُوا হয়েছে। তৃতীয়তঃ দুই সাকিনের মিলনে ইয়া পড়ে গিয়ে اَرْضُوا হয়েছে।

পক্ষান্তরে اَلْفُوا ফেয়েলটি মূলত اَلْفُوا ছিলো। পরবর্তীতে اَرْضُوا এর অনুরূপ তালীল হয়েছে।

অর্থাৎ اَرْضُوا এর তালীল হয়েছে তিন ধাপে, আর اَلْفُوا এর তালীল হয়েছে দুই ধাপে। কেননা প্রথমটিতে ওয়াও পরিবর্তিত হয়ে ইয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টিতে ইয়া মূল হরফ রূপেই বিদ্যমান ছিলো।

এবার তুমি নিজে اَشْتَرُوا ও سَمُوا ফেয়েল দু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

اَصْطَفَا، اِشْتَرَا، اِرْضَا، اَلْقَا، اِصْطَفَا، اِشْتَرَا، اِرْضَا، اَلْقَا মূলত اَصْطَفَا، اِشْتَرَا، اِرْضَا، اَلْقَا ছিলো। এখানে اَلْفُ زَائِدَةٌ এর পর ওয়াও-ইয়া হামযা হয়ে গেছে।

تَسْمِيَةٌ মাছদারটি মূলত تَسْمِيَةٌ ছিলো। এখানে কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও, ইয়া দ্বারা বদল হয়েছে।

بَاكَ ও دَاعٍ اَلْقَا শব্দটি মূলত اَلْقَا ছিলো এবং اَلْقَا শব্দটি اَلْقَا ছিলো। এর তালীলটি একবার দেখে নিয়ে তুমি নিজেই উপরোক্ত শব্দ দু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

مُرْضُونَ মূলত مَرْضُونَ ছিলো। প্রথমত লাম-কালিমার ওয়াও ইয়া হয়ে مَرْضُونَ হয়েছে। এরপর يَرْضُونَ এর তালীলটি দেখে তুমি নিজেই অবশিষ্ট রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

একইভাবে مَسْمُونٌ، مَرْضُونٌ، مَشْتَرُونٌ শব্দগুলোর রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

الإلحاق

হারফ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো الإلحاق - এখানে আমরা ইলহাকের পরিচয়, উদ্দেশ্য এবং ইলহাকের বিভিন্ন ওজন সম্পর্কে আলোচনা করবো।

তোমরা জানো যে, ثلاثي مزید এর ফেয়েলকে ثلاثي مجرد এর বিভিন্ন বাবে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা তাতে এক বা একাধিক হরফ যোগ করে থাকি। যেমন خَرَجَ থেকে - اِستَخْرَجَ - تَخَرَّجَ - خُرَجَ

অদ্রপ قَبِلَ থেকে تَقَبَّلَ - اِسْتَقْبَلَ - قَابَلَ - اَقْبَلَ ইত্যাদি।

একথাও তোমরা জানো যে, এখানে ثلاثي مجرد এর সাথে যে হরফগুলো যুক্ত হয়েছে সেগুলো অতিরিক্ত হরফ, মূল হরফের অন্তর্ভুক্ত নয়। মূল হরফ আগেও যেমন তিনটি ছিলো এখনো তিনটিই রয়েছে। তবে আগে ছিলো ثلاثي مجرد - এখন হয়েছে ثلاثي مزید

পক্ষান্তরে কখনো কখনো ثلاثي مجرد এর মাঝে একটি হরফ যোগ করে তাকে رباعي এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে যুক্ত হরফটি অতিরিক্ত নয়, বরং তা মূল হরফের অন্তর্ভুক্ত। ফলে শব্দটি আগে ছিলো ثلاثي مجرد কিন্তু এখন হলো رباعي (বা রুব্বাঈর সাথে যুক্ত)

এটাকে ثلاثي مجرد (অন্তর্ভুক্ত করলো) ফেয়েলটি হচ্ছে شَمَلَ (যেমন رباعي مجرد এর ওজনে আনার জন্য লাম-কালিমাকে পুনরুক্ত করে شَمَّلَ (দ্রুত করলো) বলা হয়।

এটাকে ثلاثي مجرد (পিছনে গেলো) ফেয়েলটি হচ্ছে فَعَسَ (যেমন رباعي مزید এর ওজনে আনার জন্য তার লাম-কালিমাকে পুনরুক্ত করে فَعَسَسَ (পিছনে গেলো) বলা হয়। এই যে ثلاثي مجرد এর সাথে একটি হরফ যুক্ত করে তাকে (مجرد أو مزید) رباعي এর অন্তর্ভুক্ত করা হলো এটাকেই ملحق বলে। আর ঐ ফেয়েলটিকে ملحق বলে।

দেখো, بَعَثَ শব্দটির জন্মই হয়েছে চার হরফবিশিষ্ট অবস্থায়। সুতরাং এটি হলো প্রকৃত رباعي مجرد - পক্ষান্তরে شَمَلَ ফেয়েলটি মূল অবস্থায় ছিলো - পরবর্তীতে এটাকে رباعي مجرد এর ওজনে আনার জন্য তাতে একটি হরফ যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ লাম-কালিমাকে পুনরুক্ত করা হয়েছে এবং ত্রিমূল থেকে চতুর্মূলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সুতরাং بَعَثَ হলো প্রকৃত رباعي مجرد আর شَمَلَ হলো ملحق بالرباعي (রুব্বাঈ মুজাররাদের সাথে যুক্ত)

একই ভাবে দেখো, اِخْرَجَ শব্দটির জন্মই হয়েছে মূল চার হরফ এবং

আত্মরিক্ত দুই হরফবিশিষ্ট অবস্থায়। সুতরাং এটি হলো প্রকৃত **رباعي مزيد** - পক্ষান্তরে **إِقْعَنْسَس** ফেয়েলটি মূল অবস্থায় ছিলো **فَعَس** - পরবর্তীতে এটাকে **رباعي مزيد** এর **إِفْعَنْتَلَل** ওজনে আনার জন্য লাম-কালিমাকে পুনরুক্ত করে ত্রিমূলকে চতুর্মূল করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত রূপে **ألف** ও **نون** এ দু'টি হরফ যুক্ত করা হয়েছে।

সুতরাং **أَخْرَجْنَا** হলো প্রকৃত **رباعي مزيد** আর **إِقْعَنْسَس** হলো **ملحق بالرباعي** (বা রুবাই মায়ীদের সাথে যুক্ত)

অবশ্য কোনটা আসল রুবাই আর কোনটা **ملحق بالرباعي** সেটা তুমি বুঝতে পারবে যখন আরবী ভাষার গভীর জ্ঞান অর্জন করবে।

উপরের বিশদ আলোচনার পর এবার আমরা এভাবে **إلحاق** এর পরিচয় দিতে পারি।

ইলহাক অর্থ - অতিরিক্ত হরফ যোগ করে কোন শব্দকে **رباعي** এর ওজনে রূপান্তরিত করা।

যুক্ত হরফটি মূল হরফ রূপে গণ্য হয়ে থাকে। এবং **رباعي** এর ওজনে রূপান্তরিত শব্দটিকে **ملحق بالرباعي** বলে। যেমন -

ملحق بالرباعي المزيّد হচ্ছে **إِقْعَنْسَس** এবং **ملحق بالرباعي المجرد** হচ্ছে **سَمَلَل**

- এই **ملحق بالرباعي المجرد** এর কয়েকটি প্রসিদ্ধ ওজন এই -

سَمَلَل যেমন **فَعَلَل**

سَطَرَ এর সাথে একটি ইয়া যোগ করে **سَيَطَر** যেমন **فَيْعَل** ত্রিমূলকে চতুর্মূলে রূপান্তরিত করা হয়েছে।)

جَهَرَ এর সাথে ওয়াও যোগ করে **جَهَوَر** যেমন **فَعُول** ত্রিমূলকে চতুর্মূলে রূপান্তরিত করা হয়েছে।)

رَجَمَ এর সাথে **ت** যোগ করে **تَرَجَمَ** যেমন **تَفَعَّل** ত্রিমূলকে চতুর্মূলে রূপান্তরিত করা হয়েছে।)

ইলহাকের উদ্দেশ্য

ইলহাকের একটি উদ্দেশ্য হলো নতুন অর্থ সৃষ্টি করা। যেমন **سَمَلَل** এর অর্থ

হলো 'অন্তর্ভুক্ত করলো', কিন্তু الحاق এর পরে شَمَلَ এর নতুন অর্থ হলো, দ্রুত করলো।

ইলহাকের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো একই অর্থের জন্য একাধিক শব্দ তৈরী করা। যেমন عَسَ এর অর্থ পিছনে গেলো। اِنْعَسَسَ ও একই অর্থ প্রদান করে। এখন একই অর্থের দুটি শব্দ হওয়ার কারণে প্রয়োজন মত যে কোনটি ব্যবহার করতে পারবে।

ইলহাকের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো সংক্ষেপণ। যেমন اَلْبَسَ جَلْبَابًا এর সংক্ষেপ হলো جَلَبَ এবং اَلْبَسَ جُورِبًا এর সংক্ষেপ হলো جَوَرَبَ এবং فَعَلَ فِعْلًا এর সংক্ষেপ হলো فَعَلَ فِعْلًا এবং اَلْبَسَ جُلْبَابًا এর সংক্ষেপ হলো اَلْبَسَ جُلْبَابًا এবং اَلْبَسَ جُلْبَابًا এর সংক্ষেপ হলো اَلْبَسَ جُلْبَابًا ইত্যাদি।

একথা তোমরা জানো যে, আসল رابعي مجرد এর শুরুতে ت যোগ করে তাকে مزيد رابعي এ রূপান্তরিত করা হয়। যেমন تَبَعَثَ থেকে تَبَعَثَ - একই ভাবে ملحق بالرابعي المزيد এর শুরুতে ت যোগ করে ملحق بالرابعي المزيد এ রূপান্তরিত করা হয়। যেমন -

تَسَيَّرَ থেকে تَسَيَّرَ এবং تَجَوَّرَ থেকে تَجَوَّرَ এবং تَجَلَّبَبَ থেকে تَجَلَّبَبَ এবং تَسَكَّنَ থেকে تَسَكَّنَ এবং تَسَيَّرَ থেকে تَسَيَّرَ এবং تَسَكَّنَ থেকে تَسَكَّنَ

প্রশ্নমালা

১। الحاق এর পরিচয় বলো।

২। الحاق এর ক্ষেত্রে সংযুক্ত হরফটি কি মূল হরফ রূপে বিবেচ্য না অতিরিক্ত হরফ রূপে।

৩। الحاق এর সাথে ا যোগ করে اخرج করা হয়েছে; কিন্তু এটাকে اخرج বলা হয় না কেন?

৪। এখানে হরফ সংযুক্ত করার উদ্দেশ্য কি ثلاثي কে رابعي তে রূপান্তরিত করা, না ثلاثي مزيد কে ثلاثي مجرد এ রূপান্তরিত করা?

৫। جهور - এখানে সংযুক্ত হরফ কোনটি এবং এই সংযুক্তিকে الحاق বলা হবে কেন?

৬। الحاق এর উদ্দেশ্য উদাহরণ সহ আলোচনা করো।

www.eelm.weebly.com